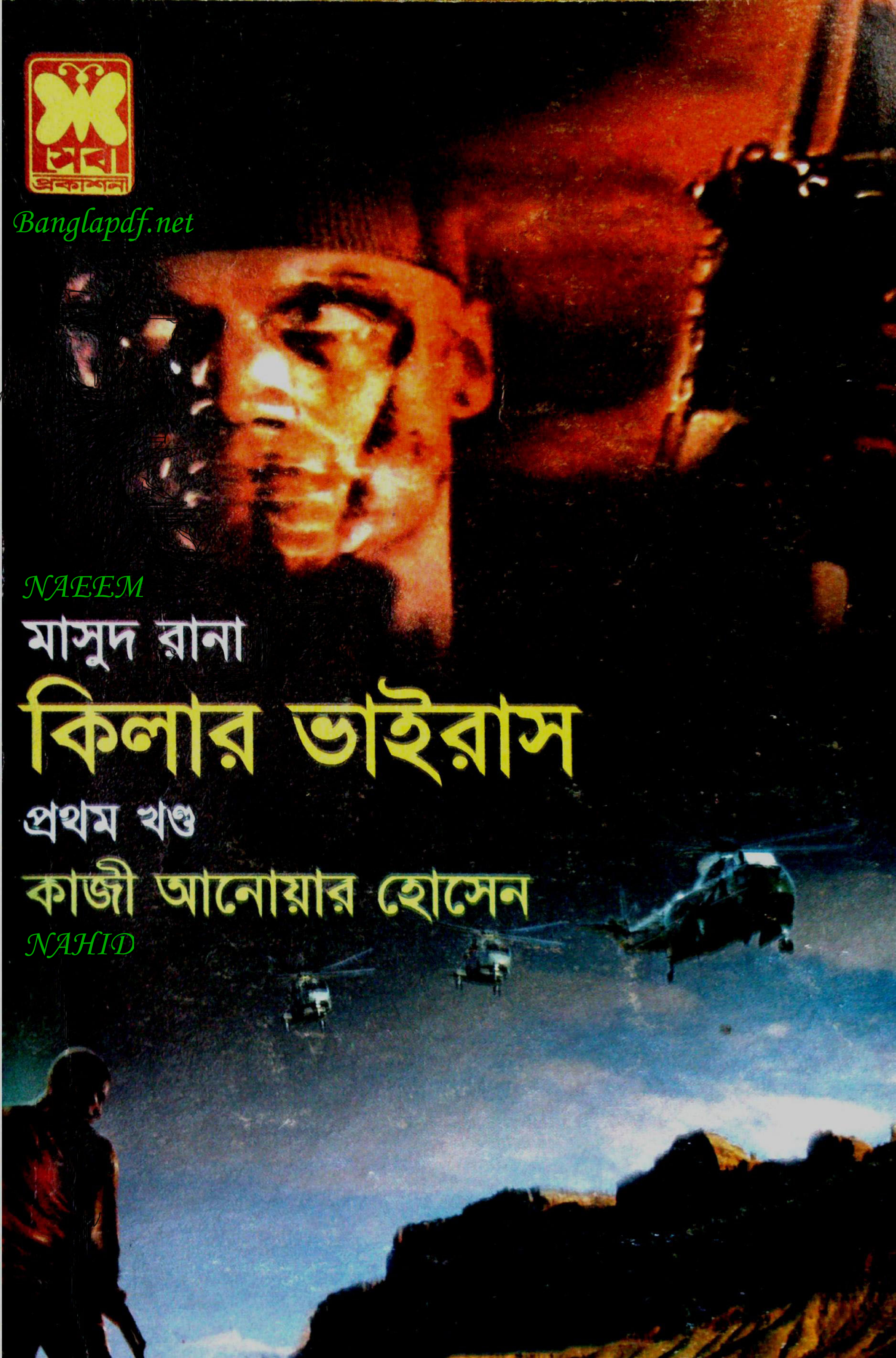


সেবা প্রকাশনী





মাসুদ রানা

# কিলার ভাইরাস

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২৭

# কিলার ভাইরাস

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন




সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7427-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-427
KILLER VIRUS
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তিরাশি টাকা

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

---

# এক নজরে
# মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হ্যাংগানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা!*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস।

# এক

ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকা।

ক্যানসাস, লিভেনওঅর্থ।

বাইশ জানুয়ারি, রাত বারোটা।

ফেডারাল পেনিটেনশিয়ারি।

ওটাই ছিল তার জীবনের শেষ অনুরোধ: টেলিভিশনে দেখবে ইনগিউরেশন সেরেমনি।

এ-কারণে পুরো একঘণ্টা পর টেরে হউটে পৌছুবে সে, কিন্তু লিভেনওঅর্থ কারাগার-কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকটার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবেন।

টেলিভিশনের কাঁপা-কাঁপা সাদা আলো পড়েছে সেলের ধূসর কংক্রিট দেয়ালে। খুদে স্পিকারে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কণ্ঠ:

'...ডু সোলেমলি স্ওয়্যার...'

'...ডু সোলেমলি স্ওয়্যার...'

'...দ্যাট আই উইল এক্সেকিউট দ্য অফিস অভ প্রেসিডেণ্ট অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস...'

'...দ্যাট আই উইল এক্সেকিউট দ্য অফিস অভ প্রেসিডেণ্ট অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস...'

খুব মন দিয়ে টেলিভিশন দেখছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি।

হয়তো দু'ঘণ্টাও নেই, তার আগেই মরবে সে, তারপরও ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে হাসি।

লোকটার জেল শার্টের উপর লেখা: 'টি-৫৫।'

বয়স তার আটান্ন, অভিজ্ঞতার ছাপ কঠোর চেহারায়, কাঁচা-পাকা চুল নেমেছে চওড়া কাঁধে। প্রকাণ্ডদেহী, প্রচণ্ড শক্তি ধরে শরীরে। ষাঁড়ের ঘাড়ের মত মোটা গর্দান। কালো চোখদুটো যেন অতল কূপ। বুঝবার উপায় নেই কী ভাবছে, অবশ্য টের পাওয়া যায়, খুবই বুদ্ধিমান মানুষ সে।

টেক্সাসের হিউস্টনে জন্ম তার, দক্ষিণ এলাকার টানে কথা বলে। সাধারণ বন্দিদের মাঝে মোটেও নিরাপদ নয়, কাজেই তাকে আনা হয়েছিল লিভেনওঅর্থের টি-উইঙে। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে তাকে টি-উইং থেকেও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ঠাঁই মিলেছে প্রি-ট্রানযিটে, অর্থাৎ তাকে রাখা হয়েছে ডিপারচার লাউঞ্জে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে ওই উইঙে রাখা হয়। সময়মত ইণ্ডিয়ানার ফেডারাল পেনিটেনশিয়ারি টেরে হউটে নিয়ে লিথাল ইঞ্জেকশন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

গৃহযুদ্ধকালীন প্রাক্তন দুর্গ লিভেনওঅর্থ। পরবর্তী সময়ে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ফেডারাল প্রিযন হিসাবে। এই কারাগারের বাসিন্দারা ফেডারাল আইন ভেঙেছে বলেই কারাবন্দি হয়েছে। ভয়ানক সব অপরাধী তারা। বিদেশি গুপ্তচর, টেরোরিস্ট, অর্গানাইয্ড্ ক্রাইম বস্, ইউএস আর্মড ফোর্সের গোপন তথ্য পাচারকারী, অথবা মিলিটারি থেকে পালিয়েছে— শুধু তাদেরকেই রাখা হয় এই কারাগারে।

এ কারাগার আমেরিকার সবচেয়ে নিষ্ঠুর জেলখানা। এর বন্দিরা মানব-হত্যা করেছে বা নারী-ধর্ষণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের অন্তরে জেগে উঠেছে এক ধরনের ন্যায় বিচার।

এখানে নিয়মিত পেটানো হয় সিরিয়াল রেপিস্ট ও মিলিটারি থেকে পলাতক সৈনিক ও অফিসারদেরকে। কপাল পুড়িয়ে লিখে দেয়া হয়: 'আমি ধর্ষণকারী' বা 'মিলিটারি থেকে পালিয়েছি'।

উনিশ শ' তিরানব্বুই সালে ওঅর্ল্ড ট্রেড সেন্টার বম্বিং-এর সাজা-প্রাপ্ত টেরোরিস্টদের প্রত্যেকে এই কারাগারে এসে নানা হামলায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে।

গুরুতর অপরাধে নিষ্ঠুর শাস্তি হয় বিশেষ এক শ্রেণীর বন্দিদের— যারা বিশ্বাসঘাতক। তাদেরকে কিছুতেই মাফ করা হয় না।

তারা বেঈমান।

লিভেনওঅর্থের আমেরিকান ইনমেটরা যতই গুরুতর অপরাধ করে থাকুক, বুকে রয়েছে জন্মভূমির জন্য সুগাঢ় ভালবাসা।

সাধারণত লিভেনওঅর্থ-এ তিনদিন কাটাবার আগেই মারা পড়ে বেশিরভাগ বেঈমান।

সিআইএ অ্যানালিস্ট বিল অ্যান্টোনিয়ো চায়নিজ আর্মির কয়েকজন জেনারেলের কাছে কিছু তথ্য বিক্রি করেছিল। তার দেয়া তথ্যের কারণে চাইনিজ চ্যাং লঞ্চ সেন্টারে ধরা পড়ে ছয়জন আমেরিকান নেভি সিল সৈনিক। আইন ভেঙে ওই ফ্যাসিলিটি থেকে ওদেরকে সরিয়ে নেয় চায়নিজ জেনারেলরা, তথ্য আদায় করতে গিয়ে সবাইকে খুন করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে চিনা সরকার। একই কাজ করেছে আমেরিকান সরকারও। অবশ্য বিচার শেষে শাস্তি হয়েছে অ্যানালিস্ট বিল অ্যান্টোনিয়োর। সে লিভেনওঅর্থ কারাগারে পৌঁছবার দুই দিন পর নিজ সেলের ভিতর মরে পড়ে ছিল। তার তলপেট ফেড়ে টেনে বের করে নেয়া হয়েছিল নাড়ি-ভুঁড়ি, ওগুলো দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল হাত-পা। গলার উপর অংশে শক্ত করে আটকে ছিল খাটের পায়া। ওটার মাধ্যমে ভীষণ কষ্ট দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করবার চিনা আবিষ্কৃত বাঁশের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে লিভেনওঅর্থের ইনমেটরা।

এখন সবাই জেনে গেছে টি-৫৫ এসেছে খুনের দায়ে। আরও

স্পষ্টভাবে বললেঃ সিনিয়র দু'জন নেভি অফিসারকে হত্যা করবার নির্দেশ দেয়ার কারণে।

ওই দুই নেভি অফিসার ছিলেন জয়েন্টস্ অভ স্টাফের অ্যাড়ভাইযার। ইউ.এস. মিলিটারি আইন অনুযায়ী টি-৫৫-কে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

সে উচ্চপদ-প্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার, কিন্তু আইন তার নিজ পথেই চলেছে, স্থির হয়েছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। অবশ্য, বিচার শেষে থাকতে দেয়া হয়েছে টি-উইঙে।

কিন্তু টি-উইঙেও পুরোপুরি নিরাপদ নয় কেউ। ওখানে থাকতে গিয়ে বারকয়েক বেদম মার খেয়েছে টি-৫৫। দু'বার তাকে এমনভাবে পেটানো হয়েছে, তাকে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত দিতে হয়েছে।

অনেকে তাকে চিনত আর্লিং এফ ব্রুক্স্ নামে, ইউএস এয়ার ফোর্সে সে ছিল তিন তারা লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তার আইকিউ সার্টিফাই করা হয়ঃ ১৮৩ পয়েন্ট। অর্থাৎ সে ছিল জিনিয়াস লেভেলের মানুষ। দুর্দান্ত বুদ্ধিমান ও কৌশলী অফিসার। ক্ষুরের মত ধারাল মগজ, কাজেই এই কমাণ্ডারের কল সাইন হয়ে ওঠেঃ দ্য কিং।

তার চেয়ে বড় কথা, ধৈর্য হারাতে শেখেনি সে। এখন টেলিভিশনের কাঁপা পর্দার দিকে চেয়ে এই কথাগুলোই ভাবছে।

পর্দায় দু'জন লোক।

একজন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, অপরজন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। শীতের নরম রোদে ক্যাপিটল বিল্ডিঙের পশ্চিম পোর্টিকোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন তাঁরা।

নতুন প্রেসিডেন্টের একটা হাত রয়েছে বাইবেলের উপর।

'...অ্যাণ্ড উইল টু দ্য বেস্ট অভ মাই এবিলিটি...'

'...অ্যাণ্ড উইল টু দ্য বেস্ট অভ মাই এবিলিটি...'

'...প্রেযার্ভ, প্রটেক্ট, অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড দ্য কন্সটিটিউশন অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, সো হেল্প মি গড।'

'...প্রেযার্ভ, প্রটেক্ট, অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড দ্য কন্সটিটিউশন অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, সো হেল্প মি গড।'

পনেরো বছর, আপনমনে ভাবল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রুক্স্।

পুরো পনেরো বছর ধরে অপেক্ষা করছে সে।

আর এখন সত্যিই সব ঘটতে শুরু করেছে।

মোটেই সোজা ছিল না কাজ। প্রথমে ভুলভালও করেছে। একবার এক নির্বাচনে প্রায় জিতে যাওয়া এক লোককে বেছে নিয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখল বিশ্রী ভাবে হেরে গেল সে নির্বাচনে। এ ছাড়াও আরও চারজন নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারিতে সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে তাদের পার্টি তাদেরকে সমর্থন দেয়নি।

জন গ্রিসামের মত লোকও রয়েছে। সে প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না তা তার পার্টির লোক বুঝবার আগেই রাজনীতি ছেড়ে দিল। এসব কারণে বহু টাকা খরচা হয়েছে। আর কোনও উপায়ও তো ছিল না।

কিন্তু, এখন...

এইবার আর কোনও ভুল হয়নি...

সত্যি এবার একজনকে...

মৃদু হাসল আর্লিং এফ ক্রুক্স্। খুব সহজ সমীকরণ ব্যবহার করে যৌক্তিক থিয়োরি দাঁড় করিয়েছে সে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা আসছেন দুটো অভিজাত সংঘ থেকে: প্রেসিডেন্টের অফিসে বসবার আগে তাঁরা ছিলেন স্টেট গভর্নর বা ফেডারাল সেনেটর।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে কেনেডি, জনসন বা নিক্সন ছিলেন সেনেটর। কার্টার, রিগ্যান বা ক্লিন্টন ছিলেন স্টেট গভর্নর। এর

বাইরে ছিলেন শুধু জর্জ বুশ সিনিয়র এবং জেরাল্ড ফোর্ড। বুশ ছিলেন হাউস অভ রিপ্রেযেন্টেটিভের সদস্য, তিনি সেনেটর ছিলেন না। আর বিশাল বড়লোক হিসাবে ফোর্ডের ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি।

এই দুটো ব্যতিক্রম বাদ দিলে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের হিসাব ঠিকই আছে। তার জানা আছে, এই প্রতাপশালী লোকগুলো প্রত্যেকেই গুরুতর সব অসুস্থতার ভিতর দিয়ে গেছেন।

রাজনীতি করতে গিয়ে তাঁদের নানান অনিয়ম করতে হয়েছে। ভীষণ দুশ্চিন্তা, অতি ভ্রমণ, নিয়মিত ব্যায়াম না করা এসবই তাঁদের শরীরকে ক্রমেই অসুস্থ করেছে।

তাতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের কী?

তাতেই তো সব!

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার বসানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন সেনেটর বা গর্ভনরদের হিসাবের ভিতর রেখেছে জেনারেল। তাদের বেশির ভাগের বুকে অপারেশন হয়েছে। কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠবার আগে সহজেই তাকে বাগে পাওয়া যায়।

পরের পনেরো বছরে যে স্ট্যাটিস্টিক্স্ দেখেছে সে, তাতে নিজের উপর আরও আস্থা বেড়েছে তার।

অফিসে বসবার পর বেয়াল্লিশ ভাগ ইউএস সেনেটরের গলব্লাডার সার্জারি করতে হয়েছে। মাঝবয়সী মোটা লোকের ভিতর গলব্লাডার অপারেশন খুবই স্বাভাবিক।

অন্য আটান্ন ভাগের মাত্র চার ভাগ নিরাপদে অপারেশন এড়াতে পেরেছেন পলিটিকাল ক্যারিয়ারে।

প্রায়ই দেখা গেছে এঁদের কিডনি ও লিভার অপারেশন। বেশিরভাগ ভুগেছেন প্রস্টেট সমস্যায়। হার্ট বাইপাসও করতে হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। আর ওই অপারেশনে সবচেয়ে সহজে

বসানো যায় ট্র্যান্সমিটার ডিভাইস।

আর তারপর যাঁকে দরকার, তাঁকে পেয়ে গেছে জেনারেল।

দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় এক রাজ্যের গভর্নর উনি, অফিসে বসবার দু'বছর পর ডাক্তারদের জানালেন, তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হিউস্টনের বাইরে এক এয়ার ফোর্স বেসে তাঁর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করলেন স্টাফ সার্জেন। ধরা পড়ল ভদ্রলোকের বাম ফুসফুসে অক্সিজেন ঠিকভাবে যাচ্ছে না। এটা ঘটছে অতিরিক্ত ধূমপানের কারণে।

অপারেশন করাতে দেরি করলেন না ভদ্রলোক। স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট অপটিক ক্যামেরা ও ন্যানোটেকনোলজির ওয়ায়ার কন্ট্রোল্ড সার্জারি ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে ফুসফুসের বাধা দূর করলেন এয়ার ফোর্সের দক্ষ ডাক্তার। গভর্নরকে বলে দেয়া হলো: আবারও ধূমপান করলে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি।

কিন্তু গভর্নর জানতেন না, অপারেশনের সময় এয়ার ফোর্সের সার্জেন তাঁর হৃৎপিণ্ডে ন্যানোটেকনোলজির মাইক্রোস্কোপিক রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে। জিনিসটা একটা পিনের ডগার সমান। গভর্নরের হৃৎপিণ্ডের বাইরের দেয়ালে সংযুক্ত করা হয়েছে ওটা। জিনিসটা প্লাস্টিকের সেমিঅর্গানিক মেটারিয়াল দিয়ে তৈরি, কিছুদিনের ভিতর গভর্নরের হৃৎপিণ্ডের বাইরের দিকের টিশ্যুর ভিতর প্রায় মিশে যাবে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ওটা রক্তের সামান্য ক্লট— নিরাপদ। এক্স-রে ওটা খুঁজেও পাবে না। একটু বড় কিছু ব্যবহার করলে নবাগত প্রেসিডেন্টের প্রথম ফিজিক্যালেই ধরা পড়ত ওটা।

কাজেই কোনও ঝুঁকি নেয়নি জেনারেল ব্রুক্স্। গভর্নরের শরীরের ভিতর ট্র্যান্সমিটার ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। পরে ওটা চালু করবে, নইলে হোয়াইট হাউসের এএক্সএস-৭ অ্যান্টিবাগিং সিস্টেম ধরে ফেলত আনঅথারাইয্ড্ রেডিয়ো সিগনাল।

ঠিক করা হলো, ট্র্যান্সমিটারের অ্যাকটিভেশন হবে সঠিক সময়ে।

অপারেশন শেষে আরেকটি কাজ করেছে ডাক্তার। খুব মসৃণ ভাবে তৈরি প্লাস্টিকের এক মোল্ডে গভর্নরের ডানহাতের তালুর ছাপ নিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ওই মোল্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে মনে করে এটা করা হয়েছে।

এসব ভাবতে গিয়ে আবারও মৃদু হেসে ফেলল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুক্স্।

এর দশমিনিট পর তাকে নিয়ে যেতে এল গার্ডরা। হাতে হ্যাণ্ডকাফ ও পায়ে বেড়ি নিয়ে তাদের পাশে হাঁটতে শুরু করল সে। এস্কোর্ট করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিমান চলে এসেছে নিতে।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের কারাগারে পৌঁছুল জেনারেল।

নির্বিকার ভাবে নিঃশব্দে ইঞ্জেকশন রুমে গেল।

তাকে শুইয়ে দেয়া হলো বড় একটা ইযি চেয়ারে। হাত ও পা আটকে দেয়া হলো চামড়ার ফিতা দিয়ে। শেষবারের জন্য প্রার্থনা করে নিতে বলা হলো। সে একটা কথাও বলল না। চুপ করে থাকল। মুখে দুশ্চিন্তার কোনও ছাপও নেই। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, যেন কখনও কোনও অপরাধই করেনি। ইঞ্জেকশন দেয়ার নিয়মগুলো ভাল করে দেখল সে, কিন্তু একটা শব্দ বেরুল না মুখ থেকে। বিচার শেষে নিয়ম মেনেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে। একবারও আপিলের কথা উচ্চারণ করেনি সে।

মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের সবাই জানত, এতই ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে, কখনও আর্লিং এফ ব্রুকস কারাগার থেকে জীবিত বেরুতে পারবে না।

ঠিকই জানত তারা।

জানুয়ারির তেইশ তারিখে বেলা ঠিক তিনটে সাঁইত্রিশ মিনিটে তার মৃত্যু কার্যকর করা হলো। চেতনা হারাতে প্রথমে তাকে দেয়া হলো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাইয়োপেন্টাল, তারপর ইঞ্জেক্ট করা হলো দশ মি.গ্রা. প্যানকিউরোনিয়াম ব্রোমাইড। ওই রিল্যাক্স্যান্টের কারণে বন্ধ হয়ে গেল শ্বাস-প্রশ্বাস। শেষে ব্রুকসের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হলো বিশ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড।

এর তিন মিনিট পর রাত তিনটা চল্লিশ মিনিটে টেরে হউটের কাউণ্টি করোনার যথাযথ পরীক্ষার পর লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

যেহেতু জেনারেলের কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই, ক্রেমেশনের জন্য মৃতদেহ সমর্পণ করা হলো ইউনাইটড স্টেটস এয়ার ফোর্সের হাতে।

এর বারো মিনিট পর, বিকেল তিনটে বায়ান্ন তখন, অফিশিয়ালি মৃত ঘোষণা করা হলো জেনারেলকে। লাশ তুলে দেয়া হলো এয়ার ফোর্সের অ্যাম্বুলেন্সে, ওটা দ্রুত ছুটতে লাগল টেরে হউটের সড়ক ধরে। ততক্ষণে জেনারেলের বুকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে দুটো ডেফিব্রিলেটর প্যাডেল। দেরি না করে বিদ্যুৎ চার্জ করা হলো।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জেনারেলের দেহ, তার ভাসকিউলার সিস্টেমের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে বিদ্যুৎ।

ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম মনিটরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এয়ার ফোর্সের মেডিকেল পারসোনেল।

ওদিকে লিভেনওঅর্থ পেনিটেনশিয়ারির ছোট এক সেলে তখনও চলছে পুরনো টেলিভিশন। সাদা-কালো পর্দা দেখাচ্ছে নতুন

প্রেসিডেন্টের হাসিমুখ।

জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন তিনি।

শিকাগো, ইলিনয়।

ও'হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

ছয় মাস পর, ৩ জুলাই।

ওরা শিকাগোর ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে দূরের খালি একটা হ্যাঙারে প্রথমবারের মত দেখল ওটা।

সকালে নিয়ম মেনে চালু করা হয়েছে ইলেকট্রম্যাগনেটিক রিডার। তখনই ধরা পড়ল দুর্বল ম্যাগনেটিক সিগনাল আসছে ওই হ্যাঙারের ভিতর থেকে।

প্রায় খালি বিশাল হ্যাঙারটা। মাঝে বসে আছে ওয়ারহেড।

দূর থেকে দেখতে বড় একটা রুপালি কোন্ আইসক্রিম। উচ্চতা পাঁচ ফুট। রাখা আছে কার্গো প্যালেটের উপর। খেয়াল করলে বিশেষজ্ঞরা বলবে, ওটা তৈরি হয়েছে কোনও ক্রুজ মিসাইলে বসাবার জন্য।

গা থেকে অসংখ্য তার বেরিয়েছে, ত্রিকোণ মাথার উপর আকাশের দিকে তাক করা ছোট একটি স্যাটালাইট ডিশে গিয়ে মিশেছে।

ওয়ারহেডের একপাশের চারকোনা জানালা দিয়ে চাইলে দেখা যায় বোমার ভিতর টলমল করছে লাল তরল।

ওটা প্লাজমা।

টাইপ-২৪০ ব্লাস্ট প্লাজমা।

ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার লিকুইড বিস্ফোরক।

অমন একটা বোমা ফাটলে মাটিতে মিশে যাবে গোটা শহর।

আরও তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল, ওই ওয়ারহেডের চারপাশে জড়িয়ে আছে একধরনের সেন্সার অ্যারে। ওটা থেকেই

আসছে ম্যাগনেটিক সিগনাল। কেউ বোমার পঞ্চাশ ফুটের ভিতর গেলেই জ্বলে উঠছে লাল বাতি। বোঝা যাচ্ছে ফাটতে তৈরি হয়ে যাচ্ছে বোমা।

একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল, ওই হ্যাঙারের মালিক ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স।

এরপর এয়ারফিল্ডের লগ-বুক থেকে জানা গেল, গত ছয় সপ্তাহের ভিতর ওই হ্যাঙারে এয়ার ফোর্সের কেউ পা রাখেনি।

স্কট এয়ার ফোর্স বেসের ট্র্যান্সপোর্টেশন কমাণ্ডে ফোন দেয়া হলো। এয়ার ফোর্স থেকে আবছা ধরনের জবাব এল। তাদের জানা নেই কী ভাবে সিভিলিয়ান হ্যাঙারে গেল ওই প্লাজমা বেজ্‌ড্‌ ওয়ারহেড। তারা জানাল, উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবে আগে, তারপর আবারও যোগাযোগ করবে ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

এবার একইরকম রিপোর্ট আসতে লাগল দেশের নানান এয়ারপোর্ট থেকে।

ও'হেয়ার এয়ারপোর্টের নিউক্লিয়ার বোমার মতই, একের পর এক বোমা, সঙ্গে ম্যাগনেটিক সেন্সর, মাথার উপর স্যাটালাইট ডিশ।

একইসময়ে যোগাযোগ করা হলো নিউ ইয়র্কের প্রধান এয়ারপোর্ট থেকে: জেএফকে, লা গার্ডিয়া ও নিউআর্ক হ্যাঙারে রয়েছে প্লাজমা নিউক্লিয়ার বোমা!

এর পর কল এল ওয়াশিংটন ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে।

তারপর ল্যাক্স।

স্যান ফ্রান্সিসকো। স্যান ডিয়েগো।

বস্টন। ফিলাডেলফিয়া।

সেণ্ট লুইস। ডেনভার।

সিয়েটল। ডেট্রয়েট।

সব মিলে দেশের চারপাশে চোদ্দটি হ্যাঙারে রয়েছে প্লাজমা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড!

প্রতিটি আর্মড্। সব সেট করা। যে-কোনও সময়ে ফাটবে!

মাত্র একটি সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছে ওগুলো!

# দুই

ভোর ছয়টা। জুলাইয়ের তৃতীয় দিবস।

রুক্ষ, কর্কশ, হলদেটে মরুভূমির আকাশে ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে ছুটছে তিনটি হেলিকপ্টার, খান-খান হচ্ছে ভোরের নৈঃশব্দ্য।

পরস্পরের খুব কাছাকাছি উড়ছে কপ্টারগুলো। সবসময় নিচু দিয়েই ওড়ে। টাম্বলউইডের মাথার উপর দিয়ে চলেছে। পিছনে উড়ছে বালির তুমুল টর্নেডো। ভোরের আলোয় চকচক করছে তিন কপ্টারের মোম পালিশ দেহ।

সামনের দিকে বিশাল আকৃতির সিকোরস্কি ভিএইচ-৬০এন। বরাবরের মতই দু'পাশে প্রচণ্ড শক্তিশালী দুই সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার।

ভিএইচ-৬০এনের ছাত চকচকে সাদা, দু'পাশে গাঢ় সবুজ রং। এ হেলিকপ্টারের মত অন্য কোনও কপ্টার ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার মিলিটারিতে নেই। কানেকটিকাটের সিকোরস্কি এয়ারক্রাফট প্লাণ্টে বিশেষ সিকিউরিটি এলাকায় তৈরি করা হয়েছে ওই কপ্টার। ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পস আগে

কখনও কোনও অপারেশনে ব্যবহার করেনি ওই বিশাল যান্ত্রিক ফড়িং। মিলিটারির মেরিন কর্পসের একটি জরুরি কাজ ওই কপ্টারের দেখভাল করা।

মাত্র একটি কাজে ব্যবহার করা হয় ওই কপ্টার। ওরকম অন্য কোনও কপ্টার অ্যাকটিভ ডিউটিতে নেই। ভিএইচ-৬০এন কপ্টারের বিশেষ সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে শুধু সামান্য ক'জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও সিকোরস্কি এগযেকিউটিভরা। ওই কপ্টার দেখলে পশ্চিমা বিশ্বে যে-কেউ ওটা চিনে ফেলে।

ওই কপ্টারকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিসপ্লেতে দেখানো হয় এইচএমএক্স-১। ওটাই মেরিনদের হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনে প্রথম কপ্টার। অফিশিয়াল রেডিয়ো কল সাইন: 'নাইটহক'। কিন্তু বছরের পর বছর ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী কপ্টারের অন্য একটি নাম হয়েছে: মেরিন ওয়ান। খুব জরুরি প্রয়োজন না পড়লে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লন থেকে আকাশে ওঠে না ওই কপ্টার।

আজ তেমনই একটা দিন।

মরুভূমির আকাশ দিয়ে ছুটে চলেছে এইচএমএক্স-১। ইউটার বিরান দুই এয়ার ফোর্স বেসের মাঝের দূরত্ব পেরুচ্ছে ওটা তার বিখ্যাত যাত্রীকে নিয়ে। নীচে পিছনে পড়ছে হলদেটে বালির ধূ-ধূ প্রান্তর।

আর আজ ওই কপ্টারে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য রত্ন, এজেন্ট মাসুদ রানা। ওর পরনে নেভি ব্লু কোট, মিডিয়াম ব্লু ট্রাউজার্স। চকচক করছে কালো বুট। কোটের ভিতর হোলস্টারে প্রেসিডেন্টের দেয়া উপহার নিকেল-প্লেটেড এম৯ পিস্তল।

ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ও, একটু সামনে দুই পাইলট। রিইনফোর্সড ফরওয়ার্ড উইণ্ডশিল্ড দিয়ে চেয়ে আছে

দূরে। মাসুদ রানার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, ক্ষিপ্র চিতার মত দেহ। এখন মুখ একটু গম্ভীর, সবই দেখছে কালো চোখের মণিদুটো।

'মিস্টার রানা, ককপিট সিটে বসবেন?' বামদিকের পাইলট জানতে চাইল।

'না, ধন্যবাদ।'

যতদূর চোখ যায় হলদেটে বালি, উপরে ম্লান নীল আকাশ। ধুলোময় প্রান্তর পিছিয়ে চলেছে তীব্র গতিতে। বহু দূরে দেখা গেল নিচু পাহাড়শ্রেণী। ওটাই ওদের সবার গন্তব্য। পাথুরে পাহাড়ের পায়ের কাছে দীর্ঘ রানওয়ের শেষে বেশ কয়েকটা একতলা দালান। ধূসর ভোরের আলোয় ঝিকঝিক করছে ক্ষুদে সব বাতি। বড় দালান বলতে বিশাল এক এয়ারোপ্লেন হ্যাঙার। দেখলে মনে হয় অর্ধেক চাপা পড়েছে পাহাড়ের নীচে। আর ওটাই ইউনাইটড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স স্পেশাল (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন।

আজ আরেকটি এয়ার বেস পরিদর্শন শেষে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখতে এসেছেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। সঙ্গে আসতে হয়েছে রানাকেও। সঙ্গে আরও কয়েকজন।

বিস্তৃত মরুভূমির দিকে চেয়ে আছে রানা। মনে পড়ছে গত ক'দিন আগের কথা।

ওরা ব্যস্ত ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশ আর্মির স্পেশাল কমাণ্ডো ট্রেনিঙে। ওটা শেষ হতেই বেশিরভাগ অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসার ফিরে গেল দেশে। আর সেদিন হোটেলে ফিরতেই ওদের ক'জনের জন্য এল হোয়াইট হাউস থেকে আমন্ত্রণ-পত্র ও বিমানের টিকিট।

রানা একবার ভেবেছিল হঠাৎ পাওয়া ওই আমন্ত্রণ রক্ষা করবে না। পরে যোগাযোগ করল বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল

(অব.) রাহাত খানের সঙ্গে।

ওর বক্তব্য শেষে উনি বললেন, 'যাও, ঘুরে এসো। জরুরি কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া ডাকছেন না তিনি।'

এরপর আপত্তি করেনি রানা। বিমান অফিসে যোগাযোগ শেষে হোয়াইট হাউসের রিসেপশনে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে, ওরা ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হবে মাঝ সকালে।

সেদিন সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির ও রানা এসে নামল ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে। ভেবেছিল কোনও হোটেলে উঠবে, কিন্তু লাউঞ্জে বেরিয়ে আসতেই তালগাছের মত উঁচু এক লোককে দেখল। সে গলা থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে বড়সড় বোর্ড। তাতে ওদের নাম লেখা।

লোকটার সামনে গিয়ে নিজেদের নাম বলতেই সে জানাল, ওদেরকে হোটেলে উঠতে হবে না। এরপর সোজা হোয়াইট হাউসের গেস্ট কোয়ার্টারে ওদেরকে নিয়ে তুলল লোকটা। ওদের জন্য নতুন ক্যাডিলাক গাড়ি দেয়া হলো। দরকার পড়লে যাতে ওয়াশিংটন শহর ঘুরতে যেতে পারে। বলে দেয়া হলো, আগামী পাঁচ দিন ওরা অতিথি হিসাবে হোয়াইট হাউসে থাকলে প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হবেন।

সেদিন রাতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। এবং ডিনার শেষে অনানুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে অবশ্য আন্তরিক ভাবেই, ওদের ছোট্ট দলটিকে উইলকক্স আইস স্টেশনের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য পরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেশনাল মেডেল অভ অনার (ক্লাসিফায়েড)।

কাজেই কাউকে বলবার উপায় রইল না।

অবশ্য, কাউকে বলতেও যেত না ওরা।

এরপর নিজের ওভাল অফিসে ওদেরকে নিয়ে গেলেন তিনি। ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত মনে হলো রানার। ওরা সবাই বসবার পর কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আমি খুশি আপনারা এসেছেন। সম্ভব হলে আনুষ্ঠানিকভাবেই সবার সামনে মেডেল পরিয়ে দিতাম। কিন্তু...'

তিনি থেমে যেতে রানা বলেছে, 'সমস্যা নেই, আমরা কেউ কোনও পুরস্কার আশা করিনি।'

এরপর ওদের প্রত্যেকের ভালমন্দের খোঁজ-খবর নিলেন প্রেসিডেন্ট। এক পর্যায়ে বললেন, 'আসলে আপনাদের কাছ থেকে আরেকটা সহায়তা চাইছি আমি।'

'সেটা কী ধরনের, স্যর?' জানতে চাইল তিশা।

রানা দেখল, থমথম করছে ভদ্রলোকের মুখ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আসলে সিকিউর ফিল করছি না আমি।'

কোনও মন্তব্য করেনি রানা।

চুপ থেকেছে নিশাত, তিশা ও খবির।

ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার দুর্দান্ত পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট, যাঁর কথায় কান ধরে উঠছে-নামছে দুনিয়া, সেই তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন?

ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়েছে ওদের কাছে।

এরপর উনি বললেন, 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার নিজ দেশের মিলিটারির উপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। সিক্রেট সার্ভিস থেকে বিব্রতকর রিপোর্ট আসছে। কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না, তা-ও জানি না। খারাপ কিছু ঘটে গেলে হয়তো অ্যাকশন নিতে পারব। কিন্তু তেমন কিছু কখন ঘটবে সেজন্য বসে থাকতে পারি না। শিডিউল মেনে চলতে হয় আমাকে। আজ থেকে চারদিন পর জরুরি ভিত্তিতে দুটো এয়ার

ফোর্স বেস পরিদর্শন করতে হবে। অথচ সিক্রেট সার্ভিস থেকে বলছে, ওখানে গেলে আমাকে মেরেও ফেলা হতে পারে।'

রানা এবং ওর দলের সবাই নীরব থেকেছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছেন প্রেসিডেন্ট, 'আমি এই পরিস্থিতিতে এয়ার ফোর্স বেসের ইন্সপেকশন পিছিয়ে দিতে পারি না। তা যদি করতাম, সবাই ভাবত আমি কাপুরুষ। সামান্যতম সম্মান থাকত না আমার। ...এখন, আমি চাইছি, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। আপনাদের বিষয়ে বিশদ খোঁজ-খবর নিয়েছি। মনে হয়েছে, কয়েকজন বিশ্বস্ত সিক্রেট সার্ভিস স্পেশাল এজেন্ট এবং আপনারা সঙ্গে থাকলে মস্ত কোনও বিপদ হবে না আমার।'

এবার মুখ খুলেছে রানা, 'আমাদেরকে বিশ্বাস করেছেন, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' একটু চুপ থেকে তারপর বলেছে, 'কিন্তু আমি বা আমার দলের কেউ চাইলেও আপনার পাশে থাকতে পারব না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের চাকরি করি, কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দিলে...'

'জানতাম এ কথাই বলবেন,' বাধা দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আর সেজন্য আপনার বসের সঙ্গে আজ বিকেলে কথা বলেছি।'

রানার ভুরু কুঁচকে গেল।

লাল ল্যাণ্ড ফোনের রিসিভার তুললেন প্রেসিডেন্ট, ডায়াল করে স্পিকার বাটন টিপলেন। ওদিকে কেউ রিসিভার তুলতেই বললেন, 'হ্যালো, মিস্টার খান, আপনাকে আবারও বিরক্ত করছি, সেজন্য দুঃখিত। আমি ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলছি।'

'বলুন,' স্পিকার-ফোনে ভেসে এল রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

'মিস্টার রানার সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি মৌখিক অনুমতি দিলে উনি দায়িত্বটা নেবেন।'

'রিসিভারটা ওকে দিন,' বললেন রাহাত খান।

বাটন টিপে স্পিকার অফ করে রানার হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'জী, স্যর,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, রানা,' খুকখুক করে কাশলেন রাহাত খান। 'জরুরি কিছু আলাপ সেরে নেয়া যাক। ...দু' দিন আগে চায়নিজ সিক্রেট সার্ভিস থেকে ফোন এসেছিল। লিউ ফু-চুং জানিয়েছেঃ ওদের ধারণা আমেরিকান মিলিটারির কারণে আবারও মস্ত বিপদে পড়তে চলেছে গোটা দুনিয়া। এবং যে-কোনও সময়ে হঠাৎ করে খুন হবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'

চিফ থেমে যেতে চুপ করে অপেক্ষা করেছে রানা।

একটু বিরতি নিয়ে আবারও খেই ধরেছেন রাহাত খান: 'শুনেছি বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বায়োলজিকাল এজেন্ট চায়নার তৈরি ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাস চুরি করে এখন নিজেরাই অদ্ভুত এক ভ্যাকসিন তৈরি করেছে আমেরিকান মিলিটারির একদল বিজ্ঞানী। আপাতত ওটা আছে আমেরিকার হাতে। এবং ক'দিন পর ওটার প্রয়োগ দেখতে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। ...ওঁর সঙ্গে ওই এয়ার বেসে যাওয়ার সুযোগ যখন মিলছে, তোমার ওখানে যাওয়াই উচিত। ...তবে মনে রেখো, কাজটা অত্যন্ত কঠিন। সম্ভব হলে ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো। ওই ভাইরাসের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বলেছেন, ওটা টপ সিক্রেট কোনও ল্যাবে সরিয়ে দেবেন। ...কিন্তু তা করতে হলে তাঁকে আগে বেঁচে থাকতে হবে। এখন তোমাদের মূল কাজ তাঁকে বিপদমুক্ত রাখা। ...এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও আর্মি চিফের কাছ থেকে অন্যদের জন্যও অনুমতি পাওয়া গেছে। আমি চাই তোমরা প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ডিটেইলে যোগ দেবে।'

জবাবে বলেছে রানা, 'সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই যাব, স্যর।'

রাহাত খান চুপ করে আছেন, প্রেসিডেন্টের হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিয়েছে রানা।

বিসিআই চিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখবার পর আরও দশ মিনিট ওদের সঙ্গে আলাপ করেছেন প্রেসিডেন্ট।

পরের তিনদিন হোয়াইট হাউস ঘুরে দেখেছে ওরা, প্রাণ ভরে ঘুরেছে গোটা শহর।

আর গত রাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রওনা হয়েছে।

'অ্যাডভান্স টিম টু, নাইটহক ওয়ান থেকে বলছি, ফাইনাল অ্যাপ্রোচ করছি এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে। দয়া করে ভেন্যু স্ট্যাটাস কনফার্ম করুন।'

এম ওয়ান কপ্টারের পাইলট মেরিন কর্নেল পিট ক্যামেরনের কথায় চটকা ভেঙেছে রানার। হেলমেট মাইকে কথা বলছে লোকটা।

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না।

'আবারও বলছি, অ্যাডভান্স টিম টু, রিপোর্ট করুন।'

কোনও সাড়া নেই।

'জ্যামিং সিস্টেমের কারণে এমন হচ্ছে,' বলল কো-পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যানন। 'এয়ার বেস যিরো এইটের রেডিয়ো অপারেটার বলেছিল, এমনই হবে। এসব বেস লেভেল-সেভেন ক্লাসিফায়েড, কাজেই সারাক্ষণের জন্য স্যাটালাইট-জেনারেটেড রেডিয়োস্ফেয়ারের আড়ালে থাকে। শুধু শর্ট-রেঞ্জ ট্র্যান্সমিশন কাজ করবে। অন্য কোনওভাবে তথ্য পাঠাতে পারবেন না।'

ভোরের আগে এয়ার বেস যিরো এইট পরিদর্শন করেছেন প্রেসিডেন্ট। ওটা এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে মাত্র বিশ মাইল

পুবে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিল নয়জনের সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বেস ঘুরে দেখেন প্রেসিডেন্ট। ওই বেসে রাখা হয়েছে বিশেষ একটি বিমান। ওটা দেখতে পায়নি রানা এবং ওর দলের কেউ। তার আগেই দুর্ব্যবহার শুরু করল সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো। বেসে রানার দলের সবাইকে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে তারা। আরেকটু হলে তাদের দলের দু'জনের সঙ্গে হাতাহাতি হতো খবিরের।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট রানাকে অনুরোধ করেন, যেন তাঁর কপ্টারে মেরিনদের সঙ্গে অপেক্ষা করে ওরা।

তখন রানার মনে হয়েছে, ভদ্রলোক অসহায় বোধ করছেন, আশপাশের সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোর উপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

রানার আরও মনে হয়েছে, ওদেরকে দাওয়াত করে এনে সহায়তা চেয়ে, আবার তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তখনই ঠিক করেছে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওদেরকে পাশে থাকতে না বললে ওরা তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও বেসে গোপনীয় কোনও সিকিউরিটি এলাকায় ঢুকবে না।

এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়ের উপর অপেক্ষা করছিল সিক্রেট সার্ভিসের দুই কপ্টার, সামনে চুপ করে পড়ে ছিল প্রেসিডেন্টের এয়ার ফোর্স ওয়ান, বিশাল এক ৭৪৭ বিমান।

এয়ার বেস যিরো এইটের প্রধান, জেনারেল টমসন হায়েন্সও বেসের ভিতর রানা এবং ওর দলকে ঢুকতে দিতে চাননি। এসব কারণে তিক্ত হয়ে আছে রানার মন। ফিরে গিয়েছিল ওরা মেরিন কপ্টারের সামনে।

সদাহাস্যরত এক নিগ্রো মেরিন সার্জেন্ট গল্প করছিল ওখানে।

যুবকের নাম রিক বাটারফিল্ড। নিজ নাম বলল, মাইকেল জ্যাকসন। একটু গানও গেয়ে শোনাল। ভয়াবহরকম খারাপ গায় সে। অন্যরা ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। ওই লোকই ওদেরকে বলেছে, সে শুনেছে হ্যাঙারের ভিতর রাখা হয়েছে লিজেণ্ডারি লো অরবিট স্পাই প্লেন। ওটার গতি মাক নাইন। সর্বকালের সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ডের তিনগুণ গতি ওটার।

কয়েকজন বলল তারা শুনেছে, দ্রুত সরতে বা চলতে পারে এমন গোটা এক স্কোয়াড্রন এফ-৪৪ ফাইটার রাখা হয়েছে ওই বেসে। ওগুলোর ডানা বি-২ স্টেলথ বম্বারের অনুকরণে তৈরি।

অন্যরা বলল, তারা শুনেছে একটা চায়নিজ স্পেস শাটল লঞ্চ করা হয়েছে গত দু'দিন আগে। আর ওটা ফেলে দেয়ার জন্য বেসে রাখা হয়েছে এক্স-৩৭ শাটল। ওটা লঞ্চ করা হবে একটা ৭৪৭ বিমান থেকে। ওই প্রজেক্ট আসলে নাসা ও একে-র, এক্স-৩৭ হবে সত্যিকারের প্রথম ফ্লাইট-কেপেবল স্পেস ভেহিকেল। ওটা একটা অ্যাটাক শাটল।

এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি রানা। অবশ্য ধারণা করেছে, ওই বেসে টপ-সিক্রেট কোনও বিমান সত্যিই আছে। একে ফোর্স ইঞ্জিনিয়াররা ভালভাবেই সব লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কালো বিটুমেন অতিদীর্ঘ রানওয়ে অনেক কথা জানিয়ে দিয়েছে। রানওয়ের আগে এবং শেষে যোগ করা হয়েছে বাড়তি দুই হাজার গজ টারমাক। সব ঢেকে দেয়া হয়েছে বালির এক ইঞ্চি নীচে, এখানে-ওখানে টাম্বলউইড। কিন্তু রানা জানে, ওই বাড়তি রানওয়ে লাগে শুধু স্পেস শাটল লঞ্চ করতে।

পনেরো মিনিট পর হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। পাঁচ মিনিট পর আবারও রওনা হলো ওরা। প্রেসিডেন্ট বরাবরের মত চেয়েছিলেন এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে এয়ার বেস যিরো

নাইনে যাবেন, তাতে সময় কম লাগত। কিন্তু দেখা গেল, ওই বিমানের ডান ডানার ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে মেরিন ওয়ানে উঠেছেন উনি। এ ধরনের জরুরি সময়ের জন্য সর্বক্ষণ তৈরি থাকে ওই কপ্টার।

এখন উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখছে রানা। ভোরের ধূসর আলোয় ক্রিসমাস গাছের মত ঝলমল করছে এয়ার বেস। ওদিকে চেয়ে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে রানা। গপ্পবাজ মেরিনরা ওই বেসের বিষয়ে একটা কথাও বলেনি। যেন কেউ জানে না ওখানে কী আছে। সামান্যতম গুজব নেই ওই বেস নিয়ে। কেউ জানে না ওখানে ওদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে।

ককপিট থেকে বেরিয়ে মেইন কেবিনে ফিরল রানা।

ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টের চারপাশ ঘিরে রেখেছে একদল লোক, অতিব্যস্ত। এদের দেখে রানার ধারণা হয়েছে, প্রত্যেকে এরা মনে করে, সে না থাকলে পৃথিবী চলত না। এই সংক্ষিপ্ত সফরে খেয়াল করেছে, কমপক্ষে তিনজন লোক সর্বক্ষণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে প্রেসিডেন্টের।

প্রথমে রয়েছে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব স্টাফ। এদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছে, তাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জগতে নেই। ভাবতেই পারে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তাদের সহায়তা চেয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের স্থানীয় পলিসি স্থির করবার জন্য। এরাই সাংবাদিকদের সামলে রাখে, তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। রানা টের পেয়েছে, এরা সবাই চায় যেন প্রেসিডেন্ট চলবার পথে থাকেন, সবার চোখের সামনে উপস্থিত হন।

দ্বিতীয়দল উল্টো কাজে ব্যস্ত। প্রেসিডেন্টের কান হিসাবে কাজ করছে তারা। এরা সিক্রেট সার্ভিস। তাদের নেতা স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। তার বড় কাজ হোয়াইট হাউসের

ধান্দাবাজ স্টাফদের ছ্যা-ছ্যা করে বিদায় করা। অফিশিয়ালি ওয়েইনডেনবার্গ চিফ অভ দ্য ডিটেইল। তার কাজ সর্বক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখা। একদল লোক প্রেসিডেন্টের পা চাটবার জন্য ব্যাকুল, তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা তার দায়িত্ব। লোকটার ক্রু কাট চুলগুলো ধূসর রঙের, চোখও ছাইয়ের মত, সর্বক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না; কখনও কখনও ধমকে উঠে বিদায় করছে স্টাফদের।

তৃতীয় দল মেরিন ফোর্স। তারা তেমন কোনও পাত্তা পাচ্ছে না কারও কাছ থেকেই।

আর চতুর্থ দল রানা এবং ওর সঙ্গের কয়েকজন। এয়ার বেস যিরো এইট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, এর পর রানার মনে হচ্ছে, ওরাই এখানে সবচেয়ে অবহেলিত দল। প্রেসিডেন্টের পলিটিকাল পলিসি অ্যাডভাইযারের বয়স ঊনত্রিশ বছর, পেট-মোটা এক লোক, নিউ ইয়র্ক থেকে আসা এক উকিল— একটু আগে ওই লোক আঙুল তাক করে রানাকে নির্দেশ দিয়েছিল ডাবল হুইস্কি এনে দেয়ার জন্য।

উল্টো আঙুল তুলে কেবিনেট দেখিয়ে দিয়েছে রানা, দরকার হলে নিজে গিয়ে নিয়ে আয় শালা!

রানা পাত্তা না দেয়ায় মহা খেপা খেপেছে লোকটা।

এদিকে অন্য এক কারণে সিক্রেট সার্ভিসের সবাই ক্ষুব্ধ। সর্বক্ষণের জন্য এইচএমএক্স-১-এ মেরিন ফোর্সের কমপক্ষে ছয়জন মেরিন সদস্য থাকে। যাত্রা শুরু করবার আগে তাদের নেতা হিসাবে রানার নাম ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট। এর আগে হোয়াইট হাউসে ওই মেরিনদের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এবং তারাও খুশিমনে রানাকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

ভোরের দিকে এয়ার বেস যিরো এইটে যা ঘটেছে, সবাই জেনে গেছে। তারপর থেকেই সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোর

সঙ্গে অস্বস্তিকর নীরব লড়াই চলছে মেরিনদের। তা ছাড়া, মেরিন ওয়ানে প্রেসিডেন্ট উঠলে তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব থাকে মেরিনদের হাতে।

এ কারণেও অস্বস্তিতে পড়েছে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের নেতা স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। বাধ্য হয়ে তার লোকদেরকে তুলতে হয়েছে অন্য দুই কপ্টারে। ওয়েইনডেনবার্গ ও ক'জন এজেন্ট উঠতে পেরেছে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে।

সেজন্য অন্তর পুড়ছে লোকটার। অবশ্য, প্রেসিডেন্ট একবার মাটিতে নামলে তাঁর দেখভালের দায়িত্ব আবারও ফিরে পাবে সে।

দু'বার পায়চারি করে আবারও ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়াল রানা।

হেলমেট মাইকে পাইলট কর্নেল পিট ক্যামেরন বলল, 'নাইটহক থ্রি, নাইটহক ওয়ান বলছি। যাও, আমার হয়ে দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিমকে চেক করে এসো। আমাদের লং-রেঞ্জ কমিউনিকেশনের বারোটা বাজাচ্ছে ওই রেডিয়োস্ফেয়ার। ওদের অল ক্লিয়ার বিকন দেখছি, কিন্তু ভয়েস কন্ট্যাক্ট হচ্ছে না। এতক্ষণে তাদের একসিট ভেন্টের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। যদি পজিশনে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তুমি এয়ার বেস যিরো এইটের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবে। জেনে নেবে এয়ার ফোর্স ওয়ানের মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে কি না।'

'কপি দ্যাট, নাইটহক ওয়ান,' শর্ট-ওয়েভে বলল একজন। 'আমরা রওনা হচ্ছি।'

দুই পাইলটের পিছন থেকে দেখল রানা, ডানদিক দিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করেছে এক সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার। মরুভূমি পিছনে ফেলে দ্রুত ছুটে চলেছে।

মেরিন হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনের অন্য দুই কপ্টার স্বাভাবিক গতিতে চলেছে।

কোথাও অন্ধকার এক ঘরে নীল ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন রেডিয়ো অপারেটার হেডসেট পরে বসে আছে জ্বলজ্বলে কম্‌পিউটার মনিটরের সামনে।

তাদের একজন নিচু স্বরে র‍্যাপারাউণ্ড মাইক্রোফোনে বলল: 'ইনিশিয়েটিং প্রাইমারি স্যাটালাইট সিগনাল টেস্ট... এবার...'

সামনের কন্সোলের একটা বাটন টিপে দিল সে।

নিজ এয়ারপিসে আঙুল রাখল কো-পাইলট এলসা গ্যানন। বিড়বিড় করে বলল, 'আরে, এটা আবার কী?'

'কী বললে?' জানতে চাইল কর্নেল পাইলট পিট ক্যামেরন।

'জানি না,' সুইভেলিং চেয়ার ঘুরিয়ে নিল তার সঙ্গিনী। 'এইমাত্র মাইক্রোওয়েভ ব্যাণ্ডে ছোট একটা স্পাইক দেখলাম।'

মাইক্রোওয়েভ ডিসপ্লে স্ক্রিনের দিকে চাইল মহিলা। ওখানে ওঠানামা করছে গ্রাফ। আস্তে করে মাথা নাড়ল সে। 'মনে হলো কোনও মাইক্রোওয়েভ সিগনাল এল, তারপর ছিটকে চলে গেল।'

'আজ ভোরে অ্যান্টিবাগিং করা হয়েছে,' বলল পাইলট। 'তা-ও আবার দু'বার করে।'

মেরিন ওয়ান এবং যাত্রীদের উপর দিয়ে প্রতিদিন অ্যান্টিবাগিং ডিভাইস বুলিয়ে নেয়া হয়। কাজেই কোনও লিসেনিং ডিভাইস থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একইভাবে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় প্রেসিডেন্টের বিমান।

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা, একটু পর বলল, 'ওই সিগনাল খুব ছোট ছিল, কিন্তু মনে হলো কেউ নিশ্চিত হতে চাইল আমরা এখানেই আছি।' প্রশ্ন নিয়ে কর্নেলের দিকে চাইল কো-পাইলট।

প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের পাইলট পিট ক্যামেরন ভুরু

কোঁচকাল। 'ওটা বোধহয় রেডিয়োস্ফেয়ারে আচমকা কোনও কম্পন। ছিটকে গেছে কোনও মাইক্রোওয়েভ সিগনাল। তা যাই হোক, আমরা কোনও ঝুঁকি নেব না।' রানার দিকে ঘুরে চাইল সে। 'মিস্টার রানা, কিছু মনে না করলে বলব, আপনার বোধহয় জরুরিভাবে এয়ারক্রাফট তল্লাশী করা দরকার। এই কাজ এখন আমাদের নেতা হিসাবে আপনার উপর বর্তায়।'

মৃদু মাথা দুলিয়ে পাশের ছোট এক কাবার্ড থেকে ম্যাজিক ওয়াণ্ড নিল রানা।

## তিন

'রিটার্ন সিগনাল পেয়েছি,' অন্ধকার ঘরের কন্সোল অপারেটার বলল। 'প্রাইমারি সিগনাল টেস্ট সফল। ডিভাইস এখন অপারেশনাল। রিপিট করছি, ডিভাইস এখন অপারেশনাল। আবারও ফিরছি ডরম্যান্ট মোডে। সবই ঠিক আছে। এবার সেকেণ্ডারি সিগনাল...'

মেরিন ওয়ানের কেবিনে এসে ঢুকেছে রানা, চালু করেছে হাতের এএক্সএস-৯ ডিজিটাল স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার। দেয়াল, সিট, সিলিং ও মেঝে সবই পরখ করে দেখছে ওটা দিয়ে। কোথাও কোনও সিগনাল থাকলে জাদুর দণ্ড তা ঠিকই ধরবে।

সাধারণ মানুষ যেমন ধারণা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিলাসবহুল ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের

ভিতরটা। মেঝেতে গাঢ় লাল পুরু কার্পেট, তার উপর দূরে দূরে চামড়া দিয়ে মোড়া দামি সিট। মনেই হয় না এটা কোনও মিলিটারি কপ্টার, ভিতর অংশ যেন কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের ফার্স্ট সেকশনের মত। কেবিনে বারোটা সিট, প্রতিটার উপর প্রেসিডেন্টের ঝিকমিকে সিল-মোহর। প্রতিটি সিটের দু'পাশে প্রশস্ত আর্ম রেস্ট। কেউ যেন ভুলে না যায় কার সামনে উপস্থিত হয়েছে, সেজন্য প্রতিটি স্কচ গ্লাস, কফি মগ, প্রতিটি জিনিসে প্রেসিডেন্টের সিল-মোহর দেয়া।

কপ্টারের মাঝের এলাকা পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্মড্ মেরিন প্রহরীরা। কোনওভাবে তাদেরকে পিছনে ফেলতে পারলে মেহগনি কাঠের তৈরি পালিশ করা এক বড়সড় দরজা।

ওটা প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট অফিস।

ছোট কিন্তু অভিজাত, প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে সাজানো। ডেস্কের উপর এক সারিতে ফোন, ফ্যাক্স ও টিভি। প্রেসিডেন্ট আকাশেই থাকুন বা মাটিতে, সর্বক্ষণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর চোখ রাখতে পারবেন।

অফিসের পিছনে রয়েছে প্রেশার সিল করা ছোট দরজা, ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ হলে তখন ওটা ব্যবহার করবেন প্রেসিডেন্ট। ওদিকে রয়েছে একজনের জন্য ইজেকশন ইউনিট। ওটার নাম দেয়া হয়েছে: এস্কেপ পড।

ফার্স্ট সেকশনের সিটগুলোর উপর দিয়ে স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার বুলিয়ে নিল রানা, এদিকে কোথাও ছারপোকা নেই। এখানে বসেছে ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং তার পাঁচ এজেন্ট। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল লোকগুলো। ঠিক করেছে পাত্তা দেবে না রানাকে।

রানাও তাদেরকে পাত্তা দিল না, নাকের সামনে দিয়ে ম্যাজিক ওয়াণ্ড ঘুরিয়ে আনল।

পিছনে রয়েছে আরও দু'জন প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইযার। তাঁরা ডেপুটি চিফ অভ স্টাফ ও কমিউনিকেশন ডিরেক্টর। পুরু ম্যানিলা ফোল্ডার থেকে মুখ তুললেন না তাঁরা।

মেইন কেবিনে তাঁদের দু'পাশে দুটো একসিট ডোর। ওখানে পিঠ-খাড়া দুটো চেয়ারে বসেছে দু'জন মেরিন প্রহরী।

মেইন কেবিনের পিছনে রয়েছে আরও একজন।

গর্দানহীন এক লোক, পরনে ইউএস আর্মির ইউনিফর্ম, চুপ করে বসে আছে প্রেসিডেন্টের অফিসের সবচেয়ে কাছে।

মাথার চুলগুলো গাজর রঙের, পুরু গোঁফ কমলা। তাকে দেখলে কোনও বিশেষজ্ঞ মনে হয় না। আসলেও সে গুরুত্বপূর্ণ কোন লোকও নয়।

সে আর্মির একজন ওয়ারেন্ট অফিসার। নাম হ্যাঙ্ক ডিক্সন। তার বিশেষ কোনও গুণ আছে তা-ও নয়, কিন্তু অন্য কারণে প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান না কেন, তাঁর সঙ্গে লেজের মত ঝুলে থাকে সে। সর্বক্ষণ তার ডান কবজির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে ঝুলতে থাকে স্টেইনলেস-স্টিলের একটা ব্রিফকেস। ওটার ভিতর রয়েছে জরুরি কিছু কোড এবং আমেরিকার নিউক্লিয়ার আর্সেনালের সুইচ। অনেকেই জানেন, ওই ব্রিফকেসের নাম হয়ে উঠেছেঃ দ্য ফুটবল।

সার্চের কাজ শেষ করেছে রানা, প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

কিছুই পাওয়া যায়নি।

হেলিকপ্টারে কোনও ছারপোকা নেই।

আবারও ককপিটে ফিরে এল, শুনতে পেল কর্নেল পিট ক্যামেরন তার মাইকে বলছেঃ 'বুঝলাম, নাইটহক থ্রি। ধন্যবাদ। এবার ভেন্ট পর্যন্ত চলে যাও।'

সুন্দরী কো-পাইলটের দিকে চাইল সে। 'এয়ার ফোর্স ওয়ান

মেরামত হয়েছে। সামান্য ভাল্‌ভ্ লিক করেছিল। এয়ার বেস যিরো এইটে অপেক্ষা করবে। এয়ার বেস যিরো নাইন দেখা হলে প্রেসিডেন্টকে বিমানের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ...মিস্টার রানা?'

'ছারপোকা নেই,' বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। 'বোধহয় চারপাশের রেডিয়োস্ফেয়ারের কারণে অমন হচ্ছে। তা-ও খুঁজে দেখার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।'

হঠাৎ হেলমেট স্পর্শ করল কর্নেলের ডানহাত, বোধহয় কোনও মেসেজ আসছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

'আমাদের সাধ্যমত করব, কর্নেল,' বলল। 'তবে কোনও কথা দিতে পারছি না।' মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিল সে। আরেকবার মাথা নেড়ে বলল, 'হারামজাদা চাক কোসলোস্কি।' রানা ও কো-পাইলটকে দেখে নিল সে। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমাদের অতিপ্রিয় উৎসাহী হোয়াইট হাউস লিয়াসন অফিসার বলেছে: আমরা অনেক বেশি ধীরে যাচ্ছি, কাজেই গতি বাড়াতে হবে। বিকেলে ওয়াশিংটনের মহিলাদেরকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। এভাবে দেরি করলে তাঁর শিডিউল এলোমেলো হয়ে যাবে।' ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল ক্যামেরন। 'শালা যে নিজেকে কী মনে করে, ও-ই জানে!'

এইচএমএক্স-১-এর মেরিনের সমস্ত দায়িত্বে রয়েছে হোয়াইট হাউসের লিয়াযন অফিসার মেরিন কর্নেল চাক কোসলোস্কি। গত তিনবছর এই দায়িত্ব পালন করছে। বেয়াল্লিশ বছর বয়স তার, দীর্ঘ, হিলহিলে শরীর, নাকের নীচে পেন্সিলের মত সরু গোঁফ। আচরণ অতি পরিশীলিত। অবশ্য মেরিন ওয়ানের সৈনিক ও অফিসাররা বলে, ওই লোক মই বেয়ে উপরের পদে যাওয়ার জন্য

সর্বক্ষণ পাগল হয়ে আছে। সে নাকি অফিস-পলিটিক্সের ব্যাপারে বেজায় দক্ষ রাজনীতিক, কাঁধে তারা পাওয়ার জন্য উন্মাদ। মেরিন ফোর্স নিয়ে তার কোনও মাথা-ব্যথা নেই, কার কী হলো তাতে তার কিছুই যায় আসে না। অবশ্য, মেরিন কর্পসের উপরের অফিসাররা এমন ভাবেন না। নিয়মিত প্রমোশন পাচ্ছে সে। গত কয়েকদিনে রানাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার মিথ্যা-অহম দেখে। আগেও এ ধরনের মানুষ দেখেছে রানা, এরা ক্ষমতার খুব কাছে থাকতে চায়, মনে করে তা হলেই সবাই তাকে সম্মান করবে। মেরিনের মাঝারি পদের অফিসাররা তার নাম দিয়েছেঃ মাথা-মোটা চাটা। প্রতিটি নিয়ম ও প্রটোকল মেনে চলবার নেশা আছে তার, তাতে মস্ত কোনও ভুল হোক পরোয়া নেই।

রানা যখন প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে কথাগুলো ভাবছে, ওই একই সময়ে একাকী এক সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার নামতে শুরু করেছে মরুভূমির কর্কশ বালিময় মেঝেতে।

ওই কপ্টার নাইটহক থ্রি। রোটরের বাড়ি খেয়ে নীচে ছিটকে সরছে ধুলোবালি। পশ্চিমে আধ মাইল দূরে নিচু পাহাড়শ্রেণী। ওখানে ঘাপটি মেরে আছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

প্রকাণ্ড কপ্টারের মোটা চাকা মরুভূমি স্পর্শ করবার দশ সেকেণ্ড পর পুরো কমব্যাট ইউনিফর্ম পরা চারজন মেরিন লাফ দিয়ে নেমে গেল। এদিকের জমিন পাথুরে, একটু সামনে সরু এক ট্রেঞ্চ। ওটার দিকে ছুটতে শুরু করেছে তারা।

ওই ট্রেঞ্চ এয়ার বেস যিরো নাইনের ইইভি— ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্ট। মাটির নীচ দিয়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ এসে উঠেছে ওই ভেন্টে। আজ স্থির হয়েছে, এয়ার বেস যিরো নাইনে প্রেসিডেন্টের কোনও বিপদ হলে, বেস থেকে বেরুতে প্রয়োজনে ওই এস্কেপ রুট ব্যবহার করা হবে।

দলের নেতা হিসাবে আগে ছুটতে শুরু করেছে এক মেরিন লেফটেন্যান্ট। এই কপ্টার পাইলটের নাম পওলস ম্যাকআর্থার। সবাইকে নিয়ে ধুলোময় গর্তের দিকে চলেছে। দলের সবার হাতে উঠে এসেছে এমপি-৫/১০। কখনও ওটাকে বলা হয় এমপি-১০। আসলে ওটা হেকলার অ্যাণ্ড কচ কোম্পানির ১০এমএম ভার্শান।

ইয়ারপিসে কয়েকবার বিপ-বিপ আওয়াজ শুনল লেফটেন্যান্ট ম্যাকআর্থার। দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম জানিয়ে দিয়েছে, কোথাও বিপদ নেই। আসলে এ-সি বিকন ব্যবহার করবার সময় কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা যায় না। ওটা শক্তিশালী ডিজিটাল সিগনাল, দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম কোনও বিপদ বা অ্যাম্বুশের শঙ্কা করলে ওই দলের নেতা সুইচ টিপে অল ক্লিয়ার বিকন বন্ধ করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেনশিয়াল অক্টোরাথ জেনে যেত সামনে বিপদ। কপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেত তারা। কিন্তু বিকন থাকবার কারণে এখন বোঝা যাচ্ছে, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

ট্রেঞ্চের ধারে পৌঁছে গেল লেফটেন্যান্ট পওলস ম্যাকআর্থার এবং তার দলের তিনজন। নীচে চাইল সবাই।

'হায় ঈশ্বর!' শ্বাস আটকে ফেলল লেফটেন্যান্ট!

অন্য দুই প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে রেসট্রিকটেড এরিয়া, এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

'মিস্টার রানা,' সিটে একটু ঘুরে বসল কর্নেল পিট ক্যামেরন। এরই ভিতর রানার সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে তার। 'আপনার হারেম কোথায়?' দুষ্টু হাসছে কর্নেল। নিশাত সুলতানা ও তিশা করিমের কথা বলছে সে।

'দুই নম্বর নাইটহককে।'

'খুব মিস করছি। আমি তো ভেবেছিলাম প্রাচীন আমলের

রাজার মত ওদেরকে জিতে নেব।'

'একজনের হাতে প্রচণ্ড জোর, আরেকজনের পায়ে,' বলল রানা।

'তাতে আমার কী?'

'বেদম চড় ও লাথি খেতেন।'

'খেতেও পারতাম,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল কর্নেল। রানার দলের বিষয়ে বেশকিছু তথ্য শুনেছে সে হোয়াইট হাউসে। শীতল, ধবল অ্যাণ্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে ওই দল জাদু দেখিয়েছে। এবং মেরিন ফোর্স খুশি যে রানা এবং ওর দল ওদের পক্ষেই ছিল। প্রায় সবাই রানাদেরকে নিজেদের লোক বলে মনে করছে।

নিশাত সুলতানা ও তিশা করিমের সঙ্গে আলাপও হয়েছে পিট ক্যামেরনের। ওদেরকে ভালমানুষ মনে হয়েছে তার। গল্প করবার সময় জানতে পেরেছে, কী ভাবে এক লিফটের নীচে আটকা পড়েছিল নিশাত। আর পাতাল-গুহায় তিশা। ওরা মাত্র কয়েকজন মিলে ঠেকিয়ে দিয়েছিল বিদেশি মিলিটারির ভয়ঙ্কর হামলা। পরে সংবাদপত্রে বেশ লেখালেখি হয়েছিল ওদেরকে নিয়ে।

অবশ্য মাসুদ রানার দলের কর্পোরাল নাজমুল বাংলাদেশ আর্মির চাকরি থেকে অবসর নেয় পরে, গ্রামে গিয়ে চাষ-বাসে মন দেয়। হোয়াইট হাউস থেকে তাকেও আমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট, কিন্তু বাংলাদেশের আমেরিকান এম্বেসিতে ফোন করে সে জানিয়ে দিয়েছে, মাঠ থেকে ফসল তুলবার কাজে ব্যস্ত, কোথাও যেতে পারবে না।

তার মেডেলটা রানার হাতে তুলে দিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট।

কপ্টারের উইণ্ডশিল্ড দিয়ে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখছে রানা। ক্রমেই এগিয়ে আসছে কমপ্লেক্সের বিশাল হ্যাঙার-ডোর। ওটা খুলে গেছে। ভিতরে ঝলমল করছে উজ্জ্বল সাদা আলো।

হেলমেট মাইকে বলল কর্নেল পিট ক্যামেরন, 'নাইটহক টু, নাইটহক ওয়ান থেকে বলছি, আমরা নামতে শুরু করেছি।'

নাইটহক টু-র পেটের ভিতর ক্যানভাস জাম্পসিটে গুটিসুটি মেরে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। কোলের উপর বাংলাদেশি পেপারব্যাক বই। মন দিয়ে পড়ছে এক গুপ্তচরের জীবনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনি।

নাইটহক ওয়ানের মত নয় নাইটহক টু, ভিতরে রোটরের বিকট আওয়াজ, ধাঁ-ধাঁ লেগে যায় কানে। প্রেসিডেন্ট কখনও এই কপ্টারে ওঠেন না, কাজেই বিলাসের কিছুই নেই এখানে। সিটে আপহোলস্ট্রি নেই, আর্মরেস্টেও এমব্রয়ডারি নেই।

আজ তিশা করিমের জন্মদিন, চব্বিশ বছর আগে মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে দুনিয়ার বুকে ল্যাণ্ড করেছিল।

মন একটু খারাপ ওর, চব্বিশ হয়ে গেল বয়স! বড্ডো বেশি!

হালকা-পাতলা সুঠাম দেহ ওর, কুচকুচে কালো দুই চোখে অদ্ভুত মায়া, যেন হরিণীর ভাসা ভাসা চাহনি। জোর করে বইয়ে মন দিতে চাইছে। হঠাৎ গুনগুন করে ওঠা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল:

'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...
হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...
হ্যাপি বার্থডে, ডিয়ার লেফটেন্যান্ট তি...শা...
হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।'

মুখ তুলে চাইল তিশা। আস্তে করে শ্বাস ফেলল।

ওর পাশের খালি সিটে বসে পড়েছে প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরো। সুদর্শন লোক সে. দেখলে মনে হয় ইউরোপিয়ান নায়ক। মেয়েদের মত কালো ভুরু, ত্বক জলপাই রঙা। অবশ্য, পুরুষ মডেলদের মতই সুঠামদেহী। আজ তার পরনে তিন হাজার ডলারের আরমানি সুট। ওটা থেকে

আরমানি কোলনের গন্ধ আসছে।

সুবাসটা দারুণ ভাল, কিন্তু একটু কুঁচকে গেল তিশার নাক। অবশ্য পরক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল চেহারা।

সুন্দর করে মোড়ানো ছোট এক প্যাকেজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে হফসন নিরো।

'চব্বিশ, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে,' বলল লোকটা।

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা। গত কয়েকদিন ধরে ওর পিছু নিয়েছে এই লোক।

'আমাকে হফ বলে ডাকতে পারো।' মাথা তাক করে উপহারটা দেখাল সে। 'কই, নিয়ে খোলো?'

উপহারটা নিল তিশা, বিরক্তি চেপে ফিতা খুলতে লাগল। র‍্যাপিং পেপার খুলতেই দেখা গেল সবুজ পান্না রঙের ছোট বাক্স। আস্তে করে ঢাকনি খুলল। ভিতরে শুয়ে আছে ঝিকমিক করা রুপালি হোয়াইট গোল্ডের নেকলেস। ওটা ছোট এবং সরু। নেকলেসের শেষে এক ফোঁটা অশ্রুর মত দামি হীরা।

'ওটা টিফ্যানি থেকে কিনেছি,' বলল মিস্টার নিরো। 'তোমার জন্য। মনে হলো আজ রাতে যখন তোমাকে নিনো'র ওখানে নিয়ে যাব, তখন এটা পরলে দারুণ লাগবে তোমাকে দেখতে।'

নিনোর রেস্টুরেন্ট জর্জটাউনে, ওয়াশিংটনের অভিজাত ও মস্ত ধনীরা ওখানে যায়। সব খাবার দশগুণ দিয়ে কিনতে হয়।

'আজ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনার আছে আমার,' চাপা শ্বাস ফেলল তিশা।

একটু মিথ্যা বলেছে। গত কয়েক মাস ধরেই মাসুদ রানার সঙ্গে গল্প করছে, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ হলো রানা যেন বুঝতে শুরু করেছে, ওর সত্যি ভাল লাগে তিশাকে। হোয়াইট হাউসে পৌঁছবার পরের দিন ওরা দু'জন বেড়াতে গিয়েছিল। ওটাকে প্রায় ডেটও বলা যেতে পারে।

'না-না-না,' নাটকীয়ভাবে মাথা নাড়ল নিরো। 'আমি সবই শুনেছি। মাসুদ রানার সঙ্গে তোমার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। তা ছাড়া, মাত্র একটা ডেট মানেই সম্পর্ক নয়।'

চারদিন ধরে ফেউয়ের মত পিছনে লেগেছে, ভাবল তিশা। জানালা দিয়ে আসা রোদে নেকলেসটা তুলে ধরল, 'জানেন, ঠিক এমন একটা নেকলেস দেখেছিলাম লণ্ডনে।'

'তাই? ভেরি গুড।'

'লণ্ডন' শব্দটা উচ্চারণ করা মানেই নিশাত সুলতানা বা ওর সঙ্গে অন্যরা বুঝে নেবে, তিশাকে ত্যক্ত করছে কেউ।

নিশাতের এসব নিয়ে ভাবতে হয় না, মুখের উপর যা বলবার বলে দেয় সে।

'ওরে বাবা, এত দেখি দারুণ জিনিস!' হুফসন নিরোর কানের কাছে বলে উঠল মোটা নারী কণ্ঠ।

'আরে, চলে এসেছেন, আপা,' ইংরেজিতেই বলল তিশা।

ঘাড় কাত করে নিশাতকে দেখল নিরো। বিরক্ত হলেও সামলে নিল রাগ।

'বার্থডে, তিশা,' বলল নিশাত। চওড়া হাসছে।

নিশাত সুলতানা ঝাড়া ছয় ফুট উঁচু, ওজন দুই শ' পাউণ্ডের বেশি। যেন তিশার ঠিক বিপরীত, মোটেই আর্কষণীয় নয়। তার উপর অ্যাণ্টার্কটিকার মিশনে কিলার ওয়েইল ওর হাঁটু কেটে নিয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ পুরুষ ওকে এড়িয়ে চলে। কিলার ওয়েইল হাঁটু কেটে নিলেও ওটাকে মরতে হয়েছিল মগজে বুলেট খেয়ে।

এখন নিশাতের বাম পায়ের জায়গায় রয়েছে স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট প্রসথেটিক অঙ্গ। অবশ্য সেজন্য ওর নড়াচড়া মোটেও আড়ষ্ট হয়নি। টাইটেনিয়াম-অ্যালয় দিয়ে তৈরি হাড়ে রয়েছে ঘুরন্ত হাইড্রলিক সিমুলেটার পেশি। ওটা এতই নিখুঁত, মালিক সামান্য

নড়তে চাইলেও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। ওই নকল হাড়ের ভিতর রয়েছে ইণ্টারনাল প্রলোজিক কমপিউটার চিপ, সঠিক সময়ে নিশাতের নার্ভের নির্দেশ মত বাম পা-র যা করবার কথা, ঠিক তাই করে ওটা।

চকচকে টিফ্যানির নেকলেস মন দিয়ে দেখছে নিশাত। একটু পর বলল, 'বাহ্, দারুণ।' হফসন নিরোর দিকে চাইল। 'মনে হচ্ছে এটা কিনতে গিয়ে কয়েক বছরের বেতন খরচ করেছেন।'

'বেতন যা পাই, তার সামান্য অংশ ব্যয় করেছি,' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আমি সারাবছরেও এত বেতন পাই না।'

'তা হতেই পারে।'

লোকটাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না নিশাত, ঘুরে চাইল তিশার দিকে। 'যাই হোক, তিশা, তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি, কিন্তু ক্যাপ্টেন বললেন একটু পর মাটিতে নামবেন।'

'ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল তিশা, নেকলেস ও বাক্স হফসনের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার নিরো, আপনার এই উপহার নিতে পারছি না। আপনি জানেন, একজনের সঙ্গে ডেট করছি।'

বিটের মত লাল হয়ে গেল লোকটার মুখ, বুঝতে পেরেছে, কেলে ব্যাটা মাসুদ রানার কাছে বাজে ভাবে হার হয়েছে তার।

তাকে পাশ কাটিয়ে ককপিটের দিকে চলল তিশা।

## চার

বালি-ভরা গভীর ট্রেঞ্চের ধারে থেমেছে লেফটেন্যান্ট পওলস ম্যাকআর্থার, ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

নীচের দৃশ্যটা গা শিউরে উঠবার মত।

সিক্রেট সার্ভিসের দ্বিতীয় অ্যাডভান্স টিমের নয়জন, সবাই এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে ট্রেঞ্চের বালির উপর। বুক-পেট-ও মুখে গুলির আঘাত। ক্ষতগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ হলো-পয়েন্ট অ্যামিউনিশন ব্যবহার করেছে। বুলেট শরীরে ঢুকেই ছড়িয়ে গেছে। বাঁচবার উপায় ছিল না কারও। বিশেষ করে গুলি লাগা মুখের দিকে চাওয়া যায় না, প্রায় উড়ে গেছে নাক-মুখ-চোখ-কপাল। চারপাশে শুধু রক্ত, আর আঁশটে গন্ধ। এখন লাল তরল শুঁষে নিচ্ছে বালি।

সিক্রেট সার্ভিস টিমের নেতাকে দেখতে পেল ম্যাকআর্থার। লোকটার নাম বব জনসন। হাঁ করে আছে মুখ, দুই চোখ বিস্ফারিত, উড়ে গেছে কপালের বাটি। শেষ চেষ্টা করেছিল, অল-ক্লিয়ার বিকন সুইচ অফ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, তখনই হামলা শুরু হয়েছে।

জনসনের পিছনে ট্রেঞ্চের দেয়ালে পুরু স্টিলের দরজা। মনে হলো কবাট বন্ধ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকআর্থার, হাত চলে গেল কোমরে। রেডিয়ো সেট নিয়ে যোগাযোগ করবে, তারপর দৌড়ে

গিয়ে উঠবে নাইটহক থ্রিতে।

'নাইটহক ওয়ান!'

রেডিয়ো খড়মড় আওয়াজ করছে।

'ধূশ্‌শালা! নাইটহক ওয়ান! আমি...

ঠিক তখনই জীবন্ত হয়ে উঠল চারপাশের মরুভূমি।

বালির মেঝেতে নড়াচড়া, সরছে ক্যানভাসের তৈরি চাদর। ম্যাকআর্থার টের পেল, ওদেরকে অ্যাম্বুশ করছে কারা যেন! পরক্ষণে মেরিনদের দু'পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল কমপক্ষে বারোজন লোক। প্রত্যেকের হাতে সাবমেশিনগান। এক সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করল তারা।

পাশ থেকে ম্যাকআর্থারের মগজে ঢুকল নাইন এমএম রুপালি বুলেট। ভিতরে ঢুকেই ফেটে গেল হলো-পয়েন্ট প্রজেক্টাইল, ফলে বিস্ফোরিত হলো গোটা মাথা।

পওলস ম্যাকআর্থার দেখবার সুযোগ পেল না কে তাকে খুন করল।

তার জানবার উপায় থাকল না মরুভূমির মেঝে থেকে উঠে আসা ওই ইবলিশের দল দুই সেকেণ্ডে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তার তিন সঙ্গীকে।

পড়ে থাকল চারটে লাশ।

রক্ত পিশাচগুলোর দু'জন গিয়ে উঠল কপ্টারের ককপিটে। ওটা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল এয়ার বেস যিরো নাইনের হ্যাঙারের সামনে।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ অভ আমেরিকার এয়ার ফোর্স স্পেশাল এয়ার বেস যিরো (রেসট্রিক্‌টেড) নাইনের প্রকাণ্ড মেইন হ্যাঙারের সামনে নামতে শুরু করেছে দুই প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার।

খুলে গেছে হ্যাঙারের বিশাল দুই কবাট, ভিতরে জ্বলজ্বল

করছে উজ্জ্বল বাতি।

নিচু পাহাড় খুঁড়ে নীচে জায়গা করে নিয়েছে হ্যাঙার। ভিতরে চারপাশে চারটে চৌকো দালান।

দুই কপ্টার রানওয়ে স্পর্শ করতেই দুই নম্বর নাইটহকের পেট থেকে লাফিয়ে নেমে গেল সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো। চারপাশ থেকে মেরিন ওয়ানকে ঘিরে ফেলল তারা।

রানওয়ের মুখে হ্যাঙারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অভ্যর্থনা কমিটি। ভোরের শীতল হাওয়া বইছে চারপাশে। পিছনে জোরালো আলো বলে লোকগুলোর মুখ দেখা গেল না।

অভ্যর্থনা কমিটির সামনে দাঁড়িয়েছে দু'জন অফিসার। একজন কর্নেল, অন্যজন মেজর।

তাদের পিছনে চার কলামে সম্পূর্ণ সশস্ত্র দশজন করে কমাণ্ডো দাঁড়িয়েছে, পরনে কমব্যাট গিয়ার। কালো ইউনিফর্ম, কালো বডি আর্মার, কালো হেলমেট। প্রত্যেকের সঙ্গে হাই-টেক বেলজিয়ান পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। বুকের উপর কোনাকুনি ভাবে ধরেছে।

মেরিন ওয়ানের ককপিট উইণ্ডশিল্ড দিয়ে তাদের ইনসিগনিয়া এক পলকে চিনল রানা। এদেরকে প্রায় কখনও দেখাই যায় না ইউএস মিলিটারি এক্সারসাইজে। এই ইউনিটকে গোপনে দূরে রাখা হয়, ভয়ঙ্কর কঠিন কোনও মিশন থাকলে তখন এরা মাঠে নামে।

এরা ইউএস এয়ার ফোর্সের এলিট গ্রাউণ্ড ইউনিট। বিখ্যাত নাইন্থ স্পেশাল অপারেশন্স স্কোয়াড্রন।

কোল্ড-ওয়ারের সময় ওই দল ছিল পশ্চিম জার্মানিতে, অফিশিয়ালি তাদের কাজ ছিল ইউএস এয়ারফিল্ডে সোভিয়েত স্পেত্স্ন্যায ইউনিটের হামলা ঠেকানো। কিন্তু আসলে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত এরা। এই দল ইউক্রেনের পাহাড়ি

এলাকায় এক গোপন বেস থেকে উদ্ধার করে আনে বিশ্বাসঘাতক পাঁচজন সিনিয়র সোভিয়েত নিউক্লিয়ার মিসাইল স্পেশালিস্টকে। এরপর উনিশ শ' নব্বুই সালে চ্যান্সেলার মিখাইল গর্বাচেভকে মেরে ফেলবার আগেই কেজিবির অপারেশন্স চিফ ভ্লাডিমির নাকোভকে খুন করে। পরে উনিশ শ' সাতানব্বুই-এ দুর্গম এক চিনা কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনে সিআইএর ফার ইস্টার্ন ব্যুরোর চিফ চার্লস নাথানকে।

ইউনিটের সবার মুখে কমব্যাট ইআরজি-৬ গ্যাস মুখোশ। জিনিসটা কালো, দেখতে অনেকটা হকি মাস্কের মত। মুখ-নাক ঢাকা লোকগুলো যেন একেকজন বুনো পশ্চিমের জেসি জেম্স্।

নাইন্থ স্কোয়াড্রন সদস্যদের একটু সামনে রানওয়েতে দাঁড়িয়েছে আরও তিনজন লোক। এদের পরনে মাড় দেয়া সাদা ল্যাব কোট। এরা বিজ্ঞানী।

নাইটহক টু'র মেরিন ও সিক্রেট সার্ভিস সদস্যরা পজিশন নেয়ার পর একটা এয়ারস্টেয়ার লাগানো হলো মেরিন ওয়ানের বাম পাশে।

প্রথমে কপ্টার থেকে নেমে এল দু'জন মেরিন, মইয়ের দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল। খাড়া করে রেখেছে পিঠ, চোখ সামনে।

এর পর কপ্টার থেকে নেমে এল স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ, একহাত হোলস্টারের উপর। সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিল সে। সিক্রেট সার্ভিস কাউকে বিশ্বাস করে না। এমন কী ইউএস এয়ার ফোর্সকেও নয়। যে-কোনও সময়ে কোনও খ্যাপা সৈনিক প্রেসিডেন্টের উপর গুলি চালাতে পারে।

স্পেশাল এজেন্ট ওয়েইনডেনবার্গের পর নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট। পিছনে তাঁর স্টাফরা।

সবার শেষে নামল রানা এবং তরুণ এক কর্পোরাল।

নিয়ম অনুযায়ী কপ্টারে তৈরি থাকবে দুই পাইলট, কর্নেল

পিট ক্যামেরন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যাননন, কোনও বিপদ হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়াল দেবে।

ভোরের কচি লালচে রোদে রানওয়ের উপর মুখোমুখি হলো দুই দল। এক দলে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর অন্টোরায়, ওদিকে এয়ার ফোর্স ডিটাচমেন্ট।

সবাইকে জড়িয়ে বইছে ধুলো-ভরা হাওয়া। রেডিয়োতে বলেছে, আজ সকাল গড়িয়ে গেলে তুমুল বালিঝড় আসবে।

এয়ার ফোর্সের তরুণ এক ক্যাপ্টেন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গেল কর্নেল এবং কমাণ্ডোদের সামনে।

কর্নেল গম্ভীর চেহারার এক লোক, মাথার চুল ও পুরু গোঁফে ধূসর রং ধরেছে। এক পা সামনে বাড়ল সে, খটাস্ করে স্যালিউট দিল কমাণ্ডার-ইন-চিফকে।

'গুড মর্নিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল সে। 'আমার নাম কর্নেল বার্নটন ডানকান। আমিই ইউএস এয়ার ফোর্স মেডিকেল অ্যাণ্ড সার্জিকাল কমাণ্ড, এবং এয়ার ফোর্স স্পেশাল এরিয়া বেস যিরো (রেসট্রিকটেড) নাইনের কমাণ্ডিং অফিসার। আর ইনি মেজর জন স্কল্ট, এই বেসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার। স্যর, আপনার অন্য দুই সিক্রেট সার্ভিস অ্যাডভান্স টিম বেসের ভিতর অপেক্ষা করছে। খুবই খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন, স্যর। ওয়েলকাম টু এয়ার বেস যিরো নাইন।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' জবাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আসতে পেরেছি সেজন্য আমি খুশি। ...এবার পথ দেখান।' একবার চারপাশ দেখলেন তিনি। যেন আশা করছেন, বিশেষ কেউ সঙ্গে আসবে।

ওঁর জানা নেই, অপমানিত রানা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নিজ থেকে না বললে তাঁর সঙ্গে যাবে না ওরা।

কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিধা কাটিয়ে কর্নেলের সঙ্গে রওনা হলেন

প্রেসিডেন্ট। বিশাল হ্যাঙারের দিকে চলেছেন। দু'জনের পিছু নিল উঁচু পর্যায়ের আমলারা।

এদিকে রানার সামনে এসে দাঁড়াল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মেজর জন স্কল্ট। দৈর্ঘ্যে সে ছয় ফুট এক ইঞ্চি, ন্যাড়া মাথা, মুখ ভরা চিকেন পক্সের দাগ।

এই লোককে আগেও দেখেছে রানা। নিশ্চিত হতে পারল না সে ওকে চিনতে পেরেছে কি না। কয়েকবছর আগে ফোর্ট লওডারডেলে নেভির স্পেশাল কমাণ্ড ও লিডারশিপ কোর্সে স্কল্ট গিয়েছিল। ওখানে রানাও ছিল ওর দল নিয়ে। সেবার কয়েকজন সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর পক্ষে প্রতিযোগিতায় ভাল করা সম্ভব হয়নি। জন স্কল্ট দুর্দান্ত ট্যাকটিক্স ও বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে পুরস্কার জিতে নেয়। নরম স্বরে কথা বলে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর উপর নিষ্ঠুর ভাবে নাঙ্গা খড়গ নামিয়ে আনতে জানে।

লোকটা গত কয়েক বছরে একটুও বদলায়নি, ভাবল রানা। পিঠের পিছনে শক্ত করে চেপে রেখেছে দুই হাত। চোখ যেন ক্ষুরের মত ধারাল। শক্তিশালী লোক, আত্মবিশ্বাসী। যুদ্ধ করেছে নিজ দেশের জন্য।

'এক্সকিউজ মি, মেজর,' দক্ষিণের সুরে বলল সে। রানার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা কাগজ। 'আপনার রেকর্ডের জন্য, আমাদের পারসোনেল লিস্ট।'

তালিকা নিল রানা, বদলে স্কল্টের হাতে আরেকটা কাগজ ধরিয়ে দিল। এ কাজ করবার কথা মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কির, কিন্তু সম্মান দেখাতে কাজটি ওকে দিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট।

নিয়ম অনুযায়ী এই তালিকা-বিনিময় হবে প্রেসিডেনশিয়াল পরিদর্শনের সময়। এর ফলে প্রেসিডেন্টের পক্ষের লোক পরে দেখতে পারবে বেসে কারা উপস্থিত ছিল। এদিকে প্রেসিডেন্টের

দলের তরফ থেকে বেসের সবাইকে দেয়া হয় তাদের তালিকা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের লিস্টের দিকে চাইল রানা। পাতার উপর অংশে লেখা:

*ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ এয়ার ফোর্স*
*স্পেশাল এরিয়া (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন*
*অন-সাইট পারসোনেল*
*ক্লাসিফিকেশন: টপ সিক্রেট*

নীচে দুই সারিতে অর্থহীন কিছু নাম— মানুষ ও ইউনিটের। এ থেকে কারও কিছু বুঝবার নেই। তবে বোঝা গেল, প্রথমেই লেখা হয়েছে কর্নেল বা সিও-র নাম— বার্নটন ডানকান। তার পর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, মেজর জন স্কল্ট। তারপর রয়েছে চারজন লোকের নাম। এরা অন্য চার ইউনিটের প্রধান।

তালিকার শেষে সিভিলিয়ান স্টাফদের নাম:

*ডক্টর বয়েস ইংগিল্‌স্, মেডি*
*ডক্টর তাই লি, মেডি*
*ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস, মেডি*

অন্য আরেকটা বিষয় খেয়াল করল রানা।

এই তালিকায় অনেক বেশি নাম। কিন্তু টারমাকে এতজন নেই। রানওয়েতে চল্লিশজন কমাণ্ডো, কিন্তু তালিকায় রয়েছে পঞ্চাশজন লোকের নাম। রানা ধারণা করল, অন্য দশজন বেসের ভিতর কোথাও আছে।

তালিকার দিকে চেয়ে আছে রানা, এমন সময় মেজর জন স্কল্ট বলে উঠল, 'মেজর, আপনি কিছু মনে না করলে...'

'কী সমস্যা, মেজর?' রানার পিছন থেকে বলে উঠল একটি কণ্ঠ। 'মেজর রানাকে নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার। আমিই এই দলের কমাণ্ডার, যা বলার আমাকে বলুন।'

হোয়াইট হাউসের লিয়াসন অফিসার, চাক কোসলোস্কি। একবার পেন্সিলের মত ইংলিশ গোঁফে তা দিয়ে নিল সে। জন স্কল্টের সঙ্গে সব কিছুতেই তার অনেক ব্যবধান।

জবাব দেয়ার আগে একবার লোকটাকে আপাদমস্তক দেখে নিল স্কল্ট। মনে হলো না পাত্তা দেয়ার মত কাউকে দেখছে।

'আমি শুনেছি আপাতত মেরিন ওয়ানের কমাণ্ড তুলে দেয়া হয়েছে মেজর রানার হাতে,' বলল স্কল্ট। শীতল মনে হলো তার কণ্ঠ।

'আঁ, হ্যাঁ... আসলে টেকনিকালি... সে-ই কমাণ্ডে,' বলল কোসলোস্কি। 'কিন্তু হোয়াইট হাউস লিয়াসন অফিসার হিসাবে আমার দায়িত্ব এসব হেলিকপ্টার দেখভাল করা। আমার অনুমতি ছাড়া কিছুই সরিয়ে নেয়া যাবে না।'

বরফ-ঠাণ্ডা চোখে লোকটার দিকে চাইল স্কল্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'একটু আগে বলতে চাইছিলাম, প্রেসিডেন্ট বেস পরিদর্শন করতে গেছেন, কাজেই মেজর তার কপ্টারগুলো মেইন হ্যাঙারে রাখবে কি না। আমরা চাই না শত্রু স্যাটালাইট দেখুক বিগ বস এখানে এসেছেন। ...আপনি কী বলেন, কর্নেল?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমরা চাই না কেউ দেখুক,' বলল চাক কোসলোস্কি। 'মিস্টার রানা, এ কাজটা শেষ করুন।'

'বেশ,' শুকনো স্বরে বলল রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করল মেজর স্কল্ট।

দুই মিনিট পর তিনটে ছোট টো মেশিন এল। দুনিয়া জুড়ে এয়ারপোর্টে এই জিনিস দেখা যায়।

পাঁচ মিনিট পেরুবার আগেই কপ্টারগুলোকে টেনে নিয়ে

যাওয়া হলো হ্যাঙারের ভিতর।

রানা এবং ওর সঙ্গের সবাই এসে ঢুকল হ্যাঙারে। মেরিনরা ওদের পাশেই থাকল। পিছনে বিকট বুম্ আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো বিশাল হ্যাঙারের প্রকাণ্ড দুই কবাট।

মেরিন ওয়ানের পাশের দুই কপ্টারের রোটর ব্লেড গুটিয়ে নেয়া হলো। এসব প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার বিশালাকৃতির, কিন্তু দৈত্যাকার গুহার মত হ্যাঙারে ঢুকে ওগুলো যেন বামন হয়ে গেছে।

তদারকির কাজ শেষে হ্যাঙারের মাঝে এসে দাঁড়াল একাকী রানা, ওর মনে হলো চারপাশে শুধু শূন্যতা। অবশ্য হেলিকপ্টারগুলোর আশপাশে ভিড়ছে বিশজন পুরুষ ও নারী। তারা মেরিন যোদ্ধা, ওর নিজ দলের তিনজন এবং সিক্রেট সার্ভিসের জুনিয়র এজেন্ট। এদেরকে পাত্তা না দিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গেছে সিনিয়র এজেন্টরা। এখন অনেকের হাতে কাগজের কফি মগ। হ্যাঙার ডোরের উল্টো দিকের অফিস সংলগ্ন কফি মেশিন থেকে এসেছে ওগুলো।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের আকার দেখে বিস্মিত হয়েছে রানা। আগে কখনও এত বিশাল হ্যাঙার দেখেনি।

ছাতে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল সাদা হ্যালোজেন বাতি। ঝলমল করছে চারপাশ। রানা ধারণা করল, এ হ্যাঙার কমপক্ষে তিন শ' ফুট চলে গেছে পাহাড়ের নীচে। পুরো ছাতে রয়েছে রেল লাইনের মত চওড়া ইস্পাতের ট্র্যাক। আপাতত হ্যাঙারের পিছন-ছাতে রেল থেকে ঝুলছে কাঠের বিরাট দুটো ক্রেট।

রানওয়ের দিকে মুখ করা হ্যাঙার-ডোরের উল্টো পাশে দোতলা দালান। হ্যাঙারের গোটা পিছন-দেয়াল জুড়ে ওটা। দোতলায় ঢালু কাঁচ দিয়ে তৈরি কন্ট্রোল রুমের জানালা। ওখান থেকে চাইলে গোটা হ্যাঙার পরিষ্কার চোখে পড়বে। নীচে ছোট

পারসোনেল এলিভেটার। ওটা হ্যাঙারের উত্তর দিকের দেয়ালে।

আপাতত প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার ছাড়া হ্যাঙারে আর কোনও উড়োজাহাজ নেই। মেঝেতে এখানে-ওখানে বড় কয়েকটা সাদা গাড়ি। প্রকাণ্ড সব বিমানকে টেনে আনে ওগুলো।

এখন পর্যন্ত এই বিশাল হ্যাঙারে চোখে পড়ার মত কিছু দেখেনি রানা। অবশ্য, হ্যাঙারের মেঝেতে রয়েছে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

ওটা এতই বড়, বিস্মিত হতে হয়। আগেও এমন হাইড্রলিক এলিভেটার দেখেছে রানা আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে। অবশ্য এটা চারকোনা প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঙারের ঠিক মাঝে।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কমপক্ষে দুই শো' ফুট করে চওড়া হবে। এয়ার ফোর্স যে তিরিশ ফুট বৃত্তাকার রোটোডোমওয়ালা রেইডার ডিটেকটিং বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে গর্বিত, অনায়াসে ওই বিমানের পুরো ওজন নেবে এই প্ল্যাটফর্ম।

হ্যাঙারের মাঝে অদৃশ্য হাইড্রলিক লিফটের উপর ভর করে অপেক্ষা করছে প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম। পারসোনেলদের কাজের গতি বাড়াতে উত্তর-পুব কোণে ছোট এক ডেটাচেবল সেকশন। ওটা আলাদাভাবে লিফটের মত ব্যবহার করা যায়। তার জন্য দেয়ালে রয়েছে রেললাইনের মত ইস্পাতের ট্র্যাক। মস্ত প্ল্যাটফর্মের ভিতর যেন আরেকটা ছোট প্ল্যাটফর্ম ওই লিফট।

আজ এয়ার বেস যিরো নাইনের পারসোনেলরা প্রেসিডেন্টের পরিদর্শনের জন্য সবই উন্মুক্ত রেখেছে।

চৌকো এলিভেটার শাফটের পাশে থেমে নীচে প্রেসিডেন্টকে দেখতে পেল রানা। তাঁর সঙ্গে নয়জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। এয়ার ফোর্সের কর্নেল এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী সবাইকে নিয়ে ডেটাচেবল প্ল্যাটফর্মে চেপেছে।

একটু পর অনেক নীচে চলে গেল প্ল্যাটফর্ম।

# পাঁচ

হ্যাঙারের মাঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, চিন্তিত। জানবার কথা নয়, এয়ার বেস যিরো নাইনের অন্ধকার কন্ট্রোল রুমের কাঁচের ওপাশ থেকে কেউ চেয়ে আছে ওর দিকে। লোকটা গম্ভীর, চারপাশে ইউনিফর্ম পরা চারজন রেডিয়ো অপারেটার, হেডসেটের মাইক্রোফোনে নিচু স্বরে কথা বলছে।

'পাইথন ইউনিট, আপনারা থার্ড লেভেলের কমন-রুম কাভার করুন...'

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট আপনাদেরকে জানাচ্ছে, তারা নাইটহক থ্রি-র তদন্তকারী মেরিনদেরকে ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের সামনে খতম করেছে। তারা এখন ওই কপ্টার নিয়ে হ্যাঙারের বাইরে অপেক্ষা করছে। কাজ শেষে এসে ঢুকবে হ্যাঙারে...'

'কোবরা ইউনিট এবং ওয়াং ইউনিট, মেইন হ্যাঙারে অবস্থান নিন...'

'ক্রেট ইউনিট জানিয়ে দিয়েছে তারা পজিশনে...'

'লেভেল সিক্সে তাদের প্রাইমারি অ্যাডভান্স টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে সিক্রেট সার্ভিস। এখন পর্যন্ত ওখান থেকে অল-ক্লিয়ার সিগনাল আসছে। কিন্তু...'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশে চলে এল মেজর জন স্কল্ট। 'স্যার, এইমাত্র লেভেল ফোরে পৌঁছে গেছে প্রেসিডেন্ট এবং তার ডিটেইল। আমাদের প্রতিটি ইউনিট পজিশনে।'

'গুড।'

'স্যর, আমরা কি এবার কাজ শুরু করব?'

'না। তার আগে পরিদর্শন করুক।' মুখ ফেরাল না গম্ভীর লোকটা। 'অপারেশন শুরু করবার আগে আরেকটা কাজ সেরে নিতে হবে।'

'তা হলে চলেই এলাম।'

পাশ ফিরে চাইল রানা। মৃদু হাসছে তিশা।

ওর বামে নিশাত সুলতানা। হাসি-হাসি মুখ।

'তোমাদের সবার খবর কী?' হালকা সুরে বলল রানা।

'বাবা বলেছে, আরেক দান দাবা খেলতে পারলে হেরে যাওয়ার শোধ নিতে পারত,' বলল নিশাত।

'কই, সেদিন তো ড্র হয়েছিল...'

'বাবা ভাল করেই জানে, আপনি ছাড় দিয়েছেন।'

ওর বাবা বেঁটেখাটো মানুষ, মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল, সব বিষয়ে উৎসাহ তাঁর। ড্রাইভার রাখলে চুরি করে, তাই নিজের ট্রাক নিজে চালিয়ে দেশের একমাথা থেকে আরেকমাথায় চলে যান মালপত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য। এ ছাড়া কাবাব-পরোটার দোকানও আছে। মাসখানেক আগে সবাইকে নিয়ে তাঁর দোকানে গিয়েছিল রানা। দারুণ সুস্বাদু কাবাব-পরোটা খেয়ে বিল দিতে যেতেই আপত্তি তুললেন ভদ্রলোক। 'না, না! অসম্ভব! আপনারা আমার মেয়ের কলিগ, আপনাদের কাছ থেকে দাম নিতে পারব না।' মুহূর্ত পর রানার দিকে চেয়ে বলেছেন, 'কিন্তু নিশাতের কাছে শুনেছি আপনি ভাল দাবা খেলেন। ...একদান খেলবেন নাকি আমার সঙ্গে?'

রানা রাজি হতেই কাউন্টারের ওদিক থেকে বের করেছেন বোর্ড ও গুটি। ওদের দু'জনকে ঘিরে খেলা দেখেছে অন্যরা।

ভালই খেলেন তিনি, কিন্তু করুণভাবে হেরে যেতেন, ঢের বুদ্ধি খাটিয়ে ম্যাচ ড্র করেছে রানা।

ভদ্রলোক বোধহয় টের পেয়েছেন, তাঁকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে, তাই সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

'দেশে ফিরে আরেক দান, ঠিক আছে?' নিশাতকে বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আপনার পায়ের কী খবর, আপা? ঠিকমত চেক করিয়ে নিয়েছেন?'

'এককথায় দারুণ,' বলল নিশাত। 'পুরো মুভমেন্ট ফিরেছে। আবার আগের মত দৌড়াতে পারছি। ডাক্তাররাও খুশি, কোথাও সামান্যতম সমস্যা নেই। গত সপ্তাহে পাঁচ মাইল সাঁতার কেটেছি সাগরে। বলতে পারেন, স্যর, আমি এখন মেশিনের অংশ।'

'ভেরি গুড,' মৃদু হাসল রানা।

'স্যর, আপনার সঙ্গে আবারও বাজাবাজি করেছে মাথা-মোটা চাটা?' গম্ভীর সুরে বলল তিশা।

'প্রথম থেকেই বিরক্ত করছে, নতুন কিছু না,' বলল রানা। 'আর তিশা, হ্যাপি বার্থডে।'

'ধন্যবাদ,' লাজুক হাসল তিশা।

'তোমার জন্য...' কোটের পকেটে হাত ভরল রানা। 'জিনিসটা তেমন কিছু না...' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। অন্য পকেটে চাপড় দিল। 'আরে, রাখলাম কই? রয়ে গেল কণ্টারে?'

'দয়া করে ব্যস্ত হবেন না,' নরম স্বরে বলল তিশা।

আজকাল ওরা একা থাকলে পরস্পরকে তুমি করেই বলতে শুরু করেছে। কিন্তু অন্যদের সামনে তিশা রানাকে আপনি করেই বলে।

'ঠিক আছে, তিশা, তা হলে পরে...'

'নিশ্চয়ই।'

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের চারপাশ দেখছে নিশাত। 'এই জায়গাটা

'আসলে কী? দেখে মনে হয় যেন ফোর্ট নক্স।'

'তার চেয়েও বেশি কিছু,' বলল রানা।

'বুঝলাম না, স্যর,' বলল নিশাত।

'হ্যাঙার-ডোরের ভিতর দিকের মেঝে দেখুন।'

ওদিকে চাইল নিশাত ও তিশা। মেঝেতে একসারিতে চৌকো সব গর্ত চলে গেছে কবাট ধরে। একেকটা গর্ত তিন ফুটের বেশি গভীর।

'এবার উপরে দেখুন।'

রানার কথা শুনে উপরে চাইল ওরা। ছাতের কাছে খোঁচা-খোঁচা পুরু সব ধাতব দাঁত। জিনিসগুলো মেঝের গর্তে নেমে এলে পুরো বন্ধ করে দেবে প্রকাণ্ড ধাতব দরজা।

'পিস্টন ড্রিভেন আর্মার্ড ডোর,' মন্তব্য করল রানা। 'নিমিৎয্-ক্লাস ক্যারিয়ারে এমন থাকে। জাহাজে আগুন ধরলে বা বিস্ফোরণ হলে ওই দরজা আড়াল দেয় হ্যাঙার বে-কে। এবার খেয়াল করুন, এই হ্যাঙারে আর কোনও আর্মার্ড দরজা নেই। তার মানে, ওই দরজাই একমাত্র প্রবেশ-পথ।'

'বিষয়টা বুঝলাম না, স্যর,' ভুরু কুঁচকে গেল নিশাতের।

'ধরে নিতে পারেন, এই কমপ্লেক্সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নেমে চলেছে চওড়া এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল প্রকাণ্ড এক স্টিলের দরজার সামনে।

কবাটের উপর কালো রঙে লেখা: '৪'।

উপরে চেয়ে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল দেখল, তারা অনেক নেমে এসেছে। জায়গাটা খাড়া টানেলের মত, কমপক্ষে তিন শ' ফুট উপরে চৌকো সাদা ফোকর। উপরের ওই হ্যাঙার থেকে

উজ্জ্বল আলো আসছে। আপাতত তিনদিকে ধূসর সিমেন্ট দেয়াল।

এলিভেটার থেমে যেতেই স্টিলের বিশাল দরজা গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

প্রেসিডেন্টকে পথ দেখাল কর্নেল বার্নটন ডানকান। হাঁটতে শুরু করবার ফাঁকে দ্রুত বলতে লাগল: 'আগে এ ফ্যাসিলিটি ছিল নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমাণ্ডের—বা নোরাডের। পরে আরও আধুনিক ফ্যাসিলিটি তৈরি হলে তারা উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে চলে গেছে কলোরাডোর শাইয়্যান পর্বতে। দুই ফুট টাইটেনিয়াম দেয়াল দিয়ে ঘেরা আমাদের এই কমপ্লেক্স। নীচে নিরেট গ্র্যানিট পাথর, তার ভিতর নেমেছে এক শ' ফুট টাইটেনিয়াম দেয়াল, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। শাইয়্যান পর্বতের কমপ্লেক্সের মত এটাও, সরাসরি থারমোনিউক্লিয়ার মিসাইল লাগলেও এই কমপ্লেক্স তা সইবে।'

প্রেসিডেন্টের হাতে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিল কর্নেল। তার একটার ভিতর রয়েছে এই পাতাল-ফ্যাসিলিটির স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম।

ডায়াগ্রামের শুরুতেই হ্যাঙার। নিচু পাহাড় ঘেরা হ্যাঙারটা জমিনের সমতলে। তারপর দেখা যাচ্ছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার, নেমে গেছে পাহাড়ের গভীরে। থেমেছে ছয়তলা পাতাল-কমপ্লেক্সে গিয়ে।

'স্ট্রাকচারের প্রথম দুটো লেভেল ওয়ান ও লেভেল টু,' বলল কর্নেল। 'ওখানে রাখা হয়েছে হাই-রিস্ক এয়ারক্রাফটগুলো। আজ এয়ার বেস যিরো এইটে যেসব বিমান দেখেছেন, এখানেও সেসবই আছে। এরপর তৃতীয় লেভেলে নামলে কমিউনিকেশন ও স্টাফ লিভিং কোয়ার্টার। পঞ্চম লেভেলে জেলখানা। আর ষষ্ঠ লেভেলে এক্স-রেল সিস্টেম।

'প্রতিটি লেভেল নানা ভাবে পরস্পর যুক্ত। বায়ুবাহিত জীবাণু বা রেডিয়েশন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। পুরো ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দিলেও নিজস্ব অক্সিজেনের কারণে তিরিশ দিন অনায়াসে টিকতে পারবে ভেতরের সবাই। লেভেল থ্রিতে স্টোরেজ এরিয়া। লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে রাখা হয়েছে এক শ' মিলিয়ন গ্যালন পানি ভরা ট্যাঙ্ক।'

সামান্য ঢালু করিডোর ধরে উপরে চলেছে দলটি। কিছুক্ষণ পর সবাই থামল পোক্ত চেহারার এক ধাতব দরজার সামনে। ওটা যেন বিশাল কোনও সিন্দুকের ডালা। তড়িঘড়ি করে দরজা খুলতে শুরু করেছে এয়ার ফোর্সের এক পারসোনেল।

'পাঁচবছর আগে প্রথম যখন এমব্রিয়ো ম্যাচিউর করল, প্রজেক্ট গুড লাক তখন এখানে সরিয়ে আনা হয়,' বলল কর্নেল ডানকান। 'আর এখন ওটা ব্যবহার করার পর্যায়ে পৌঁচেছে।'

দরজার সামনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে খুলছে তিন ফুট পুরু দরজা।

প্রেসিডেন্টের পিছনে দাঁড়িয়েছে তাঁর পার্সোনাল ডিটেইল। বিপদের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং তার আর্ট এজেন্ট একদম চুপ, গম্ভীর, যেন অদৃশ্য। প্রতি তিন মিনিট পর পর ইয়ারপিসে অ্যাডভান্স টিমের অল ক্লিয়ার বিকন শুনছে। পরিষ্কার সাড়া দিচ্ছে বিকন। কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল পুরু দরজা, ওদিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে...'

নিজ চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসেছে নিগ্রো মেরিন সৈনিক রিক বাটারফিল্ড, মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওটা কোনও সুপারবম্ব।'

হ্যাঙার-ডোরের পাশে কাঁচ-ঢাকা অফিসে বসেছে বাটারফিল্ড,

নিশাত, তিশা ও রানা।

একটু আগে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মেরিন ওয়ানের দুই পাইলট, কর্নেল পিট ক্যামেরন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যানন। তাদের সঙ্গে চলে এসেছে অন্য তিন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

এদের মনে হয়েছে, হোয়াইট হাউসের লোকগুলো মোটেও মিশতে চায় না। তাদের কেউ কেউ অন্যসব কাঁচ ঢাকা অফিসে গিয়ে বসেছে। বাকিরা এখনও তাদের কন্টারে বসে কাজ করছে। দু'একজন বলেও ফেলেছে, তাদের কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সাধারণ এয়ার ফোর্সের অফিসে বসে আড্ডা দেয়ার সময় নেই।

ওই একই কথা তিশাকে বলেছে হফসন নিরো, মেয়েটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে মেরিন ওয়ানে তার সঙ্গে বসবার জন্য। লোভ দেখিয়েছে, ওখানে ভাল কফি আছে। কফির মেশিনটাও নতুন।

লোকটাকে পাত্তা দেয়নি তিশা, রানা ও অন্যদের পাশে এসে বসেছে।

ওদিকে চাক কোসলোস্কি রয়ে গেছে হোয়াইট হাউসের লোকগুলোর সঙ্গেই।

'এ হতেই পারে না,' বার্নি বেনেট নামের এক কর্পোরাল বলে উঠল। ছোটখাটো লোক সে, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মস্ত নাক। ঘাড়টা বকের গলার মত বাঁকা। 'সুপারবম্ব বলতে কিছুই নেই।'

মেরিনরা তার নাম দিয়েছে বৈজ্ঞানিক। সবাই মেনে নিয়েছে, এই তরুণের আছে ফটোগ্রাফিক মেমোরি।

'আরে ধুর, তোমার আবার কথা,' বলল রিক বাটারফিল্ড ওরফে জ্যাকসন ওরফে গায়ক। 'ডারপা ওটা তৈরি করেছে সেই নব্বুইয়ের দশকে। তাদের পাশে কাজ করেছে নেভির...'

'কিন্তু ওরা জিনিসটা তৈরি করতে পারেনি। ওদের দরকার ছিল একটা গ্রহাণুর বিশেষ ধাতু।'

'তোমরা যা-খুশি বিশ্বাস করো, তাই না?' নিচু স্বরে বলল একজন। এইমাত্র এসেছে সে। সবাই ঘুরে চাইল।

রানাও চুপ করে দেখছে তরুণকে।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ আর্মির কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে যোগ দিয়েছে ছেলেটা। সঙ্গীদের ধারণা হয়েছিল, যে কারণেই হোক, ওদের সবার উপর খেপে আছে সে। ঝোপের মত ঘন দুই ভুরু। জ্বলজ্বলে খয়েরি মণি। খুব কম কথা বলে। প্রয়োজন ছাড়া মুখ খোলে না হোসেন আরাফাত খবির।

ওর বাবা হোসেন আরাফাত দবিরকে সবাই ডাকত 'লেখক' বলে। ভাল করেই চিনত রানা তাকে— যেমন সৎ, তেমনি সাহসী। মানুষ হিসাবে তুলনা ছিল না তার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে ওরা বহু ফ্রন্টে।

অ্যান্টার্কটিকায় কঠিন এক মিশনে গিয়ে করুণভাবে মারা পড়ে সে। পরে তার ছেলেকে একই ইউনিটে পেয়ে অন্যরা তার নাম রেখেছে লেখক নাম্বার টু। কেউ কেউ 'খবির' 'লেখক', 'নাম্বার' সব উড়িয়ে দিয়ে শুধু 'টু' বলে।

গম্ভীর চোখে গায়ক ও বৈজ্ঞানিককে দেখে নিল খবির। 'তোমাদের ধারণা, সত্যিই ডারপা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবার মত বোমা তৈরি করেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল বাটারফিল্ড।

'না,' বলল বার্নি বেনেট।

'বোমা তাদের থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে,' বলল খবির, 'কিন্তু একটা খবর তোমরা জানো না। তোমাদের দেশের এয়ার ফোর্স তাদের নিউক্লিয়ার বোমা রেখেছে সাধারণ সব হ্যাঙারে। প্রতিটি বড় এয়াপোর্টে। যুদ্ধ লাগলে ব্যবহার

করবে। ...জানো এসব?'

'না,' স্বীকার করল কুচকুচে কালো বাটারফিল্ড।

নীরবতা নামল ঘরে।

চারপাশ দেখে নিল রানা। কুঁচকে গেছে ভুরু। আপন মনে বলল, 'ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন কোথায় গেল?'

অবাক হয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট।

সামনে প্রকাণ্ড একটি হলঘর। ছাত অনেক উঁচু। ঘরের মাঝে পুরু কাঁচের মত কিছু দিয়ে তৈরি আরেকটা ঘর। ওটার ছাত বড় ঘরের ছাতের চেয়ে অনেক নীচে। দু'পাশে 'এল' শেপের অবযার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম।

ওই ঘরে অন্য এক দৃশ্য নজর কেড়ে নিয়েছে তাঁর।

'এই ঘর তৈরি করা হয়েছে হাই-টেনসিল পলিফাইবার দিয়ে, আলাদাভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়,' বলল কর্নেল ডানকান। 'পুরো এয়ারটাইট। যদি দেয়াল বা ছাতে ফাটল ধরে, ঘরের এয়ার-প্রেশার আপনা-আপনি বাড়বে। বাইরের কোনও জীবাণু ঢুকবে না।'

তিন বিজ্ঞানীর একজনকে দেখাল সে। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, পরিচয় করিয়ে দিই ডক্টর বয়েস ইংগিল্স্-র সঙ্গে। এঁর কারণেই এত দ্রুত সফল হয়েছে প্রজেক্ট গুড লাক।'

বিজ্ঞানীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন প্রেসিডেন্ট।

বয়েস ইংগিল্স্ মোটা ও টাক পড়া লোক। বয়স হবে ষাট। উচ্চারণ দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরেজদের মত। 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'ডক্টর ইংগিল্স্ এসেছেন...'

'জানি ডক্টর কোথা থেকে এসেছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। কণ্ঠে যেন সামান্য তিরস্কার। 'গতকাল তাঁর ফাইল পড়েছি।'

আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার সশস্ত্রবাহিনীর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মেডিকেল ব্যাটালিয়নে কাজ করত বয়েস ইংগিল্‌স্। অনেকে জানে না, উনিশ শ' আশির দশকে দক্ষিণ-আফ্রিকা বিপুল পরিমাণে বায়োলজিকাল অস্ত্র মজুদ করে। ওই কাজে তারা রাশার পর দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিপুল কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর উপর ওসব অস্ত্র প্রয়োগ করবে।

কিন্তু এরপর একদিন পাল্টে গেল পট। বর্ণবাদী সরকারের পতন হলো। এর মাত্র একদিন পর বয়েস ইংগিল্‌স্ বুঝল, তার আর চাকরি নেই। এবার তাকে দাঁড় করানো হবে ট্রুথ অ্যাণ্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের সামনে।

কাজেই পালিয়ে গেল সে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি বিজ্ঞানীদের মত করেই উনিশ শ' ছিয়ানব্বুই সালে তাকে খাতির করে আনা হলো আমেরিকায়। ইংগিল্‌স্ যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে খুব কম লোক এত দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। কাজেই আমেরিকান সরকারের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না তাকে তোষণ না করে।

লোকটার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'তা হলে ওই ভ্যাকসিন...'

'জী, স্যর,' হাসি-হাসি মুখে বলল ইংগিল্‌স্।

'টেস্ট করা হয়েছে?' ঘুরে চাইলেন না প্রেসিডেন্ট।

'জী।'

'সেরাম-হাইড্রেট ফর্মে?'

'জী।'

'নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে?'

'ওই ভাইরাস গতকাল পৌঁছতেই বিকেলে ৮.২-র বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে।'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল কর্নেল ডানকান। 'আপনি চাইলে

আমরা ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে পারি।'

গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তাই করুন।'

'লোকটা গেছে কোথায়?' হ্যাঙারের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। ওর পাশে তিশা করিম।

দ্য ফুটবলের দায়িত্বে রয়েছে ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন। তাকে দুই প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে পাওয়া যায়নি। হ্যাঙারের দু'পাশের কোনও অফিসেও নেই। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে জানা গেছে, সে লোক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যায়নি।

কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কঠোর প্রটোকল অনুযায়ী যে-কোনও জায়গায় যেতে পারে না ওই লোক। নিয়ম অনুযায়ী, সে যদি প্রেসিডেন্টের আশপাশে না থাকে, তাকে থাকতে হবে মেরিন ওয়ানের খুব কাছাকাছি।

'আমাদের অভ্যর্থনা কমিটির দিকে চেয়ে দেখো,' চোখের ইশারায় নাইন্থ স্কোয়াড্রনকে দেখাল তিশা। হ্যাঙারের তিন জায়গায় অবস্থান নিয়ে পি-৯০ হাতে অপেক্ষা করছে তিনটে দল।

ক্র্যাক এয়ার ফোর্স ট্রুপ গম্ভীরভাবে দেখছে ওদেরকে।

'এদের দেখে খুব নিষ্ঠুর লোক মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল তিশা।

'কোনও ধরনের ড্রাগ দেয়া হয়েছে,' বলল রানা।

'সত্যিই?'

'ওদের চোখের মণির চারপাশ দেখো। হলুদ হয়ে আছে।'

'স্টেরয়েড?'

'হুঁ।'

'এজন্যেই খেপার মত লাগছে,' বলল তিশা। 'আমাদের গায়ক এদেরকে একেবারেই পছন্দ করে না। বলছিল, কোথায় যেন পড়েছে, এরা ভীষণ বর্ণবাদী। খেয়াল করো, ওই দলে কোনও ব্ল্যাক আমেরিকান নেই।'

রানাও লক্ষ করেছে। অবশ্য, তাদের ভিতর রয়েছে দু'তিনজন চিনাম্যান। 'আরও কিছু আপত্তিকর কথা শুনেছি,' বলল ও। 'আমেরিকার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মত স্পেশাল ফোর্সগুলো কৃষ্ণাঙ্গদেরকে অপমান করে বা শারীরিকভাবে নির্যাতন করে মন ভেঙে দেয়।'

রানা ও তিশা চেয়ে দেখল, তিরিশজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তিনভাগে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে।

তাদের নেতাদেরকে চেনা যাচ্ছে। এদের হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল নেই। কাঁধের পিছনে হোলস্টারে ঝুলছে সাবমেশিনগান।

'তিশা, তুমি কি জানো মিলিটারি এক্সারসাইজে নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিটগুলোকে কী নামে ডাকা হয়?'

'না, জানি না। ...কী?'

'চার বিপজ্জনক সাপের নামে। অপর ইউনিটের নাম অবশ্য সাপের নামে নয়। এই গোটা স্কোয়াড্রনের নেতা মেজর জন স্কল্ট, তার সঙ্গে থাকে দশজনের টিম। ওটা পাইথন ইউনিট। অন্য ইউনিটগুলোর দায়িত্বে একজন করে ক্যাপ্টেন। তাদের নাম, রোলেণ্ড, ক্যাটেলো, কিনকেড ও ওয়াং। শুনেছি এরা সত্যিকারের দক্ষ যোদ্ধা। ব্র্যাগে ইন্টারসার্ভিস কমব্যাট এক্সারসাইজ হলে তারা প্রতিযোগিতায় সবসময় প্রথম হয়। একবার সিলদের তিনটে ডিফেন্সিভ টিমকে একাই হারিয়ে দিয়েছিল নাইন্থ স্কোয়াড্রন টিমের এক ইউনিট। সেবার এদের সঙ্গে ছিল না জন স্কল্ট।'

'সাপ বলা হয় কেন?' জানতে চাইল তিশা।

'প্রতিযোগিতায় হেরে হিংসা থেকে এসব বলতে শুরু করেনি সেনাবাহিনীর অন্য ইউনিটের কমাণ্ডাররা। আসলে নাইন্থ ফোর্সের কমাণ্ডারদেরকে তিন কারণে সাপ বলা হয়। প্রথম কারণ, এদের সঙ্গে সাপের আচরণের মিল আছে। এরা হঠাৎ করেই সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করে, বুকে কোনও মায়া থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, এরা প্রত্যেকে ঠাণ্ডা-মাথার লোক। সার্ভিসের অন্য কোনও দলের সঙ্গে মিশতে চায় না।' চুপ হয়ে গেছে রানা।

'আর তৃতীয় কারণ?' জানতে চাইল তিশা।

'কারণ তাদের নাম বিপজ্জনক সব সাপের নামে।'

'অজগর কি বিপজ্জনক?' শুকনো স্বরে আপত্তি তুলল তিশা।

'তোমার বোধহয় মনে নেই, পার্বত্য-চট্টগ্রামে এক অজগর পুরো গিলে নিয়েছিল একটা মেয়েকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে ওরা। প্রসঙ্গ পাল্টাল তিশাঃ 'রানা, গত শনিবার রাতে চমৎকার কেটেছে সময়টা।'

'তাই?' পাশ থেকে রূপসী মেয়েটাকে দেখল রানা।

'তোমারও কি ভাল লেগেছে আমার সঙ্গ?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে... বিদায় নেয়ার সময়... মনে হলো তুমি সুযোগ পেয়েও...'

'আরে,' হঠাৎ বলে উঠল রানা। চিন্তিত মনে হলো ওকে। 'মনে হচ্ছে গোলমাল...' চুপচাপ চারপাশ দেখতে শুরু করেছে।

'কী হয়েছে, রানা?' জানতে চাইল তিশা।

হ্যাঙারের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। একটা স্কোয়াড পাহারা দিচ্ছে সাধারণ এলিভেটার। দ্বিতীয় দল গিয়ে দাঁড়িয়েছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের পাশে। তৃতীয় দল দোতলা কন্ট্রোল দালানের দরজার কাছে হ্যাঙারের দক্ষিণ-পুব

কিনারে সরে গেছে।

ঠিক তখনই তৃতীয় নাইন্থ ইউনিটের পিছনে দরজাটা চোখে পড়ল, হঠাৎ করেই মনের চোখে রানা দেখল, কী ঘটতে চলেছে।

'তিশা, জলদি!' হ্যাঙারের একপাশের দালান লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা।

## ছয়

'স্যর, আর্মিং কোড দেয়া হয়েছে,' বলল মেজর জন স্কল্ট। 'ফুটবল এখন তৈরি। ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সনকে বলব...'

কণ্ট্রোল রুমে রেডিয়োম্যানরা তথ্য আদান-প্রদান করছে:

'ইমার্জেন্সি সিলিং সিস্টেম রেডি...'

'সেল্ফ্-কন্টেইণ্ড অক্সিজেন সাপ্লাই তৈরি...'

'মেজর স্কল্ট,' রেডিয়োম্যানদের একজন বলল, 'আমি এখনও নয় নম্বর সেক্টারের বাইরে তাপের প্রবাহ দেখছি। জায়গাটা ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের কাছে।'

'সাইজ?'

'আগের মতই। বারো থেকে সতেরো ইঞ্চি। স্যর, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু মনে হচ্ছে আরও কাছে চলে আসছে।'

অসম্পূর্ণ কথা শেষ না করে স্যাটালাইট ইমেজ দেখল স্কল্ট। মেইন কমপ্লেক্সের পুবে ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের তিন শ' গজ দূরে কালো-সাদা মরুভূমি। ওখানে ডাণ্ডার মত চব্বিশটা সাদা চিহ্ন।

'বারো থেকে সতেরো ইঞ্চি,' মন দিয়ে ইমেজ দেখছে স্কল্ট। 'মানুষ হতে পারে না। সে তুলনায় অনেক ছোট। বোধহয় মরুভূমির একপাল ইঁদুর। স্যাটালাইট ব্যবহার করে আরও বড় ইমেজ আনো। চোখ রাখো ওগুলোর উপর।'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ফিরে চাইল জন স্কল্টের দিকে। 'প্রেসিডেণ্ট এখন কোথায়?'

'লেভেল চার-এ, টেস্টিং ল্যাবে।'

'ডানকানের সঙ্গে যোগাযোগ করো। জানিয়ে দাও, আমরা তৈরি। বলতে ভুলো না, মিশন শুরু হয়ে গেছে।'

•

'প্রথম সাবজেক্টকে ভ্যাকসিন দিয়ে ইমিউনাইয করা হয়নি,' নিরাসক্ত সুরে বলল ডক্টর বয়েস ইংগিল্স্।

এখন লেভেল চার-এ অন্ধকার এক অংশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেণ্ট। একটু দূরে উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়েছে পাশাপাশি দুই টেস্ট চেম্বারের উপর।

ওগুলোর ভিতর দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দু'জন লোক। মুখে গ্যাসের মুখোশ। বুকে সেঁটে দেয়া হয়েছে কয়েকটা ইলেকট্রোড।

'প্রথমজন দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন এক শ' ষাট পাউণ্ড। বয়স ছত্রিশ। মুখে অ্যাণ্টি কনটেজিয়ান গ্যাস মাস্ক। এবার এজেণ্ট রিলিজ করছি।'

হিস্হিস আওয়াজ শুরু হয়েছে। প্রথম লোকের চেম্বারের ভিতর চারপাশে হলুদ রঙের অ্যারোসল ছড়িয়ে পড়ছে।

চেম্বারের ভিতর লোকটা ভীত চোখে চারপাশ দেখছে। গ্যাসের মত অ্যারোসলে ভরে উঠছে চেম্বার।

'আপনারা এই ভাইরাস কোথা থেকে পেয়েছেন?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেণ্ট।

'হুয়াং ল্যাবোরেটরি থেকে,' বলল ইংগিল্স্।

মাঞ্চুরিয়ার উত্তরে ছোট এক শহরের গবেষণাগার ওটা। বরাবরের মত চিনা সরকার অস্বীকার করেছে, চায়নিজ আর্মির কোনও বায়োলজিকাল ওয়েপন্স টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ওখানে নেই। অন্যান্য দেশ ধারণা করেঃ চিনা রাজনৈতিক বন্দি বা বিদেশি গুপ্তচরদেরকে ওখানে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমারা যত কথাই বলুক, ওই একই কাজ করে তারাও তাদের গবেষণাগারে।

উলঙ্গ লোকটা গ্যাস চেম্বারের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশ দেখছে।

'সেকেণ্ডারি ইনফেকশন হবে রোমকূপ, ত্বক বা কাটা ক্ষতের মাধ্যমে,' নির্বিকার স্বরে জানাল ইংগিল্‌স্। 'সঠিক ভ্যাকসিন না দিলে ত্রিশ মিনিটের ভিতর মৃত্যু। তা ছাড়া, সরাসরি শ্বাস না নিলেও নার্ভ এজেন্টের কারণে মরতে হবে।'

প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল ইংগিলস। চেম্বারের দিকে আঙুল তুলল। 'আর সত্যি যদি সরাসরি শ্বাস নেয়...' পাশের এক ইন্টাকমের সুইচ টিপল সে। চেম্বারের লোকটার উদ্দেশে বলল, 'এবার মুখোশ খুলে ফেলো।'

জবাবে ডানহাতের সাহায্যে নোংরা ইঙ্গিত করল লোকটা।

হতাশ ভঙ্গি করে প্রেসিডেন্টকে দেখল ইংগিল্‌স্, তারপর পাশের কন্সোলে একটা বাটন টিপল।

বুকে বসানো ইলেকট্রোড ভয়ঙ্কর শক মারল লোকটাকে।

হাসি-হাসি সুরে বলল ইংগিলস, 'এবার মুখোশ সরাবে?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখোশ খুলল লোকটা।

পরক্ষণে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। হামলা করেছে ভাইরাস। দুই হাতে পেট খামচে ধরল সে, তারপর যক্ষ্মারোগীর মত বেদম কাশতে শুরু করল।

'আমি আগেই বলেছি, সরাসরি শ্বাস নিলে মৃত্যু আসে দ্রুত,'

বলল ইংগিল্‌স্।

দুই ভাঁজ হয়ে গেছে বন্দি। যেন পানির ভিতর খাবি খাচ্ছে।

'গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ইরিটেশন শুরু হয় দশ সেকেণ্ড পর।'

লোকটার মুখ থেকে বিস্ফোরণের মত ছিটকে বেরুচ্ছে বাদামি-সবুজ বমি। বুথের চারপাশে ছিটকে পড়ছে।

'তিরিশ সেকেণ্ডে জেলির মত হয়ে যাবে পাকস্থলী...'

দুই হাঁটুর উপর ভর করে বসেছে লোকটা। মস্ত হাঁ করেছে শ্বাস নেয়ার চেষ্টায়। ঠোঁটের কষা বেয়ে থকথকে লাল কী যেন পড়ছে। দুই হাতে বুথের কাঁচ ধরতে চাইল। একবার করুণ চোখে চাইল ডক্টর ইংগিলসের দিকে।

'লিভার ও কিডনি গলবে এক মিনিটে...'

মানব গিনিপিগের মুখ থেকে ছিটকে এসে কাঁচে লাগছে কালচে-লাল কী যেন। তারপর ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা। থরথর করে কাঁপছে।

'নব্বুই সেকেণ্ডে টোটাল অর্গ্যান ফেলিয়ার। মৃত্যু দু'মিনিটের আগেই।'

কিছুক্ষণ পর চেম্বারের মেঝেতে বিদঘুটে ভঙ্গিতে পড়ে রইল লোকটার লাশ।

পুরো দৃশ্য দেখেছেন প্রেসিডেন্ট। এখন বমি আসছে তাঁর।

এই নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা হয় না। ভয়ঙ্কর কষ্টকর মৃত্যু হয়েছে লোকটার। ওই লোকের মত একজন নরপিশাচেরও এভাবে মরা উচিত নয়।

নিজের মনকে সামলে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট স্মরণ করলেন, বিচার হওয়ার আগে ওই লোক কী করেছে। সে এবং তার এক বন্ধু মিলে তাদের ভ্যানের পিছনে তোলে একে একে নয়জন তরুণী মেয়েকে। ওরা বারবার করে মাফ চেয়েছিল, কাকুতি-মিনতি করেছিল, কিন্তু হাসতে হাসতে তাদেরকে ধর্ষণ করেছে

এরা, তারপর মেরে ফেলেছে গলা টিপে। প্রতিটি দৃশ্য ওরা আবার ভিডিয়োও করেছিল। ওসব টেপ প্রেসিডেন্ট দেখেছেন।

আদালত থেকে ক্রিশচান রেনশওকে চার শ' বায়ান্ন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ জীবনে কারাগার থেকে বেরুতে পারত না, কাজেই পাঁচ বছর জেলের ভিতর অন্যান্য কয়েদির মারধর খেয়ে সে ঠিক করেছিল, টেস্ট সাবজেক্ট হিসাবে নিজেকে তুলে দেবে এয়ার বেস যিরো নাইনের বিজ্ঞানীদের হাতে।

'সাবজেক্ট টু,' নরম স্বরে বলল ডক্টর ইংগিলস। 'তাকে তিরিশ মিনিট আগে সেরাম-হাইড্রেট ফর্মের ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। পানির সঙ্গে সেরাম মেশানো ছিল। সাবজেক্ট শ্বেতাঙ্গ। ছয় ফুট আট ইঞ্চি। বয়স বত্রিশ। এবার এজেন্ট ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।'

আবারও হিসহিস আওয়াজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় চেম্বারের ভিতর ভাসতে শুরু করেছে হলদে অ্যারোসল কুয়াশা।

চেম্বারে গ্যাস ঢুকতে দেখেছে লোকটা, কিন্তু প্রথমজনের মত প্রতিক্রিয়া দেখাল না। প্রথম সাবজেক্টের চেয়ে অনেক শক্তিশালী সে। চওড়া বুক, ফুলে আছে বাইসেপ। মুঠো দুটো অস্বাভাবিক বড়। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট।

মুখে মুখোশ, সরাসরি চেয়ে আছে সে টেস্ট চেম্বারের কাঁচের ওপাশ থেকে। ভাব দেখে মনে হলো মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় নেই তার।

কাশছে না সে। বমি নেই। মুখে মুখোশ, এখনও তার উপর হামলা করেনি ভাইরাস।

ইন্টারকমের সুইচ টিপল ইংগিলস। 'মাস্ক খুলে ফেলো।'

কথাটা মানল প্রকাণ্ডদেহী লোকটা। খুলে ফেলল মুখোশ।

প্রথমবারের মত লোকটার মুখের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস আটকে ফেললেন।

একে বারবার দেখেছেন টেলিভিশনে। নিউজ পেপারেও। ওর

মুখে উল্কি আঁকা। ডেভিল ডেভিডসন। ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার। আমেরিকা জুড়ে নাম হয়েছিল: 'লাসভেগাসের সার্জেন।'

এই লোক বত্রিশজন পুরুষ ও নারীকে খুন করেছে। তাদের বেশিরভাগই ছিল হিচহাইকার। সাত সাল থেকে শুরু করে এগারো সাল পর্যন্ত ফিনিক্স ও লাসভেগাসের ইন্টারস্টেট সড়কে মানুষগুলোকে কিডন্যাপ করেছিল। তার একটা নিয়ম ছিল, যেখান থেকে শিকার ধরত, সেখানে ওই মেয়ে বা লোকের কোনও আঙটি বা গহনা ফেলে রাখত।

তাকে মেডিকেল স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এরপর শিকার ধরতে শুরু করে। ফিনিক্সে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেত। একে একে কেটে নিত হতভাগ্যদের হাত-পা, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ওই কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত। এর পর যখন সে ধরা পড়ল, এফবিআই দেখল তার বেসমেন্ট জুড়ে রক্তের দাগ ও মানুষের হাড়গোড়। ওখান থেকে জীবিত দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। খুনি লোকটা একজনের পা খেয়ে নিয়েছিল, অন্যজনের হাত। আমেরিকার জনগণ শিউরে উঠেছিল ডেভিল ডেভিডসনের নৃশংসতা দেখে।

এখন এই বন্দি অবস্থাতেও লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন খোদ ইবলিস। মুখের গোটা বামপাশে কালো উল্কি। তার ভিতর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক নারীকে। তার ত্বক ছিঁড়ে নেয়া হচ্ছে। উপড়ে আসছে মাংস। গলগল করে রক্ত পড়ছে। দৃশ্যটা দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে সবার।

হতবাক হয়ে তাকে দেখছেন প্রেসিডেন্ট। অবযার্ভেশন উইণ্ডোর ওদিক থেকে ভীষণ শীতল হাসি দিল ডেভিল ডেভিডসন। বারকয়েক হাত তুলে নাড়ল। পুরু দুই ঠোঁট সরে যেতেই বেরিয়ে এল হলুদ বড় বড় দাঁত।

হঠাৎ প্রেসিডেন্ট টের পেলেন, ওই লোক মাস্ক খুলেছে, কিন্তু

এয়ারবোর্ন ভাইরাস তাকে খুন করছে না।

'আগেই বলেছি,' তুষ্টি নিয়ে বলল ডক্টর ইংগিলস। 'ফুসফুসে সরাসরি ভাইরাস গেলেও কিছুই হবে না। কোনও ইনফেকশন হবে না। এই সেরাম-হাইড্রেট ফর্মের ভ্যাকসিন প্রায় নিখুঁত। সম্পূর্ণ ঠেকিয়ে দেবে ভাইরাসকে।' খুশি মনে মাথা দোলাল সে। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি দেখলেন বায়োটেকনোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের অভূতপূর্ব উন্নতি। প্রথমবারের মত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড বায়োলজিক্যাল ওয়েপন। এ জিনিস পুরোপুরি সিনথেটিক এজেন্ট। কোনও প্রাকৃতিক উপাদান নেই যে এর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। আগে কখনও এমন কিছু তৈরি করা যায়নি। অন্যান্য ভাইরাস এত দ্রুত মৃত্যু হানে না। এটা সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট ভাইরাস। এবং কয়েক বছর খেটে তৈরি করেছে চিনারা।'

কেন যেন বুক শুকিয়ে গেল প্রেসিডেন্টের, একবার শিউরে উঠলেন।

বলে চলেছে ডক্টর ইংগিলস, 'এটাকে সত্যিকারের এথনিক বুলেট বলতে পারেন। এটা ব্যবহার করলে অন্য জাতি ঝাড়ে বংশে শেষ হবে। আর আমরা এখানে যে ভ্যাকসিন তৈরি করেছি, ভবিষ্যতে ওটা আরও নিখুঁত করা হবে। ভাইরাসের পরের ধাপ হবেঃ সাদা ত্বকের এনযাইমের পিগমেন্ট চিনবে ওটা। ভ্যাকসিন দিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে শ্বেতাঙ্গরা। ...মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চিন এবং অন্যান্য বহু দেশ এ ধরনের ভাইরাস ও ভ্যাকসিন তৈরি করতে চেয়েছে, আজও সফল হয়নি কেউ।'

গম্ভীর মুখে চুপ করে আছেন প্রেসিডেন্ট।

'দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার এই ভাইরাসই চেয়েছিল। যাতে কুচকুচে নিগারগুলো শেষ হয়। কিন্তু আমাদের গবেষণা সফল হয়নি তখন। ...কিন্তু এবার এই ভাইরাস জাদু দেখাবে।

চাইলে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকেও অনায়াসে মেরে সাফ করতে পারবেন। বা আরও ভাল: হয়তো দুনিয়ায় থাকল শুধু শ্বেতাঙ্গরা। অন্যরা সবাই...'

'আমরা এসব নিয়ে ভাবছি না,' কঠোর স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার বোধহয় জানা নেই, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে দেশের আপামর জনগণকে রক্ষা করা।'

বিন্দুমাত্র বিব্রত হলো না ইংগিলস, নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'মহাচিনের এই ভাইরাসের নাম: "ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস।"'

# সাত

'আপনি বোধহয় বিপদের গুরুত্ব বুঝছেন না, কর্নেল,' গম্ভীর স্বরে বলল মাসুদ রানা।

'অযথা চিন্তা করছেন, মেজর,' রানার কথা হাতের ইশরায় উড়িয়ে দিল মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কি। 'আজকাল বোধহয় বেশি কমিকের বই পড়ছেন?'

'আপনার তাই মনে হচ্ছে? ...তা হলে কোথায় গেল ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন?'

'বোধহয় টয়লেটে গেছে।'

'প্রতিটি টয়লেট চেক করেছি,' বলল রানা। 'আর নাইটহক থ্রি? জবাব দিচ্ছে না কেন মেরিন পাইলট পওলস ম্যাকআর্থার?'

ভোঁতা চোখে রানার দিকে চাইল কর্নেল কোসলোস্কি।

'খেয়াল করুন, নাইন্থ স্কোয়াড্রন সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিয়েছে।'

রানা, তিশা এবং চাক কোসলোস্কি আছে হ্যাঙারের দক্ষিণ দালানে। একটু দূরে হোয়াইট হাউসের কয়েকজন কর্মকর্তা বসেছে। জানালা দিয়ে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদেরকে দেখল কোসলোস্কি। তারা ছড়িয়ে পড়েছে হ্যাঙারের চারপাশে।

'ওরা প্রতিটা এণ্ট্রান্স পাহারা দিচ্ছে,' বলল কোসলোস্কি। 'যাতে ওদিকের সিকিউরিটি এলাকায় যে-কেউ ঢুকতে না পারে।'

'আপনি ভুল ভাবছেন,' বলল রানা। 'আরও মনোযোগ দিলে দেখবেন, একটা গ্রুপ উত্তরদিকের রেগুলার এলিভেটার পাহারা দিচ্ছে। মাঝের দল পাহারা দিচ্ছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার। এই দুই দলকে দেখলে মনে হয় সব ঠিকই আছে। কিন্তু খেয়াল করুন কণ্ট্রোল দালানের দলের দিকে। ওরা আছে দরজার কাছে।'

'হ্যাঁ... কিন্তু তাতে...'

'ওরা স্টোরেজ ক্লজিট গার্ড দিচ্ছে।'

একবার রানার দিকে চেয়ে আবারও এয়ার ফোর্স কমাণ্ডোদের দিকে চাইল কোসলোস্কি। মাসুদ রানা ঠিকই বলেছে। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে 'স্টোরেজ' লেখা এক দরজার সামনে।

'ভেরি গুড, মেজর রানা, পরে হয়তো আপনার এই অবযার্ভেশনের কথা রিপোর্টে লিখব।' মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে হাতের কাগজে মন দিল কোসলোস্কি।

'বলুন তো, কর্নেল, কখনও যোগ দিয়েছেন যুদ্ধে?' বলল রানা।

কাগজ থেকে মুখ তুলল কোসলোস্কি। 'আপনার কথার সুর ভাল লাগছে না আমার, মেজর রানা। আপনি সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে বেয়াড়াপনা করছেন।'

'আপনার জানার কথা, আমি আমেরিকান মিলিটারির চাকরি

করি না,' বলল রানা। 'কথার জবাব দিনঃ কখনও যুদ্ধে গেছেন?'

'এত কথা বলবেন না। আমি সৌদি আরবে ডেযার্ট স্টর্মে যোগ দিয়েছিলাম।'

'নিজে লড়াই করেছেন?'

'তা অবশ্য করিনি। আমি এম্বেসি স্টাফ ছিলাম।'

'এবার মন দিয়ে শুনুন, কখনও লড়লে পরিষ্কার বুঝতেন, এয়ার ফোর্সের ওই তিন কমাণ্ডো গ্রুপ ডিফেন্সিভ পজিশনে দাঁড়িয়েছে। ওটাকে আবার অফেন্সিভ পজিশনও বলা যায়। যে-কোনও সময়ে এদিকের অফিসে হামলা করবে ওরা।'

'না-জেনে কথা বলবেন না, মেজর!'

কর্নেল কোসলোস্কির হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা একটা কাগজ। পরক্ষণে লোকটার কলম চলে এল ওর হাতে। কয়েক সেকেণ্ডে খসখস করে এঁকে ফেলল হ্যাঙারের ডায়াগ্রাম।

'আমরা এখানে,' ডায়াগ্রামের এক জায়গায় টোকা দিল। তিন জায়গায় তিনটে বড় ফোঁটা তৈরি করেছে।

'টুয়েল্ভ্ ও'ক্লক, টেন ও'ক্লক আর ফোর ও'ক্লক। কিন্তু এরা যদি এভাবে মুভ করে...' ডায়াগ্রামে কয়েকটা তীর আঁকল রানা।

'এর মানেই, মস্ত বিপদে পড়ছি আমরা। মেরিন এবং সিক্রেট সার্ভিসের সবাই আছে উত্তরদিকের দালানে। এখন যদি হামলা শুরু হয়, হোয়াইট হাউসের লোকগুলো দক্ষিণের অফিস থেকে বেরিয়ে ছুটবে এদিকে। সোজা গিয়ে পড়বে নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের তৃতীয় দলের খপ্পরে।'

একমুহূর্ত রানার ডায়াগ্রাম দেখল কোসলোস্কি। তারপর বলল, 'এমন বিদঘুটে পরিকল্পনা জীবনেও দেখিনি, মেজর। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওরা আমেরিকান সার্ভিসমেন।'

'কর্নেল, আপনার বোধহয় সবাইকে সতর্ক করা উচিত।'

'কান খাড়া করে আমার কথা শুনুন, মেজর,' এবার কর্কশ

স্বরে বলে উঠল কোসলোস্কি। 'জানি আপনি কে। শুনেছি উইলকক্স আইস স্টেশনে ভালই করেছেন। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না আপনার কথায় নাচতে শুরু করব আমরা। ভাবছেন, কোথা থেকে এসে ষড়যন্ত্রের থিয়োরি দেবেন আর আমরা বলতে থাকব: আপনি সত্যি দারুণ এক হিরো! ...না, তা হবে না। আমি বাইশ বছর ধরে মেরিন কর্পসে চাকরি করছি, নিজ যোগ্যতা দিয়ে উঠে এসেছি এখানে। ফকিরা এক দেশের অশিক্ষিত মেজর যা খুশি বলবে আর আমার মত একজন সুযোগ্য কর্নেল...'

'যে কি না কলম পিষে পিষে কর্নেল হয়েছে,' তার বক্তব্য কেড়ে নিয়ে কথা শেষ করল রানা, 'তাকে মানবে না সবাই?'

রাগে বারকয়েক খাবি খেল চাক কোসলোস্কি। টকটকে লাল হয়ে গেল চেহারা। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, চেঁচিয়ে উঠল, 'যথেষ্ট শুনেছি, মেজর! সম্ভব হলে কোর্ট মার্শাল করতাম! দূর হয়ে যান আমার চোখের সামনে থেকে!'

অযোগ্য লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রেগে গেছে রানা নিজেও, গটমট করে বেরিয়ে এল ওই অফিস থেকে। বুঝে গেছে, যা করবার ওর নিজেরই করতে হবে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চিন থেকে ডুমস্ ডে ভাইরাস নিয়ে এসেছিল এরাই,' বলল কর্নেল ডানকান। লেভেল ফোর-এ সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে প্রেসিডেন্টকে।

সবাই এসে থেমেছে তিরিশ ফুট দীর্ঘ বিশাল এক কোয়ারেনটাইন চেম্বারের সামনে। রিইনফোর্সড্ চেম্বারের এক পাশে ছোট কাঁচের জানালা। ওদিক দিয়ে প্রেসিডেন্ট দেখলেন ভিতরে চারজন লোক। নীল আলট্রাভায়োলেট আলোর ভিতর সবাই সোফায় বসে টেলিভিশন দেখছে। প্রেসিডেন্ট ধারণা করলেন, এদের পূর্ব-পুরুষ চিন থেকে এসেছে।

তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে চারজনের দু'জন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ওরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ক্যাপ্টেন লি ওয়াং ও...'

হঠাৎ সেল ফোন বেজে উঠেছে কর্নেল ডানকানের পকেটে।

'এক্সকিউজ মি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলে ফোন বের করল সে, একটু দূরে গিয়ে কল রিসিভ করল।

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এই দেশ গর্বিত আপনাদের পেয়ে।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'ধন্যবাদ আপনাদেরকে।'

হঠাৎ করেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসলেন প্রেসিডেন্ট, 'কতদিন আপনাদেরকে ওখানে থাকতে হবে?'

'আর বোধহয় দু'এক ঘণ্টা, স্যর,' বলল ক্যাপ্টেন ওয়াং। 'গতকাল নতুন স্ট্রেইন দেয়া হয়েছে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পর পরীক্ষা করার কথা। এই চেম্বার আসলে টাইম লক দিয়ে অপারেটেড। সকাল আটটায় তালা খুলবে। তারপর বোঝা যাবে আমাদের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে কি না।'

'সকাল আটটা পর্যন্ত থাকব না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু কয়েক দিনের ভিতর আমার তরফ থেকে উপহার ও পুরস্কার পৌছে যাবে।'

'সেজন্য অনেক ধন্যবাদ, স্যর।'

'জী, স্যর, ধন্যবাদ,' পাশের লোকটা বলল।

ফোনে আলাপ শেষে আবারও ফিরেছে কর্নেল ডানকান। নরম স্বরে বলল সে, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের ট্যুর। এবার আসুন, আপনাকে অন্য একটা জিনিস দেখাব।'

সবাইকে নিয়ে সামনে বাড়ল কর্নেল।

কয়েকটা দরজা পেরুবার পর সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো দেখল, পিছনে একে একে বন্ধ হচ্ছে ভারী ও পুরু সব দরজা।

একটা করিডোরে এসে সিঁড়ি দেখা গেল।

হাতের ইশারা করল কর্নেল।

আগে উঠতে বলছে প্রেসিডেন্টকে।

এয়ার বেস যিরো নাইনের তিন নম্বর লেভেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। উপরের লেভেলে রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার।

সিঁড়ি শেষে তাঁকে আনা হলো চওড়া কিন্তু নিচু সিলিঙের এক বড় ঘরে। নতুন করে সতর্ক হয়ে উঠেছে নয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

ঘরের চারপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আরামদায়ক কাউচ। একটু দূরে দূরে কফি টেবিল। দু'পাশে দুটো কিচেনেট। এই ঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস দেয়ালে ঝুলন্ত মস্ত এক প্যানাসনিক টিভি।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল কর্নেল। 'একটু পর কেউ এসে আপনাকে উপরে নিয়ে যাবে।'

কাউকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই ওই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কর্নেল ডানকান।

মেরিন ওয়ান কপ্টারের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও তিশা। ওদের সঙ্গে মেরিন সৈনিক বৈজ্ঞানিক। সে বসেছে কপ্টারের কমিউনিকেশন কন্সোলে, দ্রুত কি বোর্ড টিপছে।

'নাইটহক থ্রি বা অন্য দুই অ্যাডভান্স টিম সম্পর্কে কিছু জানলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাইটহক থ্রি থেকে কোনও সাড়া নেই,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'অবশ্য সিক্রেট সার্ভিস বিকনগুলো শুনছি।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, 'আমরা কি এয়ার বেস যিরো নাইনের লোকাল নেটওঅর্কের সঙ্গে কানেকটেড?'

'জী, মেজর। ইচ্ছা করলে সিকিওর ল্যাণ্ড লাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন প্রেসিডেন্ট।'

'ঠিক আছে। দেখো তো এই কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি ক্যামেরার ছবি আসে কি না।'

'সহজেই পারব।'

দশ সেকেণ্ড পর মেরিন ওয়ানের কমিউনিকেশন বে'র কালো-সাদা মনিটর প্রাণ ফিরে পেল। প্রতিটি মনিটরে দেখা গেল এয়ার বেস যিরো নাইনের সিকিউরিটি ক্যামেরার নানান দৃশ্য।

'আমরা কণ্ট্যাক্ট পেয়েছি,' বলল বৈজ্ঞানিক।

নানা অ্যাঙ্গেলে বেশ কয়েকটা স্টেয়ারওয়েল দেখতে পেল রানা। মেইন হ্যাঙার দেখে মনে হলো কোনও সাবওয়ে স্টেশন। কাঁচ ঢাকা কয়েকটা অফিস। একটার ভিতর রয়েছে মেরিন সোলজার ও সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের কয়েকজন। বিশেষ একটা দালানের ভিতর হোয়াইট হাউসের স্টাফ। কালো-সাদা এক মনিটরে এক এলিভেটারের ভিতর অংশ দেখা গেল। ওখানে চোখ পড়তেই থমকে গেল রানা।

এলিভেটারের ভিতর কমপক্ষে দশজন কমাণ্ডো, পুরোপুরি সশস্ত্র। প্রত্যেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সদস্য।

একটু দূরের আরেকটা মনিটরের দৃশ্য বদলে গেছে। ওদিকে নড়াচড়া চোখে পড়তেই ওদিকে মন দিল রানা।

কোনও স্টেয়ারওয়েল ক্যামেরা থেকে ওই দৃশ্য আসছে। সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের গতিতে নামছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের আরেকদল কমাণ্ডো।

'মস্ত বিপদে পড়লেন প্রেসিডেন্ট,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'আমরাও,' মন্তব্য করল তিশা।

দেরি না করে মেরিন ওয়ান থেকে নেমে পড়ল রানা।

ওর পর পর কপ্টার থেকে নামল তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

মনেই হলো না হ্যাঙারের ভিতর কোথাও অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে।

কিন্তু ওরা তিনজন টের পেল, পলকে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি।

যে-কোনও সময়ে হামলা শুরু হবে।

বিশাল হ্যাঙারের তিন জায়গায় নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ট্রুপ। যে-কোনও সময়ে মুভ করবে।

তাদের দ্বিতীয় দলের নেতাকে বামহাতে কান স্পর্শ করতে দেখল রানা। লোকটার কাছে রেডিয়ো করা হয়েছে।

'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'জী,' বলল বৈজ্ঞানিক।

'রানা,' বাংলায় আস্তে করে বলল তিশা।

'কিছু বলবে, তিশা?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না। যাই হোক, আমরা সবসময় পাশে থাকব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। মেরিন ওয়ানের কাভার থেকে বেরিয়ে এল। দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে। চলেছে উত্তর দিকের কাঁচ ঢাকা অফিস লক্ষ্য করে।

অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এমন সময় শুরু হলো মহাবিপদ।

বুম!

ভয়ানক বিকট আওয়াজ। তালা ধরে গেল কানে।

প্রকাণ্ড মঞ্চের পর্দার মত নেমে এসেছে ভারী পিস্টন চালিত টাইটেনিয়াম দরজা। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল জোরালো প্রতিধ্বনি।

হ্যাঙারের সাধারণ কবাটের পিছনে দাঁতওয়ালা পুরু ধাতব দরজা বুজে দিয়েছে বাইরে যাওয়ার পথ।

এবার আর শান্ত ভাবে হাঁটতে গেল না রানা, একবার চারপাশ দেখে নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল।

পরক্ষণে নরক হয়ে উঠল হ্যাঙার।

টুয়েল্‌ভ্‌ ও'ক্লক এবং টেন ও'ক্লকে-র নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা কাঁধে তুলে নিয়েছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল।

চারপাশে শ্‌-শ্‌ আওয়াজে ছুটছে তপ্ত বুলেট।

কখন যেন ডানা গজিয়েছে রানার, উড়ে চলেছে আড়াল নেয়ার জন্য।

# আট

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে, এখনও প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর অন্টোরাজের জন্য কেউ আসেনি। অধৈর্য হয়ে উঠছে সবাই।

লেভেল থ্রি-র কমনরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চারপাশে নীরবে অপেক্ষা করছে প্রটেকটিভ ডিটেইল।

'ম্যাক্স,' ডিটেইলের চিফকে ডাকলেন প্রেসিডেন্ট। 'দেখুন তো দেরি করছে কেন!'

হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল বিশাল টেলিভিশন।

চরকির মত ঘুরে ওটার উপর চোখ রাখলেন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর ডিটেইলের সবাই।

কে যেন বলে উঠল, 'কোন্‌ শালা...' মিইয়ে গেল তার কণ্ঠ।

টিভি স্ক্রিনে বড় বড় করে হলদেটে ইনসিগনিয়া ফুটে উঠেছে।

ওটা ব্যবহার করা হয় জাতীয় সংকটের সময়। তখন সাধারণ সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী দেশের প্রতিটি টিভি স্টেশন ওই বার্তা প্রচার করতে বাধ্য। দুই সেকেণ্ড পর বিবিএস সিম্বল মিলিয়ে গেল। ওখানে দেখা দিল এক লোকের মুখ।

'আরে এসব কী, এরা...' থেমে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

পর্দার মানুষটা মারা গেছে কয়েক মাস আগে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল লোকটার, সে দণ্ড কার্যকরও করা হয়েছিল।

কেন দেখানো হচ্ছে ওই লোকের মুখ?

লোকটা ছিল ইউএস এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল, নাম: আর্লিং এফ ব্রুক্স্। কল সাইন ছিল: দ্য কিং!

নড়ে উঠল মানুষটা। পাপড়ি ফেলল চোখের।

মরা মানুষ কীভাবে যেন আবার বেঁচে উঠেছে! না কি কোনও রকম দৃষ্টিবিভ্রম?

এয়ার বেস যিরো নাইনের প্রতিটি টেলিভিশনে দেখা দিল গম্ভীর মুখটা। মুহূর্ত পর বক্তৃতা দিতে শুরু করল:

'মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, আপনাদেরকে স্বাগতম আমার এয়ার বেস যিরো নাইনে। আমি ইউনাইটেড স্টেট্সের এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'কি করে বাঁচলাম? ভাল করেই জানতাম, হৃৎপিণ্ড শরীরে অক্সিজেন দিতে না পারলে তখনই মৃত্যু ঘটবে। ফুসফুসের কাজ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রক্তের ভিতর অক্সিজেন পৌঁছে দেয়া। ওই অক্সিজেনেটেড রক্ত যাবে দেহের শিরা-উপশিরায়। আর্টারির ভিতর রিঅক্সিজেনেটেড রক্ত আমাকে ঠিকই বাঁচিয়ে রাখবে। আমি যখন মৃত, তখনও শরীরের ভিতর ছিল অক্সিজেনে পূর্ণ লোহিত কণিকা। সে-কারণে পনেরো মিনিট অনায়াসে সুস্থ ছিল মগজ ও অন্যান্য সমস্ত ভাইটাল অর্গান।

'লিভেনওঅর্থ কারাগারে বেদম মার খাওয়ার পর আমাকে দু'বার জরুরিভাবে রক্ত দেয়া হয়েছে।

'মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বলা হয়েছে, জীবিত অবস্থায় ফেডারাল কাস্টডি থেকে বেরুতে পারব না। তাই তো হয়েছে।

'...আমরা বহু দিন ধরে দেখছি, এই দেশকে কুরে কুরে খাচ্ছে ঘুণ পোকা। এবং আজ থেকে মেপ্নে সাফ করা হবে এসব ঘুণ পোকা।'

নিচু স্বরে বলছে সে। ইংরেজির উচ্চারণ টেক্সানদের মত।

'আমাদের ফেডারাল এবং স্টেট্স্ পর্যায়ের জন-প্রতিনিধিদের সত্যিকারের নেতৃত্ব দেয়ার সামর্থ্য নেই। এদিকে আজকাল আর দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে না আমাদের সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলগুলো। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না এদেশের। ...যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ দেশের জন্য লড়াই করেছেন, বা যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সবার মাথা হেঁট করে দিয়েছে অযোগ্য সব রাজনীতিক।

'ভবিষ্যতে এমন আর হতে দেয়া হবে না।'

কমন-রুমে বিশাল টেলিভিশনের স্ক্রিনে চেয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

'এবং এ কারণেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি এবং আপনার সরকারের সবাইকে বলছিঃ আজ আপনাদের সঙ্গে জুয়া খেলব আমরা সত্যিকারের দেশ-প্রেমিকরা।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চারবছর আগে আপনার বাম ফুসফুসে অপারেশনের সময় হৃৎপিণ্ডে রাখা হয়েছে রেডিয়ো ডিভাইস। ওটা আছে কার্ডিয়াক পেশির বাইরের অংশে...'

ঝট্ করে প্রেসিডেন্টের দিকে ঘুরল ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা।

'এবার ওই রেডিয়োর সিগনাল চালু করব,' বলল জেনারেল।

অ্যান্টেনাওয়ালা ছোট এক রিমোট কণ্ট্রোল তুলে ধরল। ওটার ভিতর লাল রঙের বাটনে আঙুল রেখেছে।

চট করে কোট থেকে ডি-বাগিং ম্যাজিক ওয়াণ্ড নিল স্পেশাল এজেণ্ট ওয়েইনডেনবার্গ। ওটা স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার। যে-কোনও সিগনাল ধরবে। বাটন টিপে প্রেসিডেণ্টের উপর দিয়ে বোলাতে শুরু করল জিনিসটা।

পা বা উরু ঠিক আছে।

কোমর ও পেট ঠিক।

বুক...

পাগল হয়ে উঠেছে ওয়াণ্ডের কাঁটা।

ওদিকে টিভিতে বলে চলেছে জেনারেল ব্রুকস: 'আপনার সঙ্গে খুব সহজ বাজি ধরছি, মিস্টার প্রেসিডেণ্ট। আপনার জানা আছে: এ দেশের প্রধান সব এয়ারপোর্টে কমপক্ষে তিনটি করে হ্যাঙার আছে এয়ার ফোর্সের। ওখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয় বম্বার, ফাইটার এবং অর্ডন্যান্স।

'এখন এই মুহূর্তে চোদ্দটা এয়ারপোর্টের হ্যাঙারে রয়েছে একটা করে টাইপ-২৪০ ব্লাস্ট প্লাজমা ওয়ারহেড।

'এসব এয়ারপোর্টের ভিতর রয়েছে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি, নিউআর্ক ও লা গার্ডিয়া, ওয়াশিংটনে ডালেস, শিকাগোতে ও-হেয়ার, লস অ্যাঞ্জেলেসে ল্যাক্স— স্যান ফ্রান্সিসকোর এয়াপোর্ট, স্যান ডিয়েগো, সিয়েটল, বস্টন, ফিলাডেলফিয়া ও ডেট্রয়েট— প্রতিটি এয়ারপোর্টে রয়েছে একটা করে বোমা।

'মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, এসব প্লাজমা ওয়ারহেডের ব্লাস্ট রেডিয়াস ষোলো মাইল। ডেটোনেট হলে নব্বুই মেগাটন শক্তিতে বিস্ফোরিত হবে।'

লেভেল থ্রি-র কমন-রুমে নীরব হয়ে গেছে সবাই।

'আর এসব বোমার ডেটোনেশন ঠেকাতে পারেন শুধুমাত্র

আপনি,' মুচকি হাসল জেনারেল। 'হ্যাঁ, আপনি রক্ষা করতে পারেন ওই শহরগুলোকে। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মনে রাখবেন, যেভাবে হোক চালু রাখতে হবে আপনার হৃৎপিণ্ডকে। ওই চোদ্দটা ওয়ারহেড একটিমাত্র স্যাটালাইটের সিগনাল নেবে। ওই স্যাটালাইট আছে এই বেসের অনেক উপরের মহাকাশে।

'এখন, মিস্টার প্রেডিডেন্ট, ওখান থেকে একটা সিগনাল আসছে আপনার হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটারে, আবার ফিরছে আকাশে। কিন্তু হঠাৎ করেই যদি আপনার হৃৎপিণ্ড থেমে যায়, বন্ধ হবে ট্র্যান্সমিটার, আর তখন স্যাটালাইটের সিগনাল ফিরবে না বোমার সেন্সারে। সেক্ষেত্রে সবকটা এয়াপোর্টের বোমা ডেটোনেট করবে।

'মনে রাখবেন, যদি বন্ধ হয় আপনার হৃৎপিণ্ড, বর্তমানের ঘুণে ধরা আমেরিকাও মরবে। সোজা কথায়, যতক্ষণ আপনি বাঁচবেন, বাঁচবে আমেরিকার এই পচে যাওয়া সরকার পদ্ধতি।

'আপনি ফুরিয়ে আসা এক সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি, স্যর। এমন এক রাজনীতিক, যে শুধু ক্ষমতা-দখলের জন্য কাজ করেছেন। যারা আপনার মত, তারা ভাল করেই জানে, দেশের জন্য কখনও যুদ্ধে যেতে হবে না তাদেরকে। তারা আপনার মতই, এই নোঙরা সমাজ-পদ্ধতির সুযোগে ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছে। আপনাদের মত লোক বহুকাল ধরেই নিজেদেরকে সরিয়ে রেখেছে নিরাপদে। মরলে মরেছে দেশ-প্রেমিক সৈনিক ও অফিসার। কিন্তু আজকের পর থেকে সবই পাল্টে দেয়া হবে।

'জীবনে প্রথমবারের মত আপনাকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: কয় ফোঁটা রক্ত দিয়েছেন দেশের জন্য? দেশের জন্য কী ত্যাগ করেছেন আপনি? ...কিছুই না। ...আপনার মত লোক সবসময় কাপুরুষই হয়।

'কিন্তু সত্যিকারের দেশ-প্রেমিকের মতই আমরা আপনাকে এবং পচে যাওয়া সমাজের লোকগুলোকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।

নিজেদের সাহস ও দেশপ্রেম প্রমাণ করুন! আজকে এ দেশের মানুষ দেখবে আপনারা কী ধরনের কেঁচো। টিভির বার্তায় জানবে কীভাবে মরছেন আপনারা। বরাবরের মত নিজেদের পিঠ বাঁচাবার সুযোগ আপনাদেরকে আর দেয়া হচ্ছে না।

'আপনাদের মত কাপুরুষরা সবসময় পিছিয়ে গেছে। কিন্তু এবার মনে রাখবেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার যদি মৃত্যু হয়, কাপুরুষদেরও হারতে হবে। মরতে হবে তাদেরকেও।

'জেনে রাখুন, এই ফ্যাসিলিটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কোনও নিউক্লিয়ার বোমা পড়লেও টিকবে এই কমপ্লেক্স। এখান থেকে বেরুবার কোনও উপায় নেই। ফ্যাসিলিটির ভিতর রয়েছে দেশের সেরা পঞ্চাশজন নাইন্থ স্পেশাল অপারেশন্স স্কোয়াড্রন সোলজার। এদেরকে বলে দেয়া হয়েছে: প্রথম সুযোগে আপনাকে মেরে ফেলতে হবে।

'আপনার সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল নিয়ে লড়বেন আপনি। এই লড়াই চলবে আমৃত্যু। যে দল জিতবে, এই দেশ হবে তাদের।

'এরপর থেকে ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম ব্যবহার করব আমরা। আমেরিকার জনতা প্রতি ঘণ্টায় জানবে, কোন্ দল কী অবস্থানে লড়ছে। জানিয়ে দেয়া হবে প্রেসিডেন্টের দল কেমন করছে।'

কাছের সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। নিচু স্বরে বললেন, 'লোকটা সত্যি পাগল। নিশ্চয়ই চাইলেই...'

'*করবিন ট্যাট*, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' টিভি স্ক্রিনে প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল জেনারেল ব্রুকস।

একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

অন্য সবাই চুপ মেরে গেছে।

'আপনার নীরবতা থেকে বুঝতে পারছি, আপনি দেখেছেন

এফবিআই ফাইল,' বলল জেনারেল।

হ্যাঁ, ওই ফাইল দেখেছেন প্রেসিডেন্ট।

ওই প্রাক্তন সেনেটর মারা পড়েন আলাস্কায়, ঠিক একই সময়ে বোমায় উড়ে যায় তার ওয়াশিংটনের বিশাল বাড়ি, ধ্বংস হয়ে যায় সব। কোনও অপরাধীকে ধরা যায়নি। এ ধরনের ঘটনা খুব কমই হয়। সরকাররের অনুরোধে সংবাদ মিডিয়াগুলো ওই মৃত্যুকে প্রায় ধামাচাপা দিয়েছে।

আসলে ভদ্রলোকের বিষয়ে প্রায় কোনও তথ্যই দেয়া হয়নি। প্রাক্তন মৃত সেনেটরের রক্তে পাওয়া গেছে অতিরিক্ত লোহিত কণা। খুব কম ছিল অ্যালভেওলার ও আর্টারিয়াল ফসফেট। এ থেকে জানা গেছে, মানুষটা মারা যাওয়ার আগে খুব হাঁপিয়েছেন। দৌড়ে পালাতে গিয়ে এক পর্যায়ে হৃতক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে গুলি করা হয় মাথার পিছনে। সোজা কথায়, তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে।

এখন সবই বুঝছেন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর বুকের ট্র্যান্সমিটারের মতই সেনেটর করবিন ট্যাটের বুকে আরেকটা ডিভাইস বসানো ছিল। অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে, ট্যাটকে আর লাগবে না, কাজেই শেয়ালের মত তাড়িয়ে নিয়ে খুন করা হয়েছে। তারপর যখন হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়েছে, তাঁর বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের চটকা ভাঙল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের কথা শুনে:

'প্রাক্তন সেনেটর হঠাৎ করেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিলে আমাদের হাতে রয়ে গেল বাড়তি একটা ট্র্যান্সমিটার। কাজেই তাকে গিনিপিগ করা হলো। আজকের এই অপারেশনের আগে পরীক্ষা করে দেখে নেয়া হয়েছে ওতে কাজ হবে কি না।'

পরস্পরের দিকে চাইলেন ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ ও

প্রেসিডেন্ট।

'ভাল কথা, মনে রাখবেন, ভুলেও পালাতে চাইলে...' এবার স্টেইনলেস স্টিলের ব্রিফকেস তুলে ধরে দেখাল জেনারেল।

ওটা থাকত ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সনের কাছে।

ব্রিফকেসের হাতলে এখনও রয়ে গেছে হ্যাণ্ডকাফ। এখন আর কোনও কবজি ধরে নেই ওটার হাতল। মেখে আছে থকথকে লাল রক্ত।

সন্দেহ নেই, ওই ব্রিফকেস সত্যিই প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

ওটা খোলা।

ভিতরে দেখা গেল কাঁচের তৈরি পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযার ও কিপ্যাড। অ্যানালাইযারে বিশেষ প্রোগ্রাম চলছে। ওটা চিনবে প্রেসিডেন্টের হাতের তালু। আমেরিকার থারমোনিউক্লিয়ার আর্সেনাল প্রোগ্রাম অ্যাকটিভেট বা ডিঅ্যাকটিভেট করবার কথা শুধু তাঁরই।

কিন্তু যেভাবেই হোক, তাঁর হাতের তালুর ছাপ জোগাড় করেছে জেনারেল ব্রুক্স্, শুধু তা-ই নয়, তার কাছে আর্মিং কোডও আছে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার তো আছেই, ওসব এয়ারপোর্টের ওয়ারহেডের সঙ্গে নেটওয়ার্ক করা আছে এই ব্রিফকেস। নব্বুই মিনিটের টাইমার চলছে।

'আপনি দেখেছেন ফুটবলের ডিসপ্লে স্ক্রিন। পাম প্রিন্ট অ্যানালাইযারের অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করে নব্বুই মিনিট পর পর প্লাজমা ওয়ারহেডের টাইমার রিসেট হবে। তা যদি না করা হয়, একইসঙ্গে বিস্ফোরিত হবে চোদ্দটা নিউক্লিয়ার বোমা।

'কাজেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ভুলেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার সুবিধার জন্য জানিয়ে দিচ্ছি, ফুটবল রাখা হবে মেইন হ্যাঙারে।

'আজকের দিনটা চিরকালের জন্য কোহিনূর হীরার মত জ্বলজ্বল করবে মানব-ইতিহাসে। আজ আপনাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার দিন। কাল এই দেশের স্বাধীনতা দিবস, জুলাইয়ের চতুর্থ দিন। দেখা যাক, আগামীকাল ঘুম থেকে উঠে নতুন মহান কোনও আমেরিকা দেখি কি না। ...তা যাই হোক, গুড লাক, মিস্টার প্রেসিডেণ্ট। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন!'

লোকটা হঠাৎ করে নাটকীয় ভাবে থেমে যেতেই দড়াম করে খুলে গেল কমন-রুমের দরজা, ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। তাদের নেতৃত্বে মেজর জন স্কল্ট। লোকটার মুখে ভীতিকর ইআরজি-৬ গ্যাস মাস্ক। আগেই তার দলের সবাই কাঁধে তুলে ফেলেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, এক সেকেণ্ড লাগল না গুলিবর্ষণ শুরু করতে।

শুরু হয়েছে সত্যিকারের জীবন রক্ষার লড়াই!

## নয়

সকাল সাতটা। জুলাই তিন।

রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মেইন হ্যাঙার।

পিছনের মেঝেতে এসে বিঁধছে অজস্র বুলেট।

কাঁচ-ঢাকা উত্তর দালানের দরজায় পৌঁছে গেছে রানা, চট্ করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। 'মেরিন! সিক্রেট সার্ভিস এজেণ্ট্স্! সবাই ছড়িয়ে পড়ুন!'

আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না রানা, হাজারো টুকরো

হলো পাশের জানালার কাঁচ।

মেঝের উপর ডাইভ দিল রানা, পরক্ষণে ঘুরে গেল, ক্রল শুরু করেছে দুই প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার ও ওগুলোকে টেনে আনা ভেহিকেল লক্ষ্য করে।

ক্রলের ফাঁকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক'জন মেরিন। এক সেকেণ্ড পর কী যেন ঢুকল ছোট দালানের ভিতর। পরক্ষণে কাঁধ থেকে লঞ্চ করা প্রেডেটর মিসাইল বিস্ফোরিত করল সব। ওই দালান যেন তাসের বাড়ি, বাইরের দিকে কাত হয়ে গেল চার দেয়াল। নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা কাঁচ। হঠাৎ কমলা আগুনের মস্ত এক কুণ্ডলী উপরে উঠেই আবারও দপ্ করে নিভে গেল।

আগে কখনও এত দ্রুত ক্রল করেনি রানা। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল মেরিন ওয়ানের নীচে। ওখানে ঠাঁই নিয়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

চারপাশে তুমুল গোলাগুলি। রানা তার ভিতর দিয়ে শুনতে পেল এক কণ্ঠ। হ্যাঙারের লাউডস্পিকারে বলা হচ্ছে: 'গুড লাক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন!'

'হায় ঈশ্বর,' কাতরে উঠল বৈজ্ঞানিক। শুনতে পেয়েছে সবই।

'ওদিকে চলো!' তাড়া দিল রানা। বিশাল কপ্টারের নীচে ক্রল করছে।

সাত ফুট যেতেই মেঝের ভিতর বড় চৌকো গ্রিল দেখল। ওটা সহজেই উঠে এল। নীচে চওড়া এয়ার ভেন্ট। স্টিল দিয়ে তৈরি, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে অনেক নীচে। ভিতরে শুধু অন্ধকার।

'এসো!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

ঠিক তখনই মেরিন ওয়ানের নীচে একটা ধাতব প্যানেল খুলে গেল। আরেকটু হলে চাপা পড়ত রানা। এক সেকেণ্ড পর ওর

পাশে ধুপ করে নামল কে যেন। তার হাতে এম-১৬। অস্ত্র তাক করেছে রানার কপালের দিকে।

'ধুশ্‌শালা! আপনি, স্যর!' এইমাত্র কপ্টারের ইমার্জেন্সি এস্কেপ হ্যাচ খুলে উদয় হয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। চট্ করে তিশাকে দেখে নিল। 'সত্যিই হ্যাপি বার্থডে, কী বলো?' রূপসী মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল সে এমপি-১০ মেশিন পিস্তল'। 'আর, স্যর, আমি দুঃখিত, আপনার জন্য কিছু দিতে পারছি না। কপ্টারের বেসিক আর্মস কেবিনেটে আর কিছুই নেই। সামনের আর্মারিতে বহু কিছুই থাকবে। কিন্তু ওটার চাবি মেরিন কর্নেল পাইলট বা তার কো-পাইলটের কাছে।'

'লাগবে না,' বলল রানা। 'এখন প্রথম কাজ এখান থেকে সরে যাওয়া। কোথাও গিয়ে জড় হতে হবে। তারপর বুঝতে হবে, কীভাবে এদেরকে মোকাবিলা করা যায়। ...এবার নেমে পড়ো সবাই এদিক দিয়ে।'

'টেলিভিশনে কিছু দেখেছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত। ভেন্টের পাশে থেমেছে সে।

চওড়া পাইপের ভিতর প্রথমে নেমে গেল তিশা ও বৈজ্ঞানিক। পাইপের দু'দিকের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে পিছলে নামছে।

'কিছুই দেখিনি,' বলল রানা। 'গুলি এড়াতে ব্যস্ত ছিলাম।'

নিশাতের পর পাইপে নেমে পড়ল রানা।

'তা হলে অনেক কিছু বলার আছে আমার,' বলল নিশাত।

আগে কখনও এত দ্রুত চলতে হয়নি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। মেঝে প্রায় স্পর্শ করছে না তাঁর দুই পা।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা ঝড়ের গতিতে কমন-রুমের ভিতর ঢুকতেই তাঁর নয়জনের প্রটেকটিভ ডিটেইল পাল্টা গুলি শুরু করেছিল।

দেরি না করে প্রেসিডেন্টের সামনে ডিফেন্সিভ পজিশন নিয়েছে তাদের চারজন। এক পলকে কোটের ভিতর থেকে বের করেছে উযি সাবমেশিনগান। ওগুলো প্রতি মিনিটে ছয় শ' রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। জোরালো গুঞ্জন শুরু করেছিল আগ্নেয়াস্ত্রগুলো।

সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের অন্য পাঁচজন ক্র্যাশ-ট্যাকল করেছে প্রেসিডেন্টকে, প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে কাছের ফায়ার এস্কেপের ভিতর। নিজেদের শরীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাঁকে।

পিছনে দড়াম করে আটকে দিয়েছে ফায়ার স্টেয়ারের ধাতব দরজা। কিন্তু তার আগে ওরা দেখেছে, নানাদিকের কাউচে, দরজা বা কাবার্ডের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। দু'জন দু'জন করে লিপ-ফ্রগ করে সামনে বাড়ছে। এরই ভিতর ছেঁড়া পুতুলের মত লুটিয়ে পড়েছে সিক্রেট সার্ভিসের চার এজেন্ট। পিছনে উযির আর কোনও আওয়াজ নেই। থাকবার কথাও নয়।

মিনিটে ছয় শ' রাউণ্ড গুলি করে উযি, কিন্তু বেলজিয়ামের এফএন হার্সটাল কোম্পানির পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল প্রতি মিনিটে নয় শ' রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। গোলচে হ্যাণ্ড গার্ডের ভিতর ব্লোব্যাক সিস্টেম, ব্যারেলের উপরে থাকে এক শ' রাউণ্ডের ম্যাগাযিন। ওটা যেন সায়েন্স ফিকশন সিনেমা থেকে ধার নেয়া কিছু।

'সিঁড়ি বেয়ে নীচে! জলদি!' চিরে গেল স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গের কণ্ঠ। ফায়ার ডোরের ওদিকে লাগছে অসংখ্য বুলেট। 'অন্য দিকের একসিট!'

প্রেসিডেন্টকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে নামতে শুরু করল অবশিষ্ট সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। একেকবারে সিঁড়ির চার ধাপ পার করছে। বাঁক ঘুরে তীরের মত নামছে। প্রেসিডেন্ট ছাড়া অন্য সবার হাতে উযি, সিগ সাওয়ার এবং অন্যান্য অস্ত্র।

প্রেসিডেন্টের মনে হচ্ছে ওঁকে দুধভাত করা হয়েছে এই খেলায়, বোকার মত দৌড়ে চলেছেন এদের সঙ্গে। পিছনে তেড়ে আসছে বডিগার্ডরা।

'অ্যাডভান্স টিম *টু*! কাম ইন!' দৌড়ের ফাঁকে কবজির মাইক্রোফোনে চেঁচাল ওয়েইনডেনবার্গ।

ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

'অ্যাডভান্স টিম *ওয়ান*! কাম ইন! আমরা স্যরকে নিয়ে একসিট ওয়ানের সামনে পৌঁছে যাচ্ছি। আমাদেরকে জানান ওটা খোলা আছে কি না।'

কারও কোনও জবাব এল না।

•

মেইন হ্যাঙারে লেখক-টু খবিরের মনে হচ্ছে, ও আছে নরকের ভিতর। চারপাশের মেঝেতে এসে লাগছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। ঝরঝর করে মাথার উপর পড়ছে ভাঙা কাঁচ।

মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে উত্তরদিকের দালানের বাইরে আটকা পড়েছে ও। অফিসের কোনা এবং হ্যাঙারের আর্মার্ড দরজার ফাঁকে প্রায় গুঁজে আছে দু'জন। কিছুক্ষণ আগে বুলেটের আঘাতে ভেঙে পড়েছে জানালা, তখন ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে বাইরে এসেছে। পরক্ষণে অফিসের ভিতর গিয়ে ঢুকল প্রেডেটর মিসাইল।

হ্যাঙারের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিরিশজন কমাণ্ডো। প্রতিটা পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত। ঝড়ের গতিতে সরছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কপ্টারগুলো এড়িয়ে বাঁক নিচ্ছে, টপকে যাচ্ছে লাশ। কাঁধে উদ্যত রাইফেল, ব্যারেল বরাবর চোখ।

হ্যাঙারের উল্টো পাশে চাইল খবির। ওদিকের কাঁচ ঢাকা অফিস থেকে ছিটকে বেরুতে শুরু করেছে হোয়াইট হাউসের

সদস্যরা। সংখ্যায় দশজন হবে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। পাগলের মত চারপাশ দেখছে। তাদের কেউ জানে না এখন কী করা উচিত।

এতক্ষণ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল পুবে অবস্থান নেয়া নাইন্থ স্কোয়াড্রন। এইমাত্র অফিস থেকে বেরিয়েছে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা, জায়গায় দাঁড়িয়েই ঝাঁঝরা হয়ে গেল সবাই। মেয়েদেরকেও দয়া করা হলো না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট লাগতেই থরথর করে কেঁপে উঠল দেহ, পরক্ষণে ছিটকে পড়ল পিছনে মেঝেতে।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনল খবির, মুখ তুলে চাইল। এইমাত্র উত্তরদিকের দালানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, প্রচণ্ড রাগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাতে নিকেল-প্লেটেড বেরেটা। পিস্তল তুলেই গুলি শুরু করল সে। অবশ্য, এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো তার বুক। ছিটকে বেরুল টকটকে লাল রক্ত। একইসময়ে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দুই কমাণ্ডো গুলি করেছে তাকে।

এক মুহূর্ত কাঁপল লোকটার দেহ, তার আগেই মারা পড়েছে। ছিটকে পিছনে চলে গেল লাশ, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ল হুড়মুড় করে।

'একেই বলে গুরুতর পরিস্থিতি!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল গায়ক। 'এখান থেকে বেরুবার কোনও পথ নেই!'

'ওদিকটা দেখো!' হ্যাঙারের উত্তরদিকের রেগুলার এলিভেটার দেখাল খবির। 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ওখানে যাব কী করে?'

'আমরা গাড়ি চালিয়ে রাজার মত যাব,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল মস্ত এক সাদা টৌয়িং ভেহিকেল্। ওটার লেজে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার— নাইটহক টু। কিন্তু ওখানে যেতে হলে

মাঝের দশ গজ পেরুতে হবে।

এয়ার বেস যিরো নাইনের কণ্ট্রোল রুমে ব্যস্ত হয়ে কথা বলছে চারজন রেডিয়োম্যান।

'...কোবরা উইনিট, উত্তর দালানের কাছের শত্রুদের শেষ করুন। তারপর...'

'...প্রেসিডেনশিয়াল ডিটেইলের পিছু নিয়েছে পাইথন ইউনিট। পুব দিকের সিঁড়ি বেয়ে...'

'...ওয়াং ইউনিট, মেইন হ্যাঙার থেকে সরতে শুরু করুন। এইমাত্র দেখলাম, চারজন মেরিন রওনা হয়েছে প্রাইমারি এয়ার ভেন্ট লক্ষ্য করে। তাদেরকে...'

'...ক্রেট ইউনিট, ধৈর্য ধরুন, আগের জায়গায় থাকুন...'

'তাই, আপা? প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসিয়েছে?' খাড়া ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে সাবধানে নামছে রানা। রুপালি স্টিলের দেয়ালে চেপে রেখেছে দুই পা ও হাত।

পনেরো ফুট নীচে তিশা ও বৈজ্ঞানিক। ওদের মনে হচ্ছে, নরকের দিকে চলেছে। অনেক নীচে শুধু হাঁ করা অন্ধকার।

'যদি হার্ট বন্ধ হয়, ওইসব এয়ারপোর্টের বোমা ফাটবে, আমেরিকার বড় বড় শহর মিশে যাবে ধুলায়,' বলল নিশাত।

'তাই?' ছোট্ট করে বলল রানা।

'প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার করে ফুটবলের টাইমার রিসেট করতে হবে। তা যদি না করা যায়, তা হলেও সেই বুম!'

'প্রতি নব্বুই মিনিট?' ডিজিটাল ক্যাসিয়ো ঘড়িতে টাইমার চালু করল রানা। ৮৫:০০ মিনিট থেকে টিকটিক শুরু করেছে টাইমার।

**৮৫:০০...**

৮৪:৫৯...

৮৪:৫৮...

হঠাৎ উপরে জোরালো খট-খটাং আওয়াজ শুনল রানা। ঝট করে মুখ তুলে চাইল ওদিকে।

তালা লেগে গেল কানে।

চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একপশলা গুলি।

'কাঁধে লেগে ছিটকে গেছে একটা,' রেগে গিয়ে বলল নিশাত। সাধারণ পোশাকের নীচে মেরিনদের আর্মার পরেছে।

একই কাজ করেছে রানা, তিশা ও খবির।

আবারও উপরে চাইল রানা। খাড়া শাফটের নীচের দিকে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের ব্যারেল তাক করেছে এক লোক। তাকে দেখা গেল না। তবে ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরেছে তার আঙুল।

নানাদিকে ছুটছে বুলেট।

'স্যর!' দশ ফুট নীচ থেকে বলল তিশা। প্রধান শাফট থেকে সমান্তরাল ছোট এক টানেল পেয়ে ঢুকে পড়েছে। বসে আছে গুটিসুটি মেরে। 'স্যর, এখানে নেমে আসুন!'

'আপা! জলদি! নামুন!' তাড়া দিল রানা।

পাইপের দেয়াল থেকে হাত-পা সরিয়ে নিয়েছে নিশাত ও রানা, সরসর করে নামতে শুরু করেছে খাড়া শাফটের ভিতর দিয়ে।

হুশ্ করে নেমে এল ওরা পাঁচ ফুট নীচে। আবারও পাইপের দেয়ালে চার হাত-পায়ের চাপ তৈরি করল।

সরু, খাড়া পাইপে বিঈং-বিঈং আওয়াজ তুলে পিছলে যাচ্ছে বুলেট।

দু' সেকেণ্ড পর সমান্তরাল টানেলে পৌঁছে গেল নিশাত। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কিন্তু বেকায়দাভাবে পিছলে গেছে রানা। সাঁৎ করে পেরিয়ে

গেল ফোকর। অবশ্য শেষ মুহূর্তে দুই হাত তুলে খপ্ করে ধরে ফেলেছে টানেলের মুখ।

শত শত ফুট নীচে রানার জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু!

ওদিকে সমান্তরাল টানেলে ঘুরে বসেছে নিশাত, বুঝে ফেলেছে পিছনে স্যর আসছেন না।

খপ্ করে রানার দুই কবজি ধরল সে, পিছাতে শুরু করেছে। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে টানেলের ভিতর তুলে আনল রানাকে।

দু' সেকেণ্ড পর কী যেন নেমে গেল প্রধান শাফট ধরে।

খাড়া শাফটের ভিতর র‍্যাপলিং দড়ি ফেলেছে কেউ!

এবার নেমে আসবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

সমান্তরাল টানেলে উঠে দাঁড়াল রানা ও নিশাত, ঘুরেই দেখল দৌড় শুরু করেছে তিশা। ওর পিছনে বৈজ্ঞানিক।

রুপালি রঙের টানেল বড়জোর পাঁচ ফুট ব্যাসের। পিঠ-কুঁজো বুড়ির মত দৌড় শুরু করেছে নিশাত ও রানা।

সামনে বাঁক নিয়েছে টানেল।

পাখির মত উড়ে চলেছে তিশা, উপরে আলো দেখতে পেল, ছুটবার গতি আরও বাড়ল ওর। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে যেতে চাইল। তাল সামলে নিতে চাইছে দু'পাশের দেয়াল ধরে।

আরেকটু হলে ওর পিঠে হুমড়ি খেত বৈজ্ঞানিক। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিল সে।

সত্যি যদি ধাক্কা লাগত, অনেক নীচে গিয়ে ছিটকে পড়ত ওরা। এক শ' আশি ফুট নীচে মেঝে।

'এই মরণ টানেল বানিয়েছে কোন্ চুতিয়া...' বিড়বিড় করল বৈজ্ঞানিক।

'তোমরা আবার থামলে কেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল নিশাত। এইমাত্র পেরিয়ে এসেছে বাঁক। দুই সেকেণ্ড পর বলল

'আরিব্বাপরে...'

পিছনে থেমে গেছে রানা। একপাশ থেকে উঁকি দিল।

এই টানেল গিয়ে মিশেছে মেইন এলিভেটার শাফটে।

ওদের সামনে দুই শ' ফুট চওড়া ধূসর সিমেন্টের দানবীয় এক খাদ।

সরাসরি সামনে চাইতে দেখা গেল, ওদিকে স্টিলের বিশাল এক দরজা। কালো রঙে লেখা: ওয়ান। ওটা কোনও ধরনের হ্যাঙারের দরজা।

প্রায় দুই শ' ফুট নীচে চতুর্থতলায় থেমেছে চওড়া হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

'এখন যদি মেরিনদের ম্যাগহুক থাকত,' আফসোস করল নিশাত।

ম্যাগহুক একধরনের গ্র্যাপলিং হুক। সঙ্গে থাকে হাই-পাওয়ার্ড ম্যাগনেট। মেরিন রিকন ইউনিট এ জিনিস ব্যবহার করে কঠিন মিশনে।

'নাইটহক টু-তে কয়েকটা আছে,' বলল তিশা।

'তাতে কাজ হতো না,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'মাঝের দূরত্ব অনেক বেশি। ম্যাগহুকের দড়ি বড়জোর দেড় শ' ফুট যায়। আর এই খাদ কমপক্ষে দুই শ' ফুট।'

'ভেবেচিন্তে কিছু বের করতে হবে,' বলল তিশা। ঘুরে চাইল রানার দিকে।

পিছনে সরসর আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। নেমে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

কংক্রিটের প্রকাণ্ড খাদের দিকে চেয়ে আছে রানা। নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, ভাবছে। কালিঝুলি ও গ্রিজ লাগানো।

পাথুরে দেয়াল জুড়ে নালার মত কী যেন। গভীরতা বড়জোর ছয় ইঞ্চি, প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফট পুরো ঘুরে নেমেছে। ওদিকে

চেয়ে আছে রানা। এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম নামতে-উঠতে যাতে সমস্যা না হয়, কাজেই তার এবং কেবল গেছে এসব নালার ভিতর দিয়ে।

কিন্তু আপাতত এসব জেনে কোনও লাভ হবে না।

এখান থেকে সরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

ধুম! ধুম! ধুম! ধুম!

চরকির মত ঘুরে গেল রানা। ধাতব মেঝের উপর জোরালো আওয়াজ তুলছে ভারী বুট।

ক্রস-টানেলের মুখ থেকে ছুটে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

## দশ

এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা কুঁজো হয়ে তেড়ে যাচ্ছে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। দলে চারজন তারা, পরনে কালো কমব্যাট গিয়ার: হেলমেট, গ্যাস মাস্ক ও বডি আর্মার।

এ দলের জানা নেই কোন্ ক্রস-টানেলে ঢুকেছে শত্রু। প্রধান শাফট বেয়ে অন্য লেভেলের টানেল খুঁজতে গেছে ইউনিটের অন্যরা।

এই ক্রস-টানেলের বাঁক ঘুরল সামনের দুই কমাণ্ডো। ওখানেই থমকে গেল তারা।

একটু দূরে শেষ হয়েছে ভেন্ট। ওপাশে বিশাল এলিভেটারের শাফট। ফাঁকা পড়ে আছে টানেলের শেষ অংশ। কেউ নেই।

এখানে আসেনি শত্রুরা।

ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট কোথাও গেলে, অনেক আগেই কমপক্ষে তিনটি একসিট রুট খুঁজে বের করে সিক্রেট সার্ভিস। যাতে প্রয়োজনে সেসব রুট ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেয়া যায়।

তার পরও যে বিপদ হয় না, তা নয়। ইরাকের এক সাহসী সাংবাদিক জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দিকে।

অবশ্য, এসব ছোটখাটো সমস্যা।

কিন্তু বড় শহরের হোটেলে গেলে কমপক্ষে কয়েকটা দিক কাভার করতে হয়। যেমনঃ পিছন দরজা, কিচেন এণ্ট্র্যান্স, বা ছাতের দরজা।

সিক্রেট সার্ভিস আগেই এয়ার বেস যিরো নাইনে দুটো অ্যাডভান্স টিম পাঠিয়েছে। তাদের কাজ নির্দিষ্ট একসিট পাহারা দেয়া। প্রয়োজন পড়লে ওদিক দিয়ে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেবে।

তাদের আজকের একসিট রুট রয়েছে এই বেসের নীচতলায়। ওটা লেভেল সিক্স-এ। ওদিকে রয়েছে আট শ' গজ দৈর্ঘ্যের ইমার্জেন্সি একসিট ভেণ্ট। ওটা গিয়ে উঠেছে মরুভূমির ভিতর। পিছনে পড়ে থাকবে নিচু পাহাড় ও এয়ার বেস।

বেসের লেভেল সিক্স-এ ছিল প্রথম সিক্রেট সার্ভিস অ্যাডভান্স টিম।

ওদিকে ভেন্টের মুখে ছিল মরুভূমির ভিতর দ্বিতীয় দল।

এখন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে নীচে নামছে পাঁচজনের ডিটেইল। চারপাশ দিয়ে ছুটছে তপ্ত বুলেট। দৌড়ের ফাঁকে পাল্টা গুলি পাঠাচ্ছে সিক্রেট এজেন্টরা।

পিছনে তেড়ে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। পাইথন ইউনিটের নেতৃত্বে আছে জন স্কল্ট।

একটা ফায়ারডোরের সামনে পৌঁছে গেল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল।

দরজার উপর লেখা:

*লেভেল ৪: ল্যাবোরেটরি ফ্যাসিলিটি।*

দরজা পাশ কাটাল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। আবারও নামতে শুরু করেছে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে। পরের লেভেলে নেমে এল। পাশে আরেকটা দরজা।

উপরে বড় করে লেখা:

*লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল কনটেইনমেণ্ট এরিয়া*
*নো.এন্ট্রি*
*দিস ডোর ফর ইমার্জেন্সি ইউয ওনলি।*
***এণ্টার ভায়া এলিভেটার অ্যাট আদার এণ্ড অভ ফ্লোর***

এই দরজাও পাশ কাটিয়ে উড়ে নামছে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। বাছুরের মত করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে প্রেসিডেণ্টকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেয়ারওয়েলের নীচে পৌঁছে গেল তারা।

একটু দূরের দরজায় লেখা:

*লেভেল ছয়:*
*এক্স-রেল স্টেশন।*

এখন সবার আগে ছুটছে স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। দরজার সামনে পৌঁছে গেল সে, জোর টান দিয়ে খুলে ফেলল কবাট। ঠিক তখনই এল অজস্র গুলি!

ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ওয়েইনডেনবার্গের মুখ-বুক। স্টেয়ারওয়েলের ভিতর ছিটকে ফিরে এল লাশ হয়ে। তার পিছনের লোকটার কপাল বিস্ফোরিত হলো।

জেসিকা গোল্ডিং নামের এক তরুণী এজেন্ট ঝাঁপিয়ে সামনে বাড়ল, দড়াম করে বন্ধ করে দিল লোহার দরজা। তার আগে ভীতিকর দৃশ্য দেখেছে সে। এই কমপ্লেক্সের নীচতলায় সাবওয়ে স্টেশন। দরজার কাছেই অতি চওড়া রেললাইন। পাশে কোমর সমান প্ল্যাটফর্ম। ওখানে শুয়ে ফায়ার এস্কেপের দরজা লক্ষ্য করে পি-৯০ দিয়ে গুলি করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

তার চেয়েও বড় কথা, তাদের সামনে প্ল্যাটফর্মে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সিক্রেট সার্ভিসের নয়জন এজেন্ট। কোনও সুযোগ না দিয়েই খুন করা হয়েছে অ্যাডভান্স টিমের সবাইকে।

ফ্যাকাসে মুখে ঘুরে চাইল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং।

'জলদি!' হাঁফ ধরা স্বরে তাড়া দিল। 'আবারও উপরে উঠতে হবে!'

মেইন হ্যাঙারে কন্ট্রোল রুমে বলে উঠল এক রেডিয়োম্যান, '...প্রতিটি ইউনিট, সতর্ক থাকুন। শত্রুদের সঙ্গে লড়তে শুরু করেছে ক্রেস্ট ইউনিট। আবারও বলছি, ক্রেট ইউনিট লড়ছে শত্রুদের বিরুদ্ধে...'

শ্বাস আটকে ফেলেছে রানা। বিন্দুমাত্র নড়ছে না। মনে মনে নিজেকে বলে চলেছে: কোনও আওয়াজ যেন না হয়! খবরদার! কমাণ্ডোরা একবার কিনারায় এসে উঁকি দিলেই...

এলিভেটারের বিশাল খাদের ভিতর, ক্রস-টানেলের মুখ থেকে তিনফুট নীচে রানা, দুই হাতের আঙুলের জোরে কেবলের নালার কিনারা ধরে ঝুলছে।

মাত্র ক' সেকেণ্ড আগে নেমে এসেছে প্রায় টিকটিকির মত করে।

এখন ক্রস টানেলের বাঁকে থেমেছে চারজন সশস্ত্র কমাণ্ডো।

ঘাড় কাত করে চাইল রানা। ওর মত করেই কেবলের নালা ধরে ঝুলছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম ও মেরিন সোলজার বৈজ্ঞানিক।

উপর থেকে আওয়াজ পেল ওরা।

হেলমেট মাইকে বলে উঠল ন্যাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো, 'ওয়াং সিক্স, আমি ওয়াং টু, ওরা লেভেল ওয়ানের ক্রস-ভেন্টে নেই। আমরা ফিরছি।'

ভারী বুটের পদধ্বনি শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর বুটের কোনও আওয়াজ থাকল না।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা।

'এবার কী, স্যর?' জানতে চাইল বৈজ্ঞানিক।

'এবার ওদিকে,' স্টিলের প্রকাণ্ড হ্যাঙার ডোরের দিকে থুতনি তাক করল রানা। ওটা এলিভেটার শাফটের আরেক দিকে।

'তুমি তৈরি?' গুলির বিকট আওয়াজের উপর দিয়ে বলল খবির।

গায়ক মাইকেল জ্যাকসন মাথা দোলাল। 'রেডি!'

দশগজ দূরে সাদা বড়সড় ভলভো টোয়িং ভেহিকেলের দিকে চাইল খবির।

ওই মেশিনের পিছনে নাক গুঁজেছে নাইটহক টু। অতিরিক্ত বড় চাকাওয়ালা নিচু গাড়িটার কেবিনে বসতে পারে দু'জন। যানটা দেখতে ঠিক বিশাল এক তেলাপোকার মত। দুনিয়াজুড়ে এয়ারপোর্টের কর্মীরা ওটার নাম দিয়েছেঃ কক্‌রোচ।

নাইটহক টু বা তেলাপোকা তাক করা আছে হ্যাঙারের বন্ধ দরজার দিকে। একটু আগে ভয়ঙ্কর আওয়াজে নেমে এসেছে

প্রকাণ্ড টাইটেনিয়াম কবাট।

দুটো নিকেল-প্লেটেড বেরেটা উঠে এসেছে খবিরের হাতে। একটা নিজের, অন্যটা সংগ্রহ করেছে কাছে পড়ে থাকা এক মৃত মেরিনের কাছ থেকে। জ্যাকসনের উদ্দেশে চেঁচাল ও, 'তুমি স্টিয়ারিঙে থাকবে! অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঢুকব আমি!'

'জো হুকুম, হুজুর!'

'দৌড় দাও! এক্ষুণি!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, ছিটকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, উড়ে চলেছে তেলাপোকা লক্ষ্য করে।

ওদের পায়ের পিছনে মেঝেতে লাগছে একসারি বুলেট, খামচি দিয়ে তুলে নিতে চাইছে বুটের গোড়ালি।

প্রায় ডাইভ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল গায়ক, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

যাত্রী সিটের দিকে ছুট দিয়েছে খবির, কিন্তু সামনে থেকে একপশলা গুলি আসতেই বুঝে গেল, দরজা খুলে সিটে উঠতে পারবে না। আর কোনও উপায় না দেখে ডাইভ দিল নিচু গাড়ির সমতল ছাতে। ওর কণ্ঠ চিরে আওয়াজ বেরোল: 'জ্যাকসন! রওনা হও!'

ইগনিশনের চাবির কান মুচড়ে দিয়েছে বাজে গায়ক। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ছয় শ' হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন। গিয়ার ফেলেই অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল মেঝেতে।

কিঁচ্-কিঁচ্ আওয়াজ তুলে পিছলে গেল টৌয়িং ভেহিকেলের রাবারের চাকা, ছিটকে সামনে বাড়ল গাড়িটা। সোজা চলেছে আর্মার্ড দরজা লক্ষ্য করে। পিছনে টেনে নিল বিশাল সিএইচ৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন ট্র্যান্সপোর্ট নাইটহক টু কপ্টারটাকে।

মেইন হ্যাঙারে রয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের বিশজন কমাণ্ডো, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তারা, অস্ত্র হাতে তেড়ে আসছে

দ্রুতগামী তেলাপোকার দিকে। তাদের সুপারচার্জড্ বুলেট এসে লাগছে ভলভো গাড়ির পাশে।

বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল সার্জেন্ট বাটারফিল্ড, দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে গাড়ি। সোজা চলেছে কাঁচ ঢাকা দক্ষিণ দালান লক্ষ্য করে।

গাড়ির ছাতে এক হাঁটুর উপর ভর করে উঠে বসল সার্জেন্ট খবির। ছুটে আসা নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে গুলি শুরু করেছে দুই পিস্তল থেকে।

এক সেকেণ্ড পর বুঝল, পিস্তল দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। এয়ার ফোর্সের ঘাতক সংখ্যায় অনেক। ওর মনে হলো, গোলিয়াথ বা এক ব্যাটারি প্যাট্রিয়ট মিসাইলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে ডেভিডের মত গুলতি হাতে। ঝট্ করে তেলাপোকার কেবিনের পিছনে বসে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে অজস্র গুলি।

'শালার কপাল!' কেবিনের ভিতর জোরে বলে উঠেছে বাটারফিল্ড।

মুখ তুলে চাইল খবির।

তিরিশ গজ দূরে ওই যে একাকী কমাণ্ডো! ঠিক ওদিক দিয়ে ছুটবে গাড়ি! তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু লোকটা কাঁধে তুলে নিয়েছে প্রেডেটর অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার!

এক সেকেণ্ড পর ট্রিগার টিপে দিল লোকটা।

লঞ্চারের মুখ দিয়ে ভুস্ করে বেরুল ধোঁয়া, ব্যারেলের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ছোট সিলিণ্ডারের মত কী যেন। গতি অস্বাভাবিক। বাষ্পের মত ধোঁয়া পিছনে ফেলে রেখার মত আসছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল বাটারফিল্ডের হাতে, একমাত্র করণীয় যা ছিল তাই করল— বনবন করে বামে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল।

বাঁক নিতে শুরু করেছে বিশাল ভলভো টৌয়িং ভেহিকেল,

ডানদিকের চাকাগুলো মেঝে ছাড়ল। কয়েক মুহূর্ত মনে হলো গাড়ি সোজা গিয়ে পড়বে এলিভেটার শাফটের ভিতর।

এখনও বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। জোরালো কিঁচ-কিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকা। আবারও উত্তরদিকে ফিরছে গাড়ি। পাশে গভীর শাফট রেখে পেরিয়ে গেল। আরেকদিকে প্রেসিডেন্টের মেরিন ওয়ান।

কিন্তু নাইটহক টু-র কপাল অত ভাল নয়।

টোয়িং ভেহিকেলের পিছনে টলতে টলতে ছুটছিল ওটা। বাটারফিল্ড হঠাৎ মোড় নিতে শুরু করতেই সোজা কপ্টারের রিইনফোর্সর্ড কাঁচওয়ালা ককপিটে গিয়ে লাগল রকেট।

দৃশ্যটা হলো দেখবার মত।

মাত্র এক সেকেণ্ডে সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়নের সামনের অংশ বিস্ফোরিত হলো। পিছনের এলাকা ভরে উঠল অসংখ্য কাঁচের টুকরোয়। মুচড়ে গেল ধাতব দেহ। গোল ককপিটের ভিতর রইল বিশাল এক কালো গর্ত!

রকেটের আঘাতে ভেঙে পড়েছে কপ্টারের নাকের নীচে ল্যাণ্ডিং হুইল। নাক ঘষ্টে টোয়িং ভেহিকেলের পিছু পিছু আসছে বিধ্বস্ত কপ্টার। ওটার নাকের ঘষায় মেঝে থেকে উঠতে শুরু করেছে হলুদ-নীল-সবুজ-লাল ফুলকি।

'জ্যাকসন!' চেঁচিয়ে উঠল খবির। 'এলিভেটারের দিকে যাও! রেগুলার এলিভেটার!'

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে চলেছে দ্রুতগামী তেলাপোকা, পিষে গিয়ে মরবার আগেই ডাইভ দিয়ে সরে গেল সামনের কমাণ্ডোরা। মোড় নিতে গিয়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে গায়ক।

অবশ্য, ডানদিকে দেখতে পেয়েছে এলিভেটারের দরজা। দেরি না করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে বাটারফিল্ড। এবার সাড়া দিল তেলাপোকা, ডানদিকে বাঁক নিচ্ছে। এলিভেটার

শাফটের কিনারার কাছে গিয়েও ঘুরে গেল। এক সেকেণ্ডের জন্য খবির দেখল, ওদিকে বিশাল এক শূন্যতা।

অনেক নীচে কিছুই নেই!

তিন সেকেণ্ড পর পিছনে বিধ্বস্ত কপ্টার নিয়ে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল তেলাপোকা।

ওরা চলে এসেছে হ্যাঙারের উত্তরদিকের এলিভেটারের পাশে।

ভলভোর ছাত থেকে লাফ দিয়ে নামল খবির, লিফটের বাটন টিপে দিল। এক মুহূর্ত পর ওর পাশে হাজির হলো বাটারফিল্ড। আর ঠিক তখনই ওরা চোখের কোণে দেখল, ছেড়ে আসা ভলভোর ছাতে উঠে পড়েছে দুই লোক, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

চরকির মত ঘুরে গেল খবির, পিস্তল তুলেই চাপ দিতে শুরু করেছে ট্রিগারে।

'আরে বাবা দাঁড়াও-দাঁড়াও!' মাথার উপর পিস্তল তুলল দু'জনের একজন।

'গুলি কোরো না, সার্জেণ্ট,' শান্ত স্বরে বলল দ্বিতীয়জন। 'আমরা তোমাদের দলের লোক।'

ট্রিগারের উপর থেকে চাপ সরাল খবির।

ছাত থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল দুই মেরিন।

প্রথমজন সার্জেণ্ট রেড গ্র্যাণ্ট, ভয়ানক কুৎসিত এক লোক। মোটা জোড়া-ভুরু, খুদে দুই চোখ, সিঙাড়ার মত গোল নাক, বেশিরভাগ সময় এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাসি থাকে তার। নাটবল্টুর মত গাঁট্টাগোট্টা ও খাটো। কোনও মেয়ে ঘুরেও চায় না ওর দিকে, কিন্তু মেরিন দলে ঠাট্টা করে তার নাম রাখা হয়েছে: 'বিজয়ী প্রেমিক'। সংক্ষেপে 'প্রেমিক'।

মাইকেল জ্যাকসন ওরফে রিক বাটারফিল্ড এবং সে একই বয়সী। একইসঙ্গে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। দারুণ দোস্তি

দু'জনের।

প্রেমিকের ঠিক উল্টো দ্বিতীয় মেরিন। দীর্ঘ, সুদর্শন, নাম গ্রেগ ক্লেটন। পঁচিশ বছর বয়সী এক ক্যাপ্টেন। বুদ্ধিমান ও যুদ্ধে কৌশলী। নিয়মিত প্রোমোশন পাচ্ছে। তার চেয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন লেফটেন্যান্টকে টপকে ক্যাপ্টেন হয়েছে। আড়ালে তাকে ডাকা হয়ঃ 'রুপা অ্যাড'। দেখতে নায়কের মত বলে নয়, ইণ্ডিয়ান রুপা আণ্ডারওয়্যারের বিজ্ঞাপনের লোকটার সঙ্গে তার চেহারায় অনেক মিল।

'হায় যিশু, রিক,' বলল প্রেমিক। 'এমন ড্রাইভিং কোথা থেকে শিখলে?'

'আমার বাপের কাছ থেকে। তোমরা কোথা থেকে এলে?' জানতে চাইল জ্যাকসন।

'আবার কোথায়, হাঁদা! আমরা ছিলাম নাইটহক টু-র ভিতর! মিসাইল আসছে দেখেই ঝাঁপ দিয়েছি। তার আগে লুকোচুরি ভালই লাগছিল। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে ফেললে মিসাইলের মুখে। তখন...'

চমকে থেমে গেল সে। ওদের মাথার উপরের দেয়ালে লেগেছে অন্তত দশটা গুলি।

চওড়া হ্যাঙারের ভিতর তেড়ে আসছে কোবরা ইউনিটের দশজন কমাণ্ডো।

'এখানে আসার আগে নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা ছিল তোমার, সার্জেন্ট?' খবিরকে বলল ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

ঠিক তখনই নিঃশব্দে খুলে গেল লিফটের ধাতব দরজা। কপাল ভাল, ভিতরে শত্রুদের কেউ নেই।

'এটাতে করে নীচে নামব,' বলল খবির। 'এটাই ছিল প্ল্যান।'

'ভাল প্ল্যান,' সায় দিল ক্যাপ্টেন।

হুড়মুড় করে এলিভেটারের ভিতর উঠে পড়ল ওরা সবাই।

সরে গিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থামল খবির। টিপে দিল ডোর ক্লোজ বাটন।

দু'পাশের কবাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। কিন্তু হিস্ আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল একটা বুলেট, বিঁধল পিছন-দেয়ালে।

'জলদি করো তো, বাপু!' তাড়া দিল গায়ক।

ওদের মনে হলো অতি ধীরে বন্ধ হচ্ছে দরজা।

বাইরে তেলাপোকার ছাতে বুটের ধুপধাপ আওয়াজ। খটাং করে অ্যাসল্ট রাইফেলের বোল্ট টানা হলো। এবার...

এক সেকেণ্ড পর বুজে গেল দু'পাশের কবাট। ওপাশে এসে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট।

নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে এলিভেটার।

শুধু দশ আঙুলের জোরে অনেক বেশি সময় লাগছে ওদের। কেবলের অগভীর নালা ধরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরছে।

গভীর এলিভেটারের শাফট পাড়ি দিতে হবে।

দেয়ালে ওরা যেন টিকটিকি।

সমান্তরাল নালা ধরে একসময় পৌছে গেল ওদিকের চওড়া হ্যাঙার-ডোরের সামনে।

ডানহাতে ঝুলছে রানা, বামহাতে হ্যাঙার-ডোরের কন্ট্রোল প্যানেলের বাটন টিপল। গুড়গুড় আওয়াজ ছাড়ল স্টিলের প্রকাণ্ড দরজা। উপরের দিকে খুলছে কবাট।

সবার আগে সমান মেঝেতে উঠে এল রানা, ঝট করে বের করেছে পিস্তল। চারদিক দেখে নিল, আশপাশে শত্রু-সেনা নেই। ঘুরে দাঁড়াল, একে একে অন্যদেরকে উঠে আসতে সাহায্য করল।

প্রায় একইসময়ে ঘুরে চাইল ওরা গভীর গহ্বরের দিকে।

'ওরে বাপরে!' আস্তে করে শ্বাস ফেলল নিশাত।

অনেক নীচে শুধু অন্ধকার!

'কবর থেকে উঠে এলাম,' নিচু স্বরে বলল তিশা।
'এসো,' তাড়া দিল রানা। পিস্তলের বাঁট শক্ত করে ধরেছে।
সামনে বিশাল কোনও গুহা যেন, আসলে প্রকাণ্ড এক পাতাল এয়ারক্রাফট হ্যাঙার।

এয়ার বেস যিরো নাইনের মেইন হ্যাঙার। কন্ট্রোল রুমের ভিতর চলছে অসংখ্য সাদা-কালো মনিটর। প্রতিটি পর্দায় একটা করে দৃশ্য। সবই পাতাল কমপ্লেক্সের।

একটা মনিটরে দেখা গেল: সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠছে জেসিকা গোল্ডিং এবং প্রেসিডেন্ট।

দ্বিতীয় মনিটরে অন্য দৃশ্য: হোসেন আরাফাত খবির, রুপা অ্যাডের গ্রেগ ক্লেটন, প্রেমিক এবং গায়ক বাটারফিল্ড আছে রেগুলার এলিভেটারের ভিতর। সরিয়ে ফেলেছে ছাতের হ্যাচ, একে একে উঠে এল ছাতের উপর।

তৃতীয় মনিটরে: মাসুদ রানা এবং ওর সঙ্গের সবাই নেমেছে পাতাল হ্যাঙারের মেঝেতে।

'ঠিক আছে, ওয়াং ইউনিট, ওদেরকে দেখা গেছে। এরাই এক নম্বর হ্যাঙারের ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে নীচে নেমেছে। আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হলো তাদেরকে।'

'কোবরা ইউনিট, আপনাদের টার্গেট উঠে গেছে পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে। তাদেরকে আর দেখা যাচ্ছে না। আপনাদের নিজেদের শাফট ডোর ছাড়া অন্য এলিভেটার শাফট ডোর বন্ধ করে দিন। ...হ্যাঁ, ঠিক আছে। বন্ধ হয়ে গেছে সব। এবার ওদেরকে খতম করুন।'

'স্যর, র‍্যাটলস্নেক ইউনিট পুরো মেইন হ্যাঙার পরিষ্কার করেছে। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'ওদেরকে বলো ওয়াং ইউনিটকে সাহায্য করতে,' বলল

প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রুকস। মাসুদ রানা যে মনিটরে আছে, সেখানে স্থির হলো তার চোখ। 'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি। লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে ওয়াং ইউনিটের সঙ্গে যোগ দাও।'

'পাইথন ইউনিট, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে প্রেসিডেন্টের ডিটেইল। সরাসরি আপনাদের সামনে পড়বে।'

'ক্রেট ইউনিট, খোলা অবস্থায় পড়ে আছে লেভেল সিক্সের ফায়ার-ডোর। এবার সিঁড়িঘরে ঢুকতে পারেন। পিছন থেকে উঠে আসুন।'

# এগারো

এই পাতাল-গুহার মত হ্যাঙারকে শুধু প্রকাণ্ড বললে বোঝানো যাবে না কিছুই। উপরের হ্যাঙারের সমানই হবে। অথবা তার চেয়েও বড়।

এই পাতাল হ্যাঙারের ভিতর রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা এয়ারক্রাফট।

বিশাল ঘরে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটার পিঠে ফ্লাইং-সসারের মত রোটোডোম। একপাশে কয়েকটা ভয়ঙ্কর নীচ চেহারার বি-২ বম্বার বিমান। চকচক করছে কালো রেইডার-অ্যাবসর্বেন্ট রং। ওটা দেখলে দূর-ভবিষ্যতের কোনও উড়োজাহাজ মনে হয়। খোদাই করা কোঁচকানো ভুরুর মত ককপিট-জানালা যে-কাউকে ভয় লাগিয়ে দেবে।

স্টেলথ বম্বারের সামনে লকহিড এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড—

দুনিয়া-সেরা দ্রুতগামী এয়ারক্রাফট। দীর্ঘ ফিউজেলাজের শেষে টুইন থ্রাস্টার।

রানা এবং ওর দলের সবার মনে হচ্ছে, বিশাল এসব বিমানের সামনে ওরা একেকজন খুদে বামন।

'এবার কী করব আমরা, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, টুঁ শব্দ করল না রানা। অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চেয়ে আছে। উড়োজাহাজের নাক এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'আগে বুঝতে হবে, সত্যিই প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার আছে কি না।'

ফায়ার স্টেয়ারের ভিতর নানাদিকে ছুটছে তপ্ত বুলেট।

বাতাসে বারুদ পোড়া গন্ধ।

প্রেসিডেন্টের ডিটেইলের সদস্য-সংখ্যা আরও কমেছে। ভদ্রলোককে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে মাত্র তিনজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। এদের হাতে উদ্যত উযি, সিগ-সাওয়ার ও গোড়ালির হোলস্টার থেকে বের করা রিভলভার।

আপাতত টিম পেরন নামের এক যুবক এজেন্ট সবার আগে ছুটছে। উযি দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে উপরের সিঁড়ির দিকে। পাত্তা দিচ্ছে না কাঁধে লাগা গুলিটাকে।

টিম পেরনের পর স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং। ওর ধারণাঃ এ মুহূর্তে প্রোটোকল পানি দিয়ে গিলে খেলে কোনও লাভ হবে না, আসলে ডিটেইলের কমাণ্ড চলে এসেছে ওর হাতে। কাজেই প্রেসিডেন্টকে সবসময় নিজের পিছনে রাখছে।

জীবিত ডিটেইলের তৃতীয় এবং শেষ এজেন্টের নাম শ্যন ডাব্লিউ বেইন্স, পিছনদিক কাভার করছে সে। কয়েক গজ যেতে না যেতেই নীচের দিকে গুলি পাঠাচ্ছে।

জেসিকা গোল্ডিং প্রেসিডেন্টের ডিটেইলে সবচে' কমবয়সী। মাত্র ক'দিন আগে পঁচিশ হলো ওর। কিন্তু অন্য দুই এজেন্ট এরই ভিতর ভরসা করতে শুরু করেছে ওর উপর।

জেসিকা একইসঙ্গে ক্রিমিনোলজি এবং সাইকোলজির উপর ডিগ্রি নিয়েছে নামকরা এক ইউনির্ভার্সিটি থেকে। ১৩.৯ সেকেণ্ডে এক শ' মিটার পেরুতে পারে। তুলনাহীন ম্যার্কস্‌উওম্যান। ওর বাবা আমেরিকান-স্কটিশ গাড়ি ব্যবসায়ী, জাপানি মা সে দেশের নামকরা এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। একইসঙ্গে আট ভাষায় কথা বলতে পারে জেসিকা। ঘন করে জ্বাল দেয়া ঘি-র মত ত্বক, একটু বেশি দৃঢ় চোয়াল। কাঠ-বাদামের মত খয়েরি রঙের মণি। কোমর ছুঁই-ছুঁই করছে কুচকুচে কালো মসৃণ চুল। ওর হাসি দেখলে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারে না কেউ।

'পেরন, দেখতে পেলেন?' গোলাগুলির উপর দিয়ে জানতে চাইল জেসিকা।

একটু আগে ভয়ানক রক্তাক্ত দৃশ্য পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। ছয় তলায় নামতেই ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং অন্য এক এজেন্ট।

নাইন্থ্‌ স্কোয়াড্রনের মাঝে স্যাণ্ডউইচের পুর হয়েছে ওরা।

এখন নীচে এবং উপরে ভয়ানক নিষ্ঠুর একদল কমাণ্ডো। তারা লেভেল সিক্স থেকে উঠে আসছে। আবার লেভেল থ্রি-র কমন-রুম থেকে যারা ধাওয়া করেছিল, তারাও আসছে উপর থেকে নীচে।

এখন বাধ্য হয়ে ছুটছে জেসিকাদের ছোট্ট ডিটেইল। লেভেল সিক্স এবং লেভেল থ্রি-র মাঝের কোনও লেভেলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নীচ থেকে আসছে গুলি, আবার উপর থেকেও।

'হ্যাঁ! দেখতে পেয়েছি!' পাল্টা চেঁচাল পেরন। 'আসুন!'

পেরনের পাশে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছল জেসিকা। পিছনে রেখেছে প্রেসিডেন্টকে।

উপরের সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চারপাশের দেয়ালে এসে লাগছে বুলেট।

সবচে' কাছের দরজার দিকে চাইল জেসিকা।

উপরে বড় করে লেখা:

*লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল*
*কনটেইনমেন্ট এরিয়া*

*নো এন্ট্রি*
*দিস ডোর ফর ইমার্জেন্সি*
*ইউয ওনলি।*

***এন্টার ভায়া এলিভেটার***
***অ্যাট আদার এণ্ড অভ***
***ফ্লোর***

'এটা ইমার্জেন্সি,' বলল জেসিকা, সিগ-সাওয়ারের তিন গুলিতে উড়িয়ে দিল তালা। একলাথিতে খুলে ফেলল কবাট, পাশে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঢুকে পড়ল লেভেল পাঁচ-এ।

রেগুলার এলিভেটার।

শাফটের উপরের দিকে চাইল লেখক-টু খবির। পঞ্চাশ ফুট উপরে গ্রাউণ্ড-লেভেলে হ্যাঙার ডোর।

পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে উঠেছে ওরা কয়েকজন—হোসেন আরাফাত খবির, ক্যাপ্টেন গ্রেগ ক্রেটন, গায়ক জ্যাকসন

বাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। চারপাশে কংক্রিটের ধূসর দেয়াল। পনেরো ফুট পর পর ফ্লোরেসেন্ট বাতি জ্বলছে।

'এলিভেটার থেকে এখানে উঠে আসতে হলো কেন?' জানতে চাইল বাটারফিল্ড।

'ক্যামেরার কারণে,' বলল খবির। 'ওখানে থাকলে...'

'ভিতরে থাকলে যে-কোনও সময়ে খাঁচার ভিতর গুলি খেয়ে মরতে হবে,' বলল রুপা গেঞ্জির নায়ক ক্যাপ্টেন ক্রেটন। এবার গম্ভীর স্বরে বলল, 'শোনো, র‍্যাঙ্কিং অফিসার হিসাবে নিজ হাতে কমাণ্ড তুলে নিচ্ছি।'

'আপনার প্ল্যান কী, স্যর?' জানতে চাইল প্রেমিক।

'আমরা সরতে...' মাত্র বলতে শুরু করেছিল ক্রেটন, কিন্তু ঠিক তখনই দড়াম করে খুলে গেল উপরের এক দরজা, ওদিক থেকে তাক করা হলো পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। এক সেকেণ্ড পর কয়েকটা মাযল থেকে ছিটকে এল উজ্জ্বল হলদে আগুনের শিখা।

এলিভেটারের চারপাশে এসে লাগছে গুলি।

প্রায় উবু হয়ে চরকির মত ঘুরল খবির, এলিভেটারের পাশে শাফটের দেয়ালে এক সারিতে ভার্টিকাল কাউন্টারওয়েইট কেবল দেখেছে।

'কেবল্ ধর্!' চেইন অভ কমাণ্ড ভুলে গলা ফাটাল খবির। লাফ দিয়ে চলে গেল দেয়ালের পাশে, সরসর করে নামতে শুরু করেছে কেবল বেয়ে। 'সবাই, জলদি!'

লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে অ্যাওয়্যাক্স বিমানে উঠেছে রানা এবং ওর দলের সবাই। দেরি না করে চলে এসেছে সামনের কেবিনে।

'বৈজ্ঞানিক,' নিচু স্বরে ডাকল রানা।

গত কয়েকদিনে হোয়াইট হাউসে মেরিনদের সবার সঙ্গে

পরিচিত হয়েছে ও, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কে কী কাজে দক্ষ। বৈজ্ঞানিক ওরফে বার্নি বেনেট মেরিনের চাকরি নেয়ার আগে বাবার ইলেকট্রনিক্সের দোকানে কাজ করত। ওর শখ ছিল সমস্ত মেশিনপত্র খুলে ঘেঁটে দেখা।

'কাজে নেমে পড়েছি, স্যর,' ফিউজেলাজের সামনের দিকে চলেছে সে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে দিন,' বলল রানা।

সবার শেষে বিমানে উঠেছে নিশাত।

বৈজ্ঞানিকের পিছনে হাঁটছে রানা। সাধারণ কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের মতই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর অংশ। অবশ্য কোনও প্যাসেঞ্জার সিট নেই। সে জায়গায় আছে একের পর এক কন্সোল। একটা কন্সোলের সামনের সিটে বসে পড়ল বৈজ্ঞানিক, পাওয়ার বাটন টিপে দিতেই গুঞ্জন শুরু করল মেশিনারি।

পাশের সিটে বসল রানা।

বিমানের দরজা বন্ধ করে দু'পাশের ডোর উইণ্ডোর সামনে চলে গেছে নিশাত ও তিশা, উঁকি দিল বাইরে।

কন্সোলে বসে টাইপ করতে শুরু করেছে বৈজ্ঞানিক।

'আপা বলেছেন ওটা মাইক্রোওয়েভ সিগনাল,' বলল রানা। 'স্যাটালাইট বিম নামছে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো চিপে, আবারও ওখান থেকে উপরে ছুটছে সিগনাল।'

দ্রুত টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক। 'হতেই পারে। এই বেসের রেডিয়োস্ফেয়ার ভেদ করতে পারবে শুধু মাইক্রোওয়েভ। কিন্তু সেজন্য লাগবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি। ওটাকে আমরা বলতে পারি ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সি।'

'ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সি?'

টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক। 'এই গোপন বেসের উপরের রেডিয়োস্ফেয়ার মস্ত এক ছাতার মত, বিশাল গম্বুজ তৈরি করেছে

উপরে। ওটার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি ছিটকে দিচ্ছে অন্য সব সিগনালকে। আসলে এই ছাতা একটা মিশ্র এনার্জি। আর ওটাই এই বেসে আনঅথারাইয্ড্ সিগনালকে ভিতরে ঢুকতে, বা বেরুতে দিচ্ছে না।

'কিন্তু ভাল সব জ্যামিং সিস্টেমে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। ওটা ব্যবহার করবে অথোরাইয্ড্ ট্র্যান্সমিশন পাঠানো লোকটা। ...ওটাই ট্র্যাপডোর। রেডিয়োস্ফেয়ার ভেদ করে বেরুতে পারবে ওই ফ্রিকোয়েন্সি, আবার বাইরে থেকেও আসবে— জ্যামিং সিগনেচার কোনও সমস্যা করবে না। ব্যাপারটা মাইন ফিল্ডে গোপন পথের মত।'

'তার মানে ওই স্যাটালাইটের সিগনাল আসছে ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সিতে?' জানতে চাইল তিশা।

'আমার তাই মনে হয়,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'আমি এখন অ্যাওয়্যাক্সের রোটোডোম ব্যবহার করে বেসের ভিতরের মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজব। এই বিমানে দুনিয়ার সেরা ডিটেকশন সিস্টেম আছে। প্রায় সব ব্যাণ্ড ধরবে। বড়জোর এক মিনিট লাগবে... হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।'

খটাস্ করে এণ্টার টিপল সে।

মনিটরে নতুন স্ক্রিন ভেসে উঠল।

'এবার কী পেলাম?' স্ক্রিনে আঙুল তাক করল বৈজ্ঞানিক। 'এটা সাধারণ রিবাউণ্ডিং সিগনেচার। মনিটরের খাড়া স্পাইকগুলো সব ধনাত্মক। একেকটা দশ গিগাহার্টযের। আর মাটিতে আছেন প্রেসিডেণ্ট, তাঁর কাছ থেকে পাল্টা সিগনাল আসছে। এগুলো নীচের নেগেটিভ স্পাইক।'

প্রিণ্টআউট বের করেছে বৈজ্ঞানিক। কলম দিয়ে কাগজে কয়েকটি গোল দাগ দিল। কয়েকটা স্পাইককে ঘিরে দিয়েছে। 'সার্চ এবং রিটার্ন,' গম্ভীর স্বরে বলল। 'ইণ্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে

ফিরতি সিগনেচার দেখে মনে হচ্ছে, এটা ঘটছে পঁচিশ সেকেণ্ড পর পর। স্যর, মিথ্যা বলছে না এয়ার ফোর্সের জেনারেল। বেসের ভিতর ট্র্যান্সমিটার আছে, বহু দূরের কোনও স্যাটালাইটে মাইক্রোওয়েভ সিগনাল পাঠাচ্ছে।'

'শিয়োর তুমি? ওটা বিকন বা অন্য কিছু নয় তো?' জানতে চাইল রানা।

'অনিয়মিত, তাই বুঝতে পারছি বিকন নয়, স্যর,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'একইরকম সিকোয়েন্সে চলছে না। দেখুন, মধ্যম সাইজের স্পাইক। মাঝের সার্চ ও রিটার্ন স্পাইক এক রকম নয়।' কালির দুই বৃত্তের ভিতর মাঝারি স্পাইক দেখাল ও।

'এ থেকে কী বুঝব?' জানতে চাইল রানা।

'ওগুলো ইণ্টারফেয়ারেন্স সিগনেচার। এ থেকে বুঝবেন, স্যর, সিগনাল রিটার্ন দেয়া জিনিসটা নড়াচড়া করছে।'

'তা হলে সত্যিই প্রেসিডেণ্টের বুকে...' থেমে গেল নিশাত।

'তার চেয়েও খারাপ খবর আছে,' বামদিকের এস্কেপ ডোরের সামনে থেকে বলল তিশা। 'স্যর, একবার এদিকে আসুন।'

খুদে জানালার সামনে গিয়ে উঁকি দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নামছে ঠাণ্ডা স্রোত।

তারা কমপক্ষে বিশজন!

হ্যাঙারের বাইরে থেকে ছুটে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। মুখ ঢেকে রেখেছে ইআরজি-৬ মুখোশ দিয়ে। বিশাল বৃত্ত তৈরি করে ঘিরে ফেলছে লোকগুলো অ্যাওয়্যাক্স বিমানটাকে!

# বারো

নাকে এসে লাগল বোটকা পাঁশুটে দুর্গন্ধ।

এমন বদবু থাকে অপরিষ্কার চিড়িয়াখানায়। বদ্ধ জায়গায় ঘুরছে মল-মূত্র ও কাঠের গুঁড়োর বাজে ঘ্রাণ।

লেভেল পাঁচ-এ সবার আগে ঢুকেছে জেসিকা গোল্ডিং, পিছনে প্রেসিডেন্ট। তাঁর পিছনে দুই এজেন্ট, পিছনে বন্ধ করে দিল স্টেয়ারওয়েল দরজা।

প্রায়ান্ধকার এক বিশাল ঘরের ভিতর ঢুকেছে সবাই। তিন দিকে একের পর এক খাঁচা, আদিম আমলের মনে হলো। চারপাশে শিকের দেয়াল, মেঝে কংক্রিটের তৈরি। অবশ্য ঘরের চতুর্থ দিক আধুনিক মনে হলো। এসব খাঁচা পরিষ্কার, মেঝে মসৃণ সিমেন্টের, চারদেয়াল ফাইবারগ্লাসের। ভিতরে কুচকুচে কালো পানি। ভিতরে কী আছে বুঝতে পারল না জেসিকা। অবশ্য ছল-ছলাৎ আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে। নড়ছে কিছু।

হঠাৎ ঘোঁৎ আওয়াজ পেয়ে চরকির মত ঘুরল জেসিকা।

ডানদিকে আদিমকালের খাঁচার ভিতর কী যেন। ছোট্ট ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল জেসিকা। বিশাল আকৃতির কী যেন সরে গেল। কর্কশ রোম ওটার। কালো রঙের। খাঁচার পিছন থেকে খচস্-খচস্ আওয়াজ এল। কেউ ব্ল্যাকবোর্ডে নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে এমন আওয়াজ হয়। একবার শিউরে উঠল জেসিকা।

স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স খাঁচার সামনে চলে গেল, তার

হাতের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি গিয়ে পড়ল ভিতরে।

'সাবধান, বেইন্স, বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল জেসিকা।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে এজেন্ট।

রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ল বিশাল এক কালো মূর্তি। মাথাভরা ঝট পাকানো লোম। উন্মাদের মত ঘুরছে লালচে দুই চোখ। ঝিক করে উঠল ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ দাঁত। দানবটা ছুটে এল খাঁচার সামনে, বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত। আঁকড়ে ধরতে চাইল এজেন্ট বেইন্সকে।

চমকে গিয়ে কাত হয়ে শিকের দেয়ালের উপর পড়ল বেইন্স। দুই থাবায় ওকে ধরতে চাইল জানোয়ারটা, কিন্তু ঘন শিকের ভিতর দিয়ে বের করতে পারল না হাত।

অ্যাম্বুশ হয়নি, বড় করে শ্বাস ফেলে এবার জানোয়ারটাকে ভাল করে দেখল জেসিকা।

ওটা বিশাল। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে নয় ফুট। সারাশরীর জুড়ে ঘন কালো রোম। এই পাতাল কয়েদখানার ভিতর ওটাকে একেবারেই বেমানান লাগছে।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল জেসিকা।

এয়ার ফোর্স বেসের ভিতর রাখা হয়েছে ভালুক!

ভীষণ খেপা খেপেছে। রোম ঝট পাকানো, জায়গায় জায়গায় দড়ির মত ঝুলছে, ঘামের কারণে খয়েরি। দাঁত খিঁচিয়ে জেসিকাকে ভয় দেখাতে চাইল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থলচর মাংসাশী প্রাণী এই ভালুক, দেখে মনে হলো হরর সিনেমা থেকে উদয় হয়েছে।

উত্তর পাশের খাঁচায় আরও কয়েকটা। চারটে মাদী, সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

'যিশু...' বিড়বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এরা এখানে কী করছে?' ফিসফিস করে বলল টিম পেরন।

'যা খুশি করুক, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, এটাই মূল কথা,' বলল জেসিকা।

খপ্ করে প্রেসিডেন্টের ডানহাত ধরল ও, আরেকপ্রান্তে ভারী এক ধাতব দরজা, ওদিকে টানতে শুরু করেছে ভদ্রলোককে।

থমথম করছে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

বিশাল হ্যাঙারের মাঝে প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটাকে ঘিরে ফেলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

বিড়বিড় করল রানা, 'ওরা আমাদেরকে খুঁজে পেল কী করে?'

'এ ধরনের বেসের চারপাশে থাকে অসংখ্য ক্যামেরা,' কন্সোল থেকে মুখ তুলে বলল বৈজ্ঞানিক।

'তাই আসলে,' বলল রানা। ভাবতে শুরু করেছে, কী করবে।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'ক্যামেরা,' বলল রানা। 'সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা। বেসের ভিতর কোনও ঘরে বসে একের পর এক মনিটর দেখছে কয়েকজন অপারেটার। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে কোথায়...'

ধুপ!

বাইরে থেকে ভারী আওয়াজ এল।

এস্কেপ ডোরের জানালা দিয়ে বাইরে চাইল তিশা। 'হায় আল্লা! ডানার উপর উঠেছে!'

'তার মানে দরজা খুলতে চাইছে,' তিশাকে বলল রানা।

'একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে...' চুপ হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল সবাই।

এটা যেন কোনও খেলনা বিমান, আর উঠে আসছে পিলপিল করে একগাদা পিঁপড়ে।

বোয়িং ৭০৭-এর ডানার উপর এখন বেশ কয়েকজন।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং দাঁড়িয়েছে হ্যাঙারের মেঝেতে। খেয়াল করে দেখছে, তার লোক উঠেছে অ্যাওয়্যাক্সের ডানায়।

'অ্যাভেঞ্জার দুটো উঠে আসছে,' রিপোর্ট করল মাস্টার সার্জেন্ট।

চুপ করে থাকল কিম শাং, কোনও জবাব দিল না।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পিছনদিকের প্যাসেজওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে রানা। আগে নিশ্চিত হতে হবে বিমানের পিছন-দরজা লক করা।

এদিকে অস্ত্র হাতে দু'পাশের জানালায় দাঁড়িয়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

'এদিকে কেউ নেই!' বিমানের পিছন থেকে জানাল রানা। ওখানে রয়েছে দুটো ইমার্জেন্সি দরজা। 'তিশা!'

'বামদিকের ডানার উপর চারজন,' পাল্টা চেঁচাল তিশা।

'ডানদিকেও সমান!' জানাল বৈজ্ঞানিক।

'আপা!' গলা ছাড়ল রানা।

জবাব নেই নিশাতের তরফ থেকে।

গেল কোথায়?

'আপা!'

ফিরতি পথ ধরল রানা, মেইন কেবিন পেরিয়ে অবাক হলো।

সত্যিই কোথাও নেই নিশাত সুলতানা!

বিমানের সামনের দিকে একটা দরজা, ওদিকের ককপিটে

রয়েছে বেইল-আউট ডোর, সিলিং থেকে নীচে খোলে, বেরুতে পারে পাইলটদের ইজেকশন সিট— এসবই পাহারা দেয়ার কথা নিশাতের।

গেল কোথায় সে?

হন হন করে হাঁটছে রানা। তারই ফাঁকে একবার পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

বাম ডানার উপর সশস্ত্র কমাণ্ডো।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ওখানে কী করছে লোকগুলো?

ডানার ছোট দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

বিমানের ভিতর থেকে পিস্তলের গুলিতে এক এক করে লোকগুলোকে ফেলে দিতে পারবে ওরা।

কথাটা মাত্র ভেবেছে রানা, হঠাৎ দেখল বিমানের জানালার ওপাশে দুই অ্যাভেঞ্জার।

হ্যাঙারের পুব দিকের র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এসেছে মেঝেতে।

দ্য অ্যাভেঞ্জার আসলে এয়ার ডিফেন্স ভেহিকেল। এক ধরনের মডিফায়েড হামভি। চওড়া চেসিসের যান, পিঠে দুটো চারকোনা পড। প্রতিটির সঙ্গে চারটে করে সার্ফেস-টু-এয়ার স্টিংগার মিসাইল। শুধু তাই নয়, পডের নীচে একজোড়া পঞ্চাশ ক্যালিবারের মেশিনগান। অত্যন্ত শক্তিশালী, হাইলি মোবাইল এয়ারোপ্লেন কিলার।

'এখন জানি ওরা কী করবে,' মনে মনে বলল রানা।

স্টিংগার মিসাইল এসে পড়বে, আর সেই গোলমাল ও ধোঁয়ার ভিতর বিমানে এসে ঢুকবে কমাণ্ডোরা।

ভাল পরিকল্পনা, স্বীকার করে নিল রানা। এবার আর বাঁচবার কোনও উপায় রইল না ওদের।

হ্যাঙারের শুরু থেকেই দু'দিকে রওনা হয়েছে দুই হামভি।

একটা পৌঁছতে চাইছে অ্যাওয়্যাক্সের ডানদিকে, অন্যটা বামদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর খুদে জানালার কারণে ওগুলোকে আর দেখতে পেল না রানা।

এবার কী করবে, ভাবতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই চমকে উঠল।

'ভ্রুউউউম্‌ম্‌ম্‌!'

গর্জে উঠেছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ডানার ইঞ্জিনগুলো। বদ্ধ হ্যাঙারের ভিতর বিকট আওয়াজটা হলো কান ফাটানো।

ঝট্‌ করে ঘুরে চাইল রানা। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপা!'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দু'পাশে এসে থেমেছে দুই অ্যাভেঞ্জার। কিন্তু গড়াতে শুরু করেছে বিশাল ৭০৭ বোয়িঙের চাকা। হ্যাঙারের ভিতর তুমুল ঝড়, বিকট আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিনগুলো।

হঠাৎ বিমান নড়ে উঠতেই ডানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আট কমাণ্ডো।

অ্যাওয়্যাক্সের ককপিটের দিকে ছুট দিল রানা। ঝড়ের গতিতে দরজা পেরুতেই দেখল, ক্যাপ্টেনের সিটে নিশাত সুলতানা।

'স্যর, কী বুঝলেন?' ভয়ঙ্কর আওয়াজের উপর দিয়ে বলল নিশাত। 'একটু ঘুরে আসবেন আমার সঙ্গে?'

'আগে কখনও বিমান... আপা?' জানতে চাইল রানা।

'জেম্‌স্‌ বণ্ড সিনেমায় রজার মুরকে বিমান চালাতে দেখেছি। আর তা ছাড়া, বাবার ট্রাকের চেয়ে কতই বা কঠিন হবে, বলুন?'

ঠক-ঠকা-ঠক!

একপশলা গুলি লাগল ককপিটের উইণ্ডশিল্ডে। চুরচুর হয়ে গেল পুরু কাঁচ। সব ছিটকে পড়েছে রানা ও নিশাতের উপর। নীচ থেকে গুলি করছে বলে বুলেট এসে বিঁধছে সিলিঙে।

হুলুস্থূলের ভিতর রানা দেখল, বিমানের বামদিকে এসে স্কিড করে থেমেছে এক হামভি। ওটার একটা পড উপরের দিকে তাক

করছে মিসাইল। এবার ককপিটে এসে পড়বে মিসাইল!

চিৎকার করে বলল রানা, 'আপা! জলদি! বামে সরুন!'

'কী বললেন, স্যর?' বামে গেলে সোজা অ্যাভেঞ্জারের উপর চড়াও হবে বিমান।

'যা বলছি করুন!' ডানদিকে কো-পাইলটের সিটে এক লাফে উঠল রানা। পরক্ষণে প্যাডেল অপারেটেড স্টিয়ারিং কণ্ট্রোল ব্যবহার করল। প্রায় লাট্টুর মত বামে সরল বিমান। একইসময়ে সামনে ঠেলে দিল বিমানের থ্রাস্টার।

ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স।

দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে গতি, প্রকাণ্ড হ্যাঙারের ভিতর একটু কাত হয়ে বামে সরছে। সরাসরি চলেছে অ্যাভেঞ্জার লক্ষ্য করে।

ট্রাকের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলো বুঝে গেছে কী ঘটতে চলেছে।

বিমানের উপর মিসাইল লক করবার কথা ভুলে গেল, একেকজন একেক দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাক ছেড়ে। তার তিন সেকেণ্ড পর বোয়িঙের সামনের বিশাল চাকা উঠল অ্যাভেঞ্জারের উপর। জিপটা যেন মুড়ির টিন, মুড়মুড় করে ছোট হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। ওটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলেছে বিমান।

'বোঝ এবার!' হুঙ্কার ছাড়ল নিশাত।

তুবড়ে যাওয়া টিনের মগের মত কয়েকটা ডিগবাজি দিল বিধ্বস্ত জিপ, তারপর ওটাকে ডিঙিয়ে এগুতে লাগল বিমান।

'আরও একটা আছে!' বলল রানা। 'তিশা! অন্য অ্যাভেঞ্জারটা কোথায়!'

এখনও অ্যাওয়্যাক্সের মেইন কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক, পাহারা দিচ্ছে ডানার দুই দরজা। তিশার হাতে এমপি-১০, বৈজ্ঞানিকের হাতে বেরেটা।

'আমাদের বামে, পিছনে!' চিৎকার করে জানাল তিশা।

জানালা দিয়ে দেখল, হ্যাঙারের মেঝের বাইরে, উত্তর দেয়ালের কাছে ওই হামভি। এরই ভিতর মিসাইলের পড উঁচু করেছে, সম্পূর্ণ তৈরি। মাত্র এক সেকেণ্ড পর পড থেকে ছিটকে বেরুল ধোঁয়া।

'মিসাইল!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা। 'শক্ত করে কিছু ধরুন!'

একইসময়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড বিমান। মেঝে থেকে ছিটকে উঠল পিছনের চাকাগুলো।

ভুস্ করে মেইন কেবিনে ঢুকল কটুগন্ধী ধোঁয়া, সামনের দিকে ছুটে গেল। এক সেকেণ্ড পর ধুপ করে মেঝেতে নামল বিমানের পিছন অংশ। সাসপেনশনের উপর ভীষণ দুলতে শুরু করেছে।

'আমাদের বিমানের লেজে লেগেছে!' জানাল তিশা।

পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক খারাপ।

দ্বিতীয় হামভির মিসাইল ছারখার করে দিয়েছে ৭০৭ বিমানের টেইল সেকশন, ওখানে ধোঁয়ার ভিতর দেখা গেল মস্ত এক গর্ত।

হ্যাঙারের মেঝের উপর পড়ে আছে ভাঙা উঁচু লেজ, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিমান থেকে।

বিরাট এক চক্কর তৈরি করতে শুরু করেছে অ্যাওয়্যাক্স, দ্রুত গড়াচ্ছে বিশাল চাকা, ওদিকে বিমানের দিকে আসছে অসংখ্য গুলি।

যেন কমিকের বইয়ের দৃশ্য— সামান্য কাত হয়ে বাঁক নিচ্ছে বিমান। এতই দ্রুত, দেখলে মনে হয় বদ্ধ কোনও উন্মাদ ওটা চালাতে চাইছে।

এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে এসেছে অ্যাওয়্যাক্স, ওটার ডানদিকের ডানা দড়াম করে লাগল এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ডের পিছনে। হড়কে গেল কালো বিমান। যেখান থেকে রওনা হয়েছিল অ্যাওয়্যাক্স, আবারও নাক ঘুরিয়েছে সেদিকে। এখন পিছন দিক

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। কিন্তু গুলির তোড় কমল. তাদের। ডানার উপর টিকে আছে আট কম্যাণ্ডো। তাদেরকে এড়িয়ে গুলি করতে হবে।

মাঝের কেবিনের সিলিং ও দেয়ালে লাগছে অসংখ্য বুলেট। বাধ্য হয়ে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক। চারপাশ থেকে ভাঙা প্লাস্টিক ও প্লাস্টারের টুকরো ঝরঝর করে পড়ছে ওদের উপর।

'ধুশ্‌শালা!' বিরক্ত হয়ে আপত্তি তুলল বৈজ্ঞানিক। 'ইউএস্‌ আর্মির প্যারিস আইল্যাণ্ডে কোনও শালা আমাদেরকে এসব শেখায়নি!'

২

রেগুলার এলিভেটার শাফটে ভার্টিকাল কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে সড়সড় করে নামছে লেখক-টু খবির। ওর পর পর নেমে আসছে ক্যাপ্টেন ক্রেটন, সার্জেন্ট রাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যাণ্ট।

এলিভেটারের ছাতে গুলি শুরু হতেই খাড়া শাফট বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওরা, কিন্তু যতদ্রুত সম্ভব বেরুতে হবে এই ফাঁদ থেকে। এলিভেটারের ছাতে নামবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক, এদিকে নীচে চলে আসবে আরেকটা দল। মাঝখানে আটকা পড়লে মরতে হবে নির্ঘাত।

শাফটে ঢুকবার লিফটের একটা দরজার সামনে থামল খবির। বড় করে কালো রঙে কবাটে লেখা: লেভেল ওয়ান। ওদিকে গোলাগুলির হালকা আওয়াজ। ব্রাশ ফায়ার করছে কারা যেন। বিকট 'বুম!' আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হলো কিছু। ওদিকে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিঁচকিঁচ শব্দ তুলছে কোনও যানের দ্রুতগতির চাকা।

'এই দরজা দিয়ে ঢুকব না,' বলল ক্যাপ্টেন ক্রেটন। খবিরের

পাশের কেবল ধরে ঝুলছে। 'পরের দরজার দিকে নামো!'

চারকোনা কূপ বেয়ে নেমে যেতে লাগল ওরা চারজন।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে স্টিয়ারিং পেডাল পাম্প করতে শুরু করেছে রানা। 'আপা! মেইন কেবিনে ফিরে যান! লেজের দিকে খেয়াল রাখুন! কেউ যেন ঢুকতে না পারে! আমি একাই ড্রাইভ করতে পারব!'

'গায়ের জোরে আমার খেলনা কেড়ে নিল দুষ্টু ভাইয়াটা,' বিড়বিড় করল নিশাত। পাশ থেকে খপ করে তুলে নিয়েছে এম-১৬, দৌড় দিল মেইন কেবিনের দরজার দিকে।

নিশাত যেতে না যেতেই ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে উত্তর দেয়ালের কাছে দ্বিতীয় হামভি দেখল রানা। তীর গতি তুলে সামনে থেকে সরে গেল ওটা, তৈরি হয়ে গেছে মিসাইল ছুঁড়তে।

বিমানের ইন্টারকমে বলে উঠল রানা, 'বৈজ্ঞানিক!' স্পিকারের কারণে গমগম করে উঠল কণ্ঠ। 'এনগেজ করো ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজারগুলো!'

মেইন কেবিনে রানার কথা শুনতে পেয়ে মুখ তুলল বার্নি বেনেট। 'ঠিকই বলেছেন, স্যর! মনেই ছিল না!'

'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?' জানতে চাইল তিশা। একই সময়ে মেইন কেবিনে এসে ঢুকেছে নিশাত।

ওদিকে খেয়াল নেই বৈজ্ঞানিকের, লাফ দিয়ে গিয়ে পড়েছে এক কন্সোলের সামনে। সিটে বসেই কি বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে।

নিজের দরজার কাঁচ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল তিশা। হ্যাঙারের ওদিকটা বাইরের দিকে গেছে। এইমাত্র ওখানে পৌঁচেছে দ্বিতীয় হামভি, মিসাইল ছুঁড়তে পুরো তৈরি।

'আবার মিসাইল মারবে!' গলা উঁচু করল তিশা।

'বৈজ্ঞানিক...' স্পিকারে ভেসে এল রানার কণ্ঠ।

ঝড়ের গতিতে টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট। স্ক্রিনে ফুটে উঠল:

'এনগেজ এমএফ স্ক্র্যাম্বলার।'

'শক্ত করে কিছু ধরুন সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা।

হামভির দুই পড থেকে ছিটকে বেরুল মেঘের মত ধোঁয়া, আর ওই একইসময়ে এণ্টার কি টিপেছে বৈজ্ঞানিক।

হামভির পড থেকে ছিটকে বেরিয়েছে দুই মিসাইল, পিছনে ছাড়ছে ঘন ধূসর ধোঁয়া। সোজা অ্যাওয়্যাক্স বিমানের সামনের অংশ তাক করেছে।

যেন দুই যমজ ভাই, পাশাপাশি।

কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ করেই পাগল হয়ে উঠল দুই স্টিংগার।

এসব মিসাইল হিট-সিকার, কিন্তু অ্যাওয়্যাক্সের শক্তিশালী অ্যান্টি-মিসাইল কাউন্টারমেজার ঠিকই কাজ করছে। স্টিংগারের চিপগুলোর ইলেকট্রনিক্স ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হলো, পাগল হয়ে উঠেছে ইন্টারনাল লজিক সিস্টেম। আসলে প্রকাণ্ড রোটোডোমের কারণে বিমানের বাইরে চলছে অদৃশ্য ইলেকট্রনিক আওয়াজের বিপুল ঢেউ। যেন নাকে থাবড়া খেল দুই মিসাইল।

বোধহয় অপমানিত হয়েই, ব্রেনের একটা নার্ভ স্রেফ ছিঁড়ে গেল ওগুলোর।

ফর্মেশন ভেঙে গেল, আদেশ ভুলে ছুটল দু'দিকে। বাঁক নিয়ে ডানে রওনা হলো একটা, অন্যটা বামে। বিমানের পেটের নীচ দিয়ে গেল ডানদিকের মিসাইল, অন্যটা গেল মাথার অনেক উপর দিয়ে।

অ্যাওয়্যাক্সের ককপিট থেকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা। একটা মিসাইল বাঁক নিয়ে ফিরছে আশ্রয়দাতা হামভির দিকেই!

মাত্র এক সেকেণ্ড পর হামভির পিছন-দেয়ালে নাক গুঁজল

মিসাইল। ওখানে মেঝে থেকে দশ ফুট উপরে চারকোনা মত বড় কমপার্টমেন্ট। মিসাইল ডেটোনেট করতেই ভাঙা কংক্রিট ছিটকে গেল নানাদিকে। কমপার্টমেন্টের স্টিলের চওড়া দরজা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল, ভেঙে পড়েছে কবজা, তুবড়ে যাওয়া কবাট ছিটকে চলে গেল হ্যাঙারের মাঝে। মস্ত সব কংক্রিটের চাঁই নামল মিসাইলবাহী হামভির উপর।

কে জানে ওই কমপার্টমেন্টে কী ছিল, ভাবল রানা। ভিতরের যন্ত্রপাতি ছাতু হয়ে যাওয়ার কথা। আর ভাবতে গেল না ও। হ্যাঙারের ভিতর চক্কর কাটছে দ্বিতীয় মিসাইল!

ওটা চরকির মত ঘুরে এল অ্যাওয়্যাক্সের পিছন অংশের দিকে। নানাদিকে ছুটবার মতলব ওটার। দুই সেকেণ্ড পর মনস্থির করল, সোজা ফিরে চলেছে উত্তরদিকের হ্যাঙারের দেয়াল লক্ষ্য করে। ওখানে আছে রেগুলার এলিভেটার ডোর।

দেয়াল বিস্ফোরিত হলো মিসাইলের আঘাতে। মস্ত সব চাঁই নানাদিকে ছুটতে লাগল।

অবশ্য, কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে পড়তেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল রানা।

ওদিকের মস্ত গর্ত থেকে ছিটকে বেরিয়েছে মোটা ধারায় পানির ফোয়ারা। হ্যাঁ, পানির! ওই জলধারার প্রচণ্ড ধাক্কা খেলে বিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো দশ টনী ট্রাকও উল্টে পড়বে।

'ব্যাপারটা কী?' মনে মনে ভাবল রানা।

# তেরো

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে রেগুলার এলিভেটার শাফট।

একহাতে কেবল ধরে লেভেল থ্রি-র আউটার ডোরের বাইরে ঝুলছে হোসেন আরাফাত খবির। নেমে আসবার সময় দেখেছে, লেভেল টু-র দরজা বন্ধ। বাধ্য হয়ে আরেক তলা নেমেছে ওরা। ঝট্ করে মুখ তুলল খবির।

উপরে চাইতেই দেখল বিস্ময়কর দৃশ্য।

লেভেল ওয়ানে শাফটের উপর কংক্রিট দেয়াল— পুরো ষাট ফুট— বিস্ফোরিত হয়েছে বোমার মত। গভীর এই কূপে পড়তে শুরু করেছে কংক্রিটের ছোট-বড় চাঁই। এক সেকেণ্ড পর খবির দেখল, ওদিক দিয়ে নামতে শুরু করেছে বিপুল পরিমাণ পানি।

উপরের ভাঙা দেয়াল থেকে বলকে বেরুচ্ছে, জোরালো গর্জন ছাড়ছে সরু এলিভেটার শাফটে পড়তেই।

মুহূর্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ওরা। যেন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কোনও হোস পাইপ ওটা— ওরা খুদে সব পিঁপড়ে, আর ওদেরকে পানির ধাক্কা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কেউ কেবল থেকে!

প্রাণের ভয়ে কেবল ধরে ঝুলতে থাকল ওরা।

কিন্তু খবির বুঝল, বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড টিকবে ওরা, তারপর পানির ভারী ধারার কারণে নীচে গিয়ে পড়বে।

শত শত ফুট নীচে কংক্রিটের মেঝে!

'প্রতিটি ইউনিট, সতর্ক হোন। লেভেল ওয়ানের লং টার্ম ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে। আবার বলছি: লেভেল ওয়ানের পানির ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে।'

'রেগুলার এলিভেটারের শাফটে গিয়ে পড়ছে ট্যাঙ্কের পানি।'

'ইনিশিয়েট করো কাউন্টারমেজার,' শান্ত স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'সিল করে দাও শাফট। ওখানে জমতে থাকুক পানি।'

'ইয়েস, স্যর!'

সবার আগে হাত ফস্কে গেল প্রেমিক রেড গ্র্যান্টের।

রুদ্র জলধারার প্রচণ্ড তোড়ের মুখে কাউন্টারওয়েইট কেবল থেকে খসে পড়েছে তার দুই হাত। পরের সেকেণ্ডে খবিরকে পাশ কাটাল সে, সোজা নেমে যেতে লাগল বহু নীচের মেঝের দিকে।

বেচারা পড়ছে, কিন্তু খবিরের মনে হলো স্লো-মোশনের সিনেমা দেখছে ও। এইমাত্র সামনেই চোখ বিস্ফারিত করল যুবক, হাঁ হলো মুখ, কিন্তু চিৎকার দিতে পারল না— বানের তুমুল গর্জন চাপা দিল অন্য সব আওয়াজকে। প্রেমিক এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল নিকষ কালো গহ্বরের ভিতর।

'শালার কপাল!' আফসোস করল খবির। পরক্ষণে স্থির করে নিল কর্তব্য।

'সার্জেন্ট! না!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন ক্রেটন, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে।

কেবলের উপর হাতের বজ্র-আঁটুনি সরিয়ে নিয়েছে খবির, মুহূর্তে বুলেটের মত রওনা হয়ে গেছে প্রেমিকের পিছনে। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকার শাফটের ভিতর।

চারপাশে কুচকুচে কালো আঁধার, আর কিছুই নেই। হঠাৎ

করেই নিভে গেছে বেশিরভাগ বাতি। খবিরের মনে হলো দীর্ঘক্ষণ ধরে নীচে পড়ছে। মুখের পাশে সাঁই-সাঁই সরছে কাউন্টারওয়েইট কেবল। ফস্কা ভাবে ধরেছে কেবল, এতদ্রুত নামছে, সাদা গ্লাভসের ভিতর জ্বলতে শুরু করেছে দুই হাত। যেন আগুন ধরে গেছে কেবলে।

তারপর হঠাৎ করেই ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল ও। শীতল পানির গভীরে নেমে চলেছে, কয়েক সেকেণ্ড পর মেঝের কংক্রিট স্পর্শ করল দুই পা।

এমনই হবে, আশা করেছিল খবির।

বর্গাকারে দশফুট হবে এলিভেটার শাফট। একসিট ডোরগুলো সব বন্ধ, লেভেল ওয়ানের টাঙ্কির পানি এসে পড়ছে। বেরুবার উপায় নেই, জমছে চৌকো এই কূপের মেঝেতে। খুব দ্রুত গভীর হয়ে উঠছে পানির পুল।

সাঁতরে ভেসে উঠল খবির। পাশেই পেল প্রেমিককে। হাঁ করে খাবি খাচ্ছে, সে-সঙ্গে বেদম কাশি। মনে হলো না আহত।

'ঠিক আছ?' জানতে চাইল খবির।

'তাই তো মনে হয়!'

কিছুক্ষণ পর কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে নেমে এল ক্যাপ্টেন ক্লেটন ও সার্জেন্ট বাটারফিল্ড। বজ্রের মত আওয়াজ তুলে উপর থেকে পড়ছে পানি, নীচে পড়েই ছিটকে উপরে উঠছে আবারও।

'ঠিক আছে, রুপা অ্যাডের... ইয়ে... ক্যাপ্টেন,' থতমত খেল বাটারফিল্ড, দুই সেকেণ্ড পর বলল, 'এখন আমাদের নিরাপদ কূপ ভরে উঠছে, এবার কী করব?'

দ্বিধান্বিত মনে হলো ক্যাপ্টেনকে।

কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই খবিরের, হাত তুলে কয়েক ফুট উপরের আউটার ডোর দেখিয়ে দিল। 'কাজটা সোজা। আমরা

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব ডাঁকাতের মত।'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মেইন কেবিনের শেষপ্রান্তে এসে ডাক দিল বৈজ্ঞানিক, 'আপা! বলুন তো কীসে চড়ে কোথায় চলেছি আমরা?'

পারসোনেল এলিভেটারের ফাটল থেকে আসছে তীব্র জলধারা, গালিচার মত ছড়িয়ে পড়ছে হ্যাঙারের মেঝের উপর।

'আমাদের স্যারের সঙ্গে কোথাও গেলে বিপদ হবে না, এমন হতেই পারে না,' মৃদু হেসে বলল নিশাত।

নিজ ডোর-উইণ্ডো দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে তিশা। 'আরে, ডানার লোকগুলো গেল কোথায়?'

পাশের দুই জানালা দিয়ে উঁকি দিল নিশাত ও বৈজ্ঞানিক।

দুই ডানায় কেউ নেই।

কোথাও দেখা গেল না নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলোকে।

অবশ্য দশ সেকেণ্ড পর শোনা গেল ছাতের উপর বুটের পদধ্বনি।

হ্যাঙারের ভিতর আগের মতই ঘুরছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান। মেঝের উপর এক ইঞ্চি গভীর পানির স্রোত।

প্রায় এক চক্কর কেটে এসেছে বিমান, এখন নাক তাক করেছে হ্যাঙারের খালি এক অংশের দিকে। ওদিকে বিশাল চওড়া এক ফাটল, ওই পথে এয়ারক্রাফট এলিভেটারে ওঠে বিমান।

স্টিয়ারিং প্যাডেল পাম্প করতে শুরু করেছে রানা, নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে ক্ষ্যাপা বিমানটাকে। সরাসরি সামনে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট। এ মুহূর্তে ওদিক থেকে আসছে মিহি জলকণা। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তোড়ের মত বিকট আওয়াজ তুলে শাফটের ভিতর পড়ছে বিশাল ট্যাঙ্কের পানি।

এই মস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ভাল পথ হতে পারে ওই প্রকাণ্ড হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু শেষবার রানা যখন

দেখেছে, ওটা ছিল অনেক নীচে।

কীভাবে এই ফাঁদ থেকে বেরুবে, ভাবতে শুরু করেছে রানা। হঠাৎ ওর মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো সিলিং, চারপাশে ছিটকে গেল লাল-নীল-হলুদ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ।

ককপিটের ছাত ধসে যায়নি, অবশ্য খুলে গেছে ব্লাস্ট হ্যাচ। পাইলটের ইজেকশন সিট অ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে ওটা খুলে যায়।

হ্যাচ উড়ে যেতেই উপরের ওই গোল গর্ত থেকে এল অসংখ্য গুলি, ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে লাগল বিমানের ড্যাশবোর্ড, চুরচুর হচ্ছে গজ ও ডায়াল।

প্রথম দফা গুলি থামতে না থামতেই শুরু হলো দ্বিতীয় দফা, ছিন্নভিন্ন হলো বামদিকে পাইলটের সিট। একটু আগে ওখানে বসেছিল নিশাত সুলতানা।

এবার কী ঘটবে, বুঝে গেছে রানা। সিট থেকে ঝাঁপিয়ে নামল ও, শরীর গড়িয়ে দিয়েছে সামনের সংকীর্ণ মেঝেতে।

এক সেকেণ্ড পেরুল না, তার আগেই সিলিঙের গর্ত দিয়ে নেমে এল একজোড়া বুট। ধুপ করে নামল পাইলটের সিটে। লোকটার মুখের একপাশ দেখল রানা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

ঝট্ করে ঘুরল লোকটা, কাঁধে তুলে ফেলেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। ককপিটের পিছন দিক কাভার করেছে। কিন্তু ওখানে কেউ নেই। চরকির মত ঘুরল এবার, চোখ ফেলল নীচের মেঝের দিকে। পলকের জন্য বিস্ফারিত হলো চোখ, মেঝেতে পড়ে আছে অসহায় শিকার। ঠোঁটে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর হাসি।

এত তাড়াহুড়োর ভিতর পিস্তল বের করতে পারেনি রানা, কোনওভাবেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। মুখোশ পরা কমাণ্ডোর কালো গ্লাভসের আঙুল চাপ দিতে শুরু করেছে ট্রিগারে।

শেষ চেষ্টা হিসাবে ডান পা ছুঁড়ল রানা।

কমাণ্ডোর হাঁটুতে লাথি দেয়ার জন্য নয়, লোকটার ফ্লাইট সিটের নীচে রয়েছে ইজেকশন লিভার।

খটাস্ করে রানার পা লাগল লিভারের উপর।

ঝটকা দিয়ে উপরে উঠল ওটা।

জোরালো ধাতব আওয়াজ হলো, পরক্ষণে হুউউউস্ আওয়াজ তুলল পাইলটের ইজেকশন সিট— সোজা রকেটের মত উঠে গেল গর্তের দিকে। কোলে করে নিয়ে চলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোকে!

ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কিম শাং হতবাক হয়ে গেছে, এইমাত্র অবিশ্বাস্য গতিতে ককপিট থেকে ছিটকে বেরিয়েছে পাইলট ইজেকশন সিট নিয়ে তাদের এক কমাণ্ডো। চমকে গেছে ইউনিটের সবাই।

চেয়ার নিয়ে বুলেটের মত উপরে উঠেছে কমাণ্ডো, তারপর থ্যাচ্ করে বাড়ি খেয়েছে কংক্রিটের ছাতে। হ্যাঙ্গারের ভিতর বিমানের আওয়াজের উপর দিয়ে শোনা গেছে হাড় ভাঙবার অসুস্থকর কড়-কড়াৎ আওয়াজ।

মুহূর্তে মরেছে লোকটা, তিন শ' পাউণ্ড ওজনের ইজেকশন সিট কাঠির মত ভেঙে দিয়েছে মেরুদণ্ড। একপলক ছাতে সেঁটে ছিল লাশ, তারপর ধপাস্ করে মেঝেতে এসে পড়েছে।

এক সেকেণ্ড পর কোমর থেকে ঝট্‌কা দিয়ে বেরেটা পিস্তল বের করেছে রানা, উড়ে যাওয়া পাইলট সিটের সামনে ড্যাশবোর্ডে পিঠ দিয়ে বসেছে। ককপিটের ছাত লক্ষ্য করে গুলি শুরু করেছে। যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে ওই কমাণ্ডোর সঙ্গীরা।

তিন সেকেণ্ড পেরুবার আগেই ফুরিয়ে গেল ম্যাগাযিন, ধড়মড়

করে উঠে দাঁড়াল রানা, ঘুরে চাইল ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে। বেদম চমকে গেল, প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফট লক্ষ্য করে ছুটছে বিমান!

বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল ও। হাতে কয়েক সেকেণ্ড, তার আগেই সমাধান বের করতে হবে এই সমস্যার— শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুমগুম আওয়াজ তুলে বিশাল, গভীর গহ্বরের দিকে চলেছে বিমান!

অনেক নীচে অপেক্ষা করছে ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম!

বিমানের ছাতে ও হ্যাঙারের নানাদিকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক!

কেবিনের ভিতর নিশাত সুলতানা, তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

এই সমস্যার সমাধান কী?

সহজ কোনও পথ চাই, ভাবল রানা।

আগে বেরিয়ে যেতে হবে হ্যাঙার থেকে।

কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই!

ওরা আছে বিমানের ভিতর, এখন যদি নেমে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হবে!

কিন্তু ওরা যদি বিমান নিয়েই হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে?

হ্যাঁ, ওই পথে...

লাফ দিয়ে কো-পাইলটের সিটে বসল রানা, দেরি না করে দুই হাতে নিয়ন্ত্রণ নিল বিমানের। অসংখ্য গুলি লেগেছে, কিন্তু এখনও কাজ করছে কন্ট্রোলগুলো।

সামনের দিকে কালেকটিভ ঠেলে দিল রানা, গতি আরও বাড়তে শুরু করেছে ৭০৭ বোয়িং বিমানের। ইস্পাতের বিশাল দরজার দিকে এখনও নাক। কবাট খোলা, ওপাশে গভীর খাদ।

'লোকটা আসলে করছেটা কী...' বিড়বিড় করল ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কিম শাং।

দেখতে না দেখতে গতি বাড়ছে প্রকাণ্ড বিমানের। ইঞ্জিনের গুমগুম আওয়াজ তুলে হ্যাঙারের ভিতর সোজা চলেছে এলিভেটার শাফট লক্ষ্য করে।

হঠাৎ করেই হাড়ে হাড়ে টের পেল ছাতের কমাণ্ডোরা, গতি সত্যিই খুব বাড়ছে। মুখ তুলে সামনের দিকে চাইল তারা, মুহূর্তে বুঝে গেল বিমান কোথায় চলেছে। ভয়ে বিস্ফারিত হলো সবার চোখ।

'লোকটা নিশ্চয়ই পাগল না?' নিজেকে বলল কিম শাং। আস্তে করে শ্বাস ফেলল। কমাণ্ডোরা জান হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বিমান থেকে!

বিমান সোজা চলেছে খোলা গভীর গহ্বরের দিকে!

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে কো-পাইলটের চেয়ারে বসে সিটবেল্ট আটকে নিয়েছে মাসুদ রানা। দ্রুতহাতে ইন্টারকম চালু করেছে, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন বলছি। দেরি না করে কোনও চেয়ারে বসে সিটবেল্ট আটকে নিন! আমরা যে-কোনও মুহূর্তে টেকঅফ করব!'

কথা শুনে মেইন কেবিনের ভিতর চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সবাই। ককপিটের দরজা খোলা, ওরা দেখতে পেল বিমানের সামনে হাঁ করে এগিয়ে আসছে খোলা এলিভেটার শাফট!

'আমি যা ভাবছি, স্যর কি সেটাই...' নিশাতের দিকে চাইল তিশা।

'তাই তো মনে হয়!' শ্বাস আটকে ফেলল নিশাত।

পরক্ষণে কাছের সিটগুলোর দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা।

লেজহীন কনভার্টেড বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান বিকট

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে চলেছে পাতাল হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে। পিছনে ফেলছে ভেজা মেঝে। সামনে গভীর এলিভেটার শাফট।

কে ঠেকাবে রানাকে, সাত সেকেণ্ড পর ডোরওয়ে পেরুল ছুটন্ত বিমান, বেমক্কা ধাক্কা খাওয়া লোকের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাফটের ভিতর। এক পলকে উধাও হয়েছে হ্যাঙার থেকে ।

সাঁই-সাঁই করে এলিভেটার শাফট বেয়ে পড়ছে অ্যাওয়্যাক্স। নাক তাক করেছে নীচে— কেউ দেখলে ভাবত, জাপানিদের পাগলা কামিকাজি ফাইটার হয়ে উঠেছে বিমানটা, নামছে জাহাজের চোঙের ভিতর সুইসাইড মিশন নিয়ে!

সুপ্রশস্ত কংক্রিট শাফট ভরে উঠল ইঞ্জিনের জোরালো আওয়াজে। কয়েক সেকেণ্ড পেরুল, তারপর এক শ' আশি ফুট নীচে লেভেল চার-এ দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল অ্যাওয়্যাক্স।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই প্রথমে ভচকে গেল ওটার খাড়া নাক। নানাদিকে ছিটকে গেল অসংখ্য পার্টস্। একেকটা যেন হয়ে উঠেছে শ্র্যাপনেল। বিমানের দুই জেট ইঞ্জিন কিক খাওয়া ফুটবলের মত আকাশে উঠল, অনেক দূরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল।

কিন্তু মনে হলো নাকের উপর ভর করে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান্। তারপর অ্যালিউমিনিয়াম ও ইস্পাতের কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো। গুঙিয়ে উঠল বিমান, বিশাল ক্যালিফোর্নিয়ান রেডউডের মত ধুম্ আওয়াজ তুলে বাম ডানার উপর ভর করে পড়ল। খট্টাং আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল পলকা ডানা, পরক্ষণে প্ল্যাটফর্মের উপর বজ্রের জোরালো গুড়ুম আওয়াজ তুলে নামল বিধ্বস্ত বিমান।

বামদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে রয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

নিশাত, তিশা ও বৈজ্ঞানিক যেন কমিকের চরিত্র, সিটে ভালভাবেই স্ট্র্যাপ আটকানো। কিন্তু একপাশে কাত হয়ে ঝুলছে।

ওরা সিটবেল্ট খুলতে শুরু করেছে, এমন সময় ককপিট থেকে ব্যস্ত পায়ে মেইন কেবিনে এসে ঢুকল রানা।

'সবাই জলদি,' তাড়া দিল। নিশাতের বেল্ট খুলতে সাহায্য করছে। 'আমরা এখানে থাকতে পারব না। যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে ওরা।'

'আমরা কোনদিকে যাব, স্যর?' জানতে চাইল তিশা। এইমাত্র সিট থেকে ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

গম্ভীর মুখে বলল রানা, 'আগে প্রেসিডেন্টকে খুঁজতে হবে।'

## চোদ্দ

'যিশু! শালা পাগল নাকি! বিমান নিয়ে গিয়ে ফেলেছে ওই...'

'গুয়াং ও র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, ওদের ধাওয়া শুরু করুন!'

'প্রেসিডেন্ট আছে লেভেল পাঁচ-এ। কনফাইনমেন্ট এরিয়ার দিকে চলেছে। ক্রেট ইউনিট, ঢুকে পড়ুন জানোয়ারদের...'

'কপি করলাম, কোবরা ইউনিট। হ্যাঁ, শাফটের নীচে পানি জমছে। ভাল হয় যদি...'

'জর্জ বোলেণ্ডের ইউনিট কী করছে?' জানতে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'উনি আছেন পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে, স্যর। শাফটে এলিভেটার নামিয়ে নেবেন। নীচের ওই লোকগুলো চেপ্টে মরবে।

আর যদি পাশ দিয়ে উঠতে চায়, গুলি করে মারা হবে।'

রেগুলার এলিভেটার শাফট।

প্রতি মুহূর্তে পানির উচ্চতা বাড়ছে কূপের। সাঁতার কেটে ভাসছে হোসেন আরাফাত খবির, ক্যাপ্টেন ক্লেটন, বাজে গায়ক বাটারফিল্ড এবং প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট।

ওদের মাথার উপর নামছে ভারী তুমুল বর্ষণ। একেকজন যেন পড়েছে টাইফুনের ভিতর। পানি পড়বার গতি কমছে না। পানির সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে ওরা, একটু পর নাগালে আসবে আউটার ডোরের কবাট।

হঠাৎ পানি পড়বার জোর আওয়াজের উপর দিয়ে এল ধাতব ক্ল্যাং-ক্ল্যাং আওয়াজ। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শাফটের ভিতর। পরক্ষণে মেশিনের জোরালো গুঞ্জন শুরু হলো।

মুখ তুলে উপরে চাইল খবির।

হঠাৎ করেই তুমুল বৃষ্টি পড়া থেমে গেছে।

বা বলা উচিত এখন আর মাথায় পড়ছে না, শাফটের দেয়াল ও কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে স্রোতের মত নামছে।

'কী হলো?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল প্রেমিক।

এর এক সেকেণ্ড পর দেখতে পেল খবির।

ওই যে, গাঢ় অন্ধকারে সামান্য আলো। ওই আলো আসছে চারদেয়ালের ফাঁক চুয়ে। আর মাঝখানে বড় এক জায়গা জুড়ে নেমে আসছে বাক্সের মত কী যেন!

ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে ওই বাক্স!

'ওটা কী?' আনমনে বলল ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

'সর্বনাশ!' ফোঁস করে দম ফেলল খবির। 'এলিভেটার নামিয়ে আনছে শালারা আমাদেরকে পিষে দিতে!'

শাফট বেয়ে নামছে পারসোনেল এলিভেটার। ওটার ছাতের

উপর ঝমাঝম পড়ছে পানি। চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত নামছে।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক খারাপ খবর আছে খবিরের কাছে।

এলিভেটারের অনেক উপরে শাফটের মুখে, মেঝেতে শুয়ে পড়েছে দুই নাইন্থ স্কোয়াড্রন স্নাইপার, কাঁধে নাইট-স্কোপওয়ালা রাইফেল। মাযল তাক করেছে এলিভেটারের ছাত ও নীচের শাফট লক্ষ্য করে। এলিভেটার ও শাফটের মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে কেউ উঠে এলে তাকে গুলি করে ফেলে দেবে তারা।

'পরিস্থিতি ভাল নয়!' গম্ভীর স্বরে বলল খবির। 'মোটেই ভাল নয়!'

এলিভেটার নামলে পানির নীচে শ্বাস আটকে মরবে ওরা, নইলে পাশের ফাঁক দিয়ে ছাতে গিয়ে উঠলে গুলি খেয়ে...

কমাণ্ডোরা ওদের জন্য অপেক্ষা করবে রাইফেল কাঁধে।

আবারও চট্ করে উপরে চাইল খবির। দু'ফুট উপরে আউটার ডোরের দুই কবাট। আবছা আলোয় ওটার উপর কালো কালিতে লেখা: লেভেল পাঁচ।

এই লেভেলে কী আছে, ভাবতে চাইল খবির। এক সেকেণ্ড পর হাল ছেড়ে দিল। কে জানে কী আছে! আর জেনেই বা কী করবে? বেরুতে হলে ওই দরজা দিয়েই যেতে হবে! আর কোনও উপায় নেই!

সাঁতার বাদ দিয়ে কাউন্টারওয়েইট কেবল ধরল ও, বাঁদরের মত বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর পা রাখল দরজার বাইরের অংশে। এক ইঞ্চি বেড়ে আছে এদিকটা। ঝরঝর করে ওর মাথার উপর নামছে ভারী বৃষ্টি।

এই এলিভেটার শাফটের অন্য দরজাগুলোর মতই দুই কবাট শক্ত করে বন্ধ, এয়ার সিল করা।

খবিরের মাথা লক্ষ্য করে ধীরে নেমে আসছে এলিভেটার!

এদিকে পানি উঠে এসেছে লিফটের দরজার নীচের অংশে,

ছলাৎ করে লাগছে খবিরের বুটের সোলে। ক্রমেই বাড়ছে কূপের পানির গভীরতা।

খবিরের পাশে চলে এসেছে ক্যাপ্টেন ক্রেটন। অসহায় মনে হলো তাকে। 'সার্জেন্ট, এই দরজা খুলব কী করে?'

খবির ধারণা করছে, এদিকের দেয়ালে দরজার রিলিজ মেকানিযম থাকবে।

'কোথাও দেখছি না!' গলা উঁচু করল ও। 'বোধহয় দেয়ালের ওপাশে!'

অনেক নেমে এসেছে এলিভেটার, এখন মাত্র একতলা উপরে। গতি খুব ধীর, কিন্তু নামছে নিশ্চিত ভঙ্গিতে।

চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত ঝরছে পানি।

তখনই ওটা দেখতে পেল খবির— লিফটের দরজার ডান পাশের কংক্রিট থেকে বেরিয়েছে পুরু এক ইনসুলেটেড কেবল, নেমে গেছে নীচের পানির ভিতর।

'হ্যাঁ, ঠিক!' উৎসাহ নিয়ে বলল খবির।

ইমার্জেন্সি রিলিজ এই লেভেলে থাকবার কথাও নয়, থাকবে উপরে অথবা নীচে। নইলে কেন ঠিক জায়গায় খুলবে লিফটের দরজা?

এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করল না খবির, বড় করে দম নিয়েই ঝুপ করে নেমে পড়ল গভীর পুলের ভিতর। এক মুহূর্ত পর বুঝল, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

থমথম করছে চারপাশ।

নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে খবির, দশ আঙুলে হাতড়ে চলেছে দেয়ালে পুরু কালো কেবল। গেল কই?

নয় ফুট নেমে যাওয়ার পর দেয়ালের বুকে বাক্স পেল। ওটার ডালা খুলল খবির, ভিতরে ছয়টা লিভার। বাম থেকে এক এক করে গুনল ও, তারপর পঞ্চম লিভার ধরে টান দিল।

প্রায় একইসময়ে জোরালো হুউস্! আওয়াজ পেল।

উপরে রিলিজ খুলে গেছে কোনও প্রেশার ডোরের!

দ্রুত হাত-পা চালিয়ে ভেসে উঠল খবির, কানের কাছে শুনল, 'খবির! জলদি! জলদি!'

উন্মুক্ত দরজার কয়েক ফুট দূরে ও, সামনেই দেখল ওদিকের মেঝেতে ক্যাপ্টেন রুপা অ্যাড ও গায়ক বাটারফিল্ড। দরজার পাশে প্রায় ঝুলে আছে প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওকে সরিয়ে নেয়ার জন্য।

একবার উপরে চাইল খবির।

আর মাত্র তিন ফুট উপরে এলিভেটার!

ওটার গতি অনেক বেশি মনে হলো!

ঝট্ করে সামনে বাড়ল খবির, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

খপ্ করে ওর হাত ধরল প্রেমিক, এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল দরজার সামনে। পানি থেকে টেনে তুলতে শুরু করেছে। এবার গ্র্যান্টের কোমর জড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেন ক্রেটন। এদিকে বন্ধুর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে বাটারফিল্ড, গায়ের জোরে পিছিয়ে যেতে চাইছে ওরা দু'জন।

এলিভেটার নেমে এল, অবশ্য তার দু' সেকেণ্ড আগে দুই ফুটি ফাটল দিয়ে ছেঁচড়ে ভিতরে এল খবির। ওকে আছাড় খেতে হলো না, কিন্তু অন্য তিনজন হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে।

ওদিকে খোলা দরজার সামনে থামছে এলিভেটার!

প্রাণের ভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

বরফের মূর্তির মত জমে গেছে।

সবার আগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল খবির।

এলিভেটারের ছাতের চারপাশ থেকে নামছে পানি। ওই বাক্সের কারণে প্রায় বুজে গেছে শাফট, লেভেল পাঁচের মেঝে ভেসে যেতে শুরু করেছে।

এলিভেটার প্রায় থেমে গেছে, যে-কোনও সময়ে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা, গুলি শুরু করবে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে।

সাহসী মায়ের দুধ খাওয়া বাঙালি সৈনিক আমি, জানের ভয় কীসের, ভাবল মস্ত মনের খবির। অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করল ও শত্রুসেনা শেষ করতে।

পুরো থেমে গেল এলিভেটার, দু'দিকের মেঝে সমান হতেই খুলে গেছে দরজা।

এলিভেটারে কেউ নেই।

আপাতত কোনও বিপদ হলো না ওদের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর চোখ বোলাল খবির। মেঝের উপর বইতে শুরু করেছে পানির স্রোত।

সামনের এই ঘর কোনও অ্যান্টি-রুম।

কাঠের কয়েকটা ডেস্ক, লেক্সান গ্লাসের কেবিনেট ভরা শটগান ও রায়ট গিয়ার। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটা কয়েদ-ঘর।

ভুরু কুঁচকে গেল খবিরের।

বিদেশি সিনেমায় এমন ঘর দেখেছে।

সেগুলো ছিল জেলখানার রিসেপশন রুম।

'বেসের এদিকে কী?' আনমনে বলল ও।

# পনেরো

লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল কনটেইনমেণ্ট এরিয়া।

এই তলার একপাশে এসে থমকে গেছে স্পেশাল এজেন্ট

জেসিকা গোল্ডিং ও ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। চোখের সামনে দেখছেন সত্যিকারের নরক কেমন হয়।

জেসিকার মনে হয়েছিল জানোয়ারের ঘর নোংরা, খামোকা অন্ধকারে কষ্ট দেয়া হচ্ছে প্রাণীগুলোকে।

কিন্তু এদিকের অবস্থা আরও ঢের খারাপ।

জানোয়ারগুলোর খাঁচা পাশ কাটিয়ে পশ্চিমদিকে ভারী এক দরজা খুলে এখানে এসেছে ওরা। এই ঘর যেন ভুতুড়ে।

প্রায়ান্ধকার, চওড়া, নিচু সিলিঙের বিশাল ঘর। প্রতি তিনটে বালবের একটা মাত্র জ্বলছে। পুরো ঘরে মৃদু আলো। যেন লুকিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছে কিছু। কিন্তু আসলে আড়াল করা হয়নি কোনও কিছুকে।

ঘরের ভিতর একের পর এক খাঁচা।

জং-ধরা শিক, মেঝে শেওলা পড়া কংক্রিটের, আবছা আলোয় কারাগারটা আদিম আমলের মনে হলো। শিকের ওপাশ থেকে গোঙানির আওয়াজ। ফিসফিস করছে কারা যেন। কখনও কর্কশ স্বরে কিছু বলে উঠছে কেউ।

একবার শিউরে উঠল জেসিকা।

এগুলো আসলে জানোয়ারের খাঁচা নয়!

কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে, এসব খাঁচার ভিতর আটকে রাখা হয়েছে মানব-সন্তানকে!

দড়াম করে ভারী দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে তারা।

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সেলের পাশ দিয়ে ছুটছে জেসিকা এবং ওর দুই সঙ্গী।

'আরে জাদু! আয় একটু জড়িয়ে ধরি!' চেঁচিয়ে উঠল দাঁতহীন ফোকলা এক লোক। শিকের বাইরে বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত,

খপ্ করে ধরতে পারলে নিজের দিকে টেনে নেবে জেসিকাকে।

ছুটবার ফাঁকে সিগ-সাওয়ার পিস্তল দিয়ে লোকটার হাত সরিয়ে দিল জেসিকা, অন্যহাত পিছনে, টেনে নিয়ে চলেছে প্রেসিডেন্টকে।

'পেরন, পিছন দরজাটা বন্ধ করে আসুন!'

জানোয়ারের খাঁচা-ঘরের আগে দেয়ালে একসারি স্টিলের লকার, সামনের তিনটে দড়াম করে দরজার সামনে ফেলল টিম পেরন, তৈরি করছে ব্যারিকেড। কাজ শেষে পিছু নিল জেসিকার।

হৈ-হৈ করে উঠেছে সেলের লোকগুলো। একের পর এক চিৎকার আসছে খাঁচার ভিতর থেকে।

অন্য সব প্রাণীর মতই, ভয়ের ছোঁয়া লেগেছে অনুপ্রবেশ-কারীদের বুকে। আর ওই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এরা। জঘন্য সব গালির পর গালি দিয়ে চলেছে। অন্যরা পানির মগ দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলছে শিকের উপর। আ-আ-আ-আ-আহ্! কান ফাটানো চিৎকার করছে কয়েকজন।

যেন দুঃস্বপ্নের ভিতর ছুটছে জেসিকা। থমথম করছে মুখ। একটু ডানে সামান্য ঢালু এক র‍্যাম্প দেখতে পেল। ওটার সামনে শিকের তৈরি বড় দরজা। মনে হলো, ওই র‍্যাম্প বেয়ে উঠলে পরের লেভেলে ওঠা যাবে। ওদিকে রওনা হয়ে গেল জেসিকা।

'আরে, জানের জান! আমার ওপর উঠবি নাকি!'

চোখ বিস্ফারিত করে ওদিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। চারপাশ থেকে আসছে নোংরা গালাগালি। লোকগুলোর পরনে নীল ডেনিম ইউনিফর্ম। মুখ ভরা দাড়ি, হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ধরতে চাইছে প্রেসিডেন্টের কাঁধ।

'অ্যাই বুড়ো শালা! তোর নরম পাছায়...'

'আসুন, স্যর!' প্রেসিডেন্টের হাত ধরে টানতে শুরু করেছে

জেসিকা।

শিকের দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা।

সেল-ব্লকের ফটকের মতই, ভারী ও মজবুত তালা দরজায়। গুলি করে ভাঙা যাবে না ওটা।

'বেইন্স!' গলা উঁচু করল জেসিকা। 'লকপিক!'

স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স হাঁটু গেড়ে বসল দরজার সামনে, কোট থেকে বের করল হাই-টেক লকপিকিং ডিভাইস। ছোট নোটবইয়ের মত, লক পিকারের উপর অংশ সরিয়ে দিল সে।

চারপাশে চোখ বোলাল জেসিকা।

খাঁচার ভিতর নড়াচড়া করছে লোকগুলো, শিকের ওপার্শ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত। সেইসঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকারঃ 'আ-আ-আ-আ-আ!'

মনে হলো না কারাবন্দিরা প্রেসিডেন্টকে চিনতে পেরেছে।

বিকট চিৎকারে যেন ফুর্তি প্রকাশ পাচ্ছে। নতুন লোকগুলোর বুকে আতঙ্ক ধরিয়ে দিতে চাইছে তারা।

ঠিক তখনই পিছন থেকে জোরালো আওয়াজ এল।

পিস্তল হাতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা।

ওই লোক কোনও মেরিন সৈনিক, পুরোপুরি ভেজা ইউনিফর্ম, রেমিংটন পাম্প-অ্যাকশন শটগান বাগিয়ে তেড়ে আসছে।

প্রথম লোকটার পিছনে আরও তিন মেরিন। প্রত্যেকে ভেজা।

সামনে জেসিকা ও প্রেসিডেন্টকে দেখে কাঁধ থেকে শটগান নামিয়ে নিল প্রথম লোকটা।

'ঠিক আছে! আমরা আপনাদের দলের!' বলে উঠল খবির। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। অ্যান্টি রুমের কেবিনেট থেকে অস্ত্র নিয়ে এসেছে।

খবিরকে পাশ কাটাল ক্যাপ্টেন ক্রেটন, থমথমে স্বরে বলল, 'এখানে কী হচ্ছে?'

'আমাদের ছয়জন শেষ!' আড়ষ্ট স্বরে জানাল জেসিকা। 'আর এয়ার ফোর্সের কুকুরের দল পাশের ঘরে! যে-কোনও সময়ে এখানে ঢুকবে!'

ওর পিছনে দরজার তালায় লক পিকার ঢুকিয়ে দিয়েছে স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স, একটা সবুজ বাটন টিপে দিল।

জ্‌-জ্‌-জ্‌-জ্‌-জ্‌!

গুঞ্জন শুরু করেছে ডিভাইস। দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে এ ধরনের বিশ্রী আওয়াজ শোনা যায়।

এক সেকেণ্ড পর খট্‌ আওয়াজ তুলে খুলে গেল তালা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল বেইন্স।

'এবার কোথায় যেতে চান, এজেন্ট জেসিকা?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন ক্রেটন।

'এমন কোথাও, যেখানে কমাণ্ডোরা নেই,' বলল জেসিকা। 'আমাদের প্রথম কাজ র‍্যাম্প বেয়ে ওঠা। চলুন, রওনা হয়ে যাই।'

প্রথমে র‍্যাম্প বেয়ে উঠতে লাগল স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স ও পেরন। তাদের পর ক্যাপ্টেন ক্রেটন। এরপর প্রেসিডেন্ট ও জেসিকা। ওদের পর গায়ক বাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট।

জেসিকার পাশে চলে গেল খবির।

র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে পাশাপাশি, এমন সময় চিৎকার-হৈ-চৈয়ের ভিতর শুনতে পেল:

'আমি বন্দি নই! বিজ্ঞানী! চিনি এই ফ্যাসিলিটি! সাহায্য করতে পারব!'

একইসঙ্গে ঘুরে চাইল জেসিকা ও খবির।

কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল কার কণ্ঠ ওটা।

র‍্যাম্প থেকে তিন খাঁচা দূরে ডান দিকের সেল তার।

শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য বুনো লোকগুলোর মতই মনে হলো তাকে।

কিন্তু কাছ থেকে অনেক তফাৎ দেখা গেল। এর পরনে নীল ডেনিম ইনমেট ইউনিফর্ম নেই। শার্টের উপর সাদা ল্যাব কোট। গলা থেকে ঝুলছে ফস্কা টাই।

তাকে হিংস্র মনে হলো না। বরং উল্টো, শান্ত ভঙ্গি আছে চেহারায়। বেঁটে লোক, চোখে ভারী চশমা, পাতলা হয়ে এসেছে সোনালী চুলগুলো। প্রতিদিন আঁচড়ে নেয়া হয়।

ওই সেলের সামনে দাঁড়াল জেসিকা ও খবির।

'কে আপনি?' চারপাশের আওয়াজ ছাপিয়ে জানতে চাইল স্পেশাল এজেন্ট।

'আমার নাম জুলিয়ো কার্টিস,' জবাবে বলল লোকটা। 'আমি একজন ডক্টর, ইমিউনোলজিস্ট! আজ ভোর পর্যন্ত ওই ভ্যাকসিনের উপর কাজ করছিলাম! তারপর এয়ার ফোর্সের লোকগুলো এখানে এনে আমাকে ভরে দিল!'

'এই ফ্যাসিলিটির চারপাশ চেনেন?' পাল্টা চেঁচাল খবির।

পিছনে ফেলে আসা ভারী দরজার দিকে চট্ করে চাইল জেসিকা। ওখানে আছে মস্ত সব ভালুক। আরও খারাপ কেউ থাকতে পারে। হয়তো পৌঁছে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

'হ্যাঁ, চিনি সবই!' বলল ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস।

'আপনার কী মনে হয়?' জানতে চাইল খবির।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জেসিকা, তারপর র‍্যাম্পের দিকে ফিরে ডাক দিল: 'বেইন্স! ফিরে আসুন! আরেকটা দরজা খুলতে হবে!'

দু'মিনিট পর র‍্যাম্প বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। এখন ওদের সঙ্গে রয়েছে শান্তশিষ্ট চেহারার ডক্টর কার্টিস।

ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে সবাই। পরের তলায় উঠবার সময় কেউ দেখল না র‍্যাম্পের নীচে ছল-ছলাৎ আওয়াজ তুলছে বানের পানি।

বিশাল অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে আসবার পর রানা খেয়াল করেছে, এটা ফ্যাসিলিটির লেভেল ফোর। ঠিক একঘণ্টা আগে এখান থেকে রওনা হয়েছে প্রেসিডেন্টের অন্টোরাজ।

এখন প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর ছিটিয়ে পড়ে আছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের নানান যন্ত্রাংশ। বিমান পড়বার সময় একেক দিকে গেছে চাকাগুলো। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিমান। একেবারে বোঁচা হয়ে ভিতরে ঢুকেছে নাক। মাঝ থেকে দু' টুকরো হয়েছে বামদিকের ডানা। বিমান পড়বার সময় ওটা ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু অ্যাওয়্যাক্স বিমানের তিরিশ ফুট বৃত্তের ফ্লাইং সসার আকৃতির রোটোডোম ঠিক আছে। টোকাও পড়েনি ওটার উপর।

ভাঙা বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে রানা। ওর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ও মেরিনদের বৈজ্ঞানিক। জঞ্জাল থেকে সরে যাওয়ার পর দৌড় শুরু করেছে ওরা, চলেছে লেভেল চারের প্রকাণ্ড দরজা লক্ষ্য করে।

ওই বিশাল ফটকের বুকে ছোট এক ইস্পাতের দরজা। ওটা সহজেই খুলে গেল।

ওরা মাত্র ভিতরে ঢুকেছে, এমন সময় পিস্তল তুলেই গুলি করল রানা— একপাশের দেয়ালের সিকিউরিটি ক্যামেরার লেন্স বিস্ফোরিত হলো। ছ্যাৎ-ছ্যাৎ আওয়াজ তুলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বেরুল নষ্ট যন্ত্রটা থেকে।

'কোনও ক্যামেরা চাই না, এদিকে খেয়াল দেবে সবাই,' হাঁটতে শুরু করেছে রানা। 'ক্যামেরার কারণে আমাদের পিছু ছাড়ছে না কমাণ্ডোরা।'

সামান্য ঢালু এক করিডোর বেয়ে উঠতে শুরু করেছে ওরা। শেষমাথায় পোক্ত চেহারার স্টিলের বড় এক দরজা।

পৌঁছে গিয়ে ওটার হ্লাইহুইল ঘোরাতে শুরু করল নিশাত, পাঁচ সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

সবার আগে নিকেল প্লেটেড পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল রানা।

এদিকটা কোনও ল্যাবোরেটরি। দেয়ালের লম্বা তাকে সাজানো একের পর এক সুপার কমপিউটার, টিপটিপ করছে মনিটার। কি বোর্ড, ডেটা স্ক্রিন আর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের এক্সপেরিমেন্ট বক্স রয়েছে তাকের অবশিষ্ট জায়গায়।

কেউ নেই ল্যাবোরেটরির ভিতর।

থমথম করছে চারপাশ।

কিন্তু ঠিক তখনই, গুলির আওয়াজ হলো!

গুড়ুম!

আরেকটা গুলি চলল!

তিশা, কানা করে দিয়েছে দুটো সিকিউরিটি ক্যামেরাকে।

বিশাল ঘরের ভিতর চোখ বোলাল রানা।

ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে, তার ঠিক উল্টোদিকে একটা জানালা।

এগিয়ে গিয়ে কাঁচ ঢাকা অবযার্ভেশন উইণ্ডো দিয়ে উঁকি দিল রানা। ভিতরে মস্ত এক চারকোনা ঘর।

ওটার ছাত মূল ঘরের অনেক নীচে। দুই স্তরে ভাগ করা হয়েছে ওই অ্যাপার্টমেন্ট। নীচতলা ও ওপরতলা— ডুপ্লেক্স।

বাইরের এই প্রকাণ্ড ঘরের একপাশে কাঁচের চারকোনা ওই ঘর। ভিতরে কয়েকটা ক্যাটওয়াক দেখল রানা, উপরে উঠেছে ওগুলো।

ওর চোখ পড়ে আছে চারকোনা ঘরের ভিতর।

ওটা বড় কোনও লিভিং রুমের সমান। ভিতরে স্বাভাবিক সব

ফার্নিচার। একটা কাউচ, টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা বড়সড় টিভি— ওটার ভিতর জিওগ্রাফিক চ্যানেল চলছে। একপাশে ছোট খাট, চাদরের উপর ডরিমন কার্টুনের চরিত্রগুলোর প্রিন্ট।

কাঁচের তৈরি লিভিং রুমে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য খেলনা। মেঝেতে ম্যাচবক্স গাড়ি। একপাশে সুপারম্যানের ছোট পোশাক। কয়েকটা ছবির বই।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা।

সামনে ওটা বাচ্চা কোনও ছেলের ঘর!

ঠিক তখনই কাঁচের ঘরের বাসিন্দা বেরিয়ে এল একপাশের পর্দা ভেদ করে। ওদিকটা বোধহয় টয়লেট।

অবাক হয়ে গেছে রানা। আনমনে বলল, 'ওই ছেলে এখানে কী করছে?'

ল্যাবোরেটরির উঁচু উত্তরদিক থেকে চারকোনা ঘরের ভিতর নেমেছে এক সিঁড়ি। ওটার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। সিঁড়ি পেরিয়ে নামল ঘরের সামনে। পাশে নেমে এসেছে তিশা।

অবযার্ভেশন ল্যাবে রয়ে গেছে নিশাত ও বৈজ্ঞানিক।

কাঁচের ওপাশে চোখ বোলাল রানা ও তিশা।

ওদেরকে নেমে আসতে দেখেছে ছেলেটা। কাঁচের কাছে এসে থামল। ওদের মাঝে পুরু কাঁচের পাত। ঘাড় একটু কাত করল ছেলেটা, রিনরিনে কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই যে, স্যর!'

# ষোলো

'স্যর, লেভেল চারের ল্যাবোরেটরির ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। ওরা গুলি করে উড়িয়ে দিচ্ছে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা।'

'এটা বুঝতে ওদের এতক্ষণ লাগল, অবাক লাগছে,' বলল আর্লিং এফ ক্রুক্স্। 'আর প্রেসিডেন্ট কোথায়?'

'লেভেল পাঁচের কাছে। লেভেল চারের র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে।'

'আর আমাদের ছেলেরা?'

'পাইথন ইউনিট পজিশনে, লেভেল চারে ডিকমপ্রেশন এরিয়ায়। এদিকে লেভেল পাঁচে ক্রেট ইউনিট, অ্যানিমেল কনটেইনমেণ্ট এরিয়ায়।'

মৃদু হাসল আর্লিং এফ ক্রুক্স্।

আপাতত অপেক্ষা করছে ক্রেট ইউনিট। এর জোরালো যুক্তি আছে। তারা প্রেসিডেন্টকে কমপ্লেক্সের ভিতর তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। উল্টোদিকে অপেক্ষা করছে পাইথন ইউনিট।

'ক্রেটকে বলো দরজা পেরিয়ে র‍্যাম্পে উঠুক। প্রেসিডেন্টের পিছিয়ে আসা ঠেকিয়ে দিতে হবে।'

ছেলেটার বয়স বড়জোর পাঁচ বছর। মাথা-ভর্তি সোনালি চুল। প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে চোখ। পরনে ডিজনিল্যাণ্ডের টি-শার্ট ও নীল জিন্স। পায়ে দামি স্নিকার। আমেরিকার লাখ লাখ বাচ্চাদের মতই, গোলগাল মুখ।

অন্য বাচ্চার সঙ্গে তফাৎ, এই ছেলে আছে ইউএস এয়ার ফোর্সের টপ সিক্রেট প্রজেক্টের এক কাঁচের ঘরে।

'কী করো তুমি?' বাইরে থেকে জানতে চাইল রানা।

'আপনারা ভয় পেয়েছেন কেন?' হঠাৎ করেই জানতে চাইল ছেলেটা।

'ভয় পেয়েছি?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা।

'হ্যাঁ। খুব ভয় পেয়েছেন। বলবেন, কেন ভয় পেয়েছেন?'

'তুমি জানলে কী করে যে ভয় পেয়েছি?'

'আমি জানি,' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা।

এতই নিশ্চিতভাবে বলেছে, রানার মনে হলো সব জেনেশুনেই বলছে ছেলেটা।

'আপনার নাম কী, স্যর?' জানতে চাইল।

'মাসুদ রানা। বন্ধুরা রানা বলে ডাকে।'

'আমিও আপনাকে রানা বলে ডাকতে পারি?'

'পারো। ...তোমার নাম কী?'

'পল।'

'নামের আগে পরে কিছু নেই?'

'আগে-পরে অন্য নাম থাকে?' জানতে চাইল ছেলেটা।

একটু থমকে গেল রানা। দু' সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ, পল?'

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। 'আমি বোধহয় সবসময় এখানেই ছিলাম। আগে তো কোথাও ছিলাম না। ...একটা কথা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই শুনব, বলো।'

'আমাকে প্রতিদিন ঠিক সময়ে দারুণ সব খাবার দিয়ে যায় ওরা।'

'তাই?'

'হ্যাঁ-। গিরগিটিগুলোও ভাল খাবার পায়। কিন্তু ওরা পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে খুব অস্বস্তির ভেতর পড়ে। ...জানেন বিজ্ঞানীরা কী বলে?'

'না, জানি না তো?'

'ভূমিকম্প হওয়ার অনেক আগেই টের পায় গিরগিটিগুলো। এমন কী এনবিসি নিউজ চ্যানেল আগে থেকে সেসব বলতে পারে না।'

'তাই নাকি?' চট্ করে তিশাকে দেখে নিল রানা।

ঠিক তখনই শুরু হলো জোরালো মেকানিক্যাল আওয়াজ। পরক্ষণে দপ্ করে নিভে গেল সব বাতি।

লেভেল চারের র‍্যাম্প বেয়ে লেভেল পাঁচের দিকে উঠছেন প্রেসিডেন্ট। চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে অন্যরা। সবার পিছনে আসছে পণ্ডিত চেহারার বিজ্ঞানী।

র‍্যাম্পের উপর অংশে চারকোনা বড় একটা গ্রিল। নীচের দেয়ালে সুইচ, ওটা টিপে দিল জেসিকা। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করেছে গ্রিলের দরজা। ওদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

লেভেল চারের ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের একজন রেডিয়োতে ফিসফিস করল, 'ওরা র‍্যাম্প ডোর খুলছে!'

উপরের লেভেলে পাইথন ইউনিটের অন্য নয় কমাণ্ডো লুকিয়ে পড়েছে ফ্ল্যাটের পুবদিকে। প্রকাণ্ড ঘরের মাঝে উঠেছে র‍্যাম্প। ওটার উপর অস্ত্র তাক করেছে তারা। গ্যাস মাস্কের কারণে অর্ধেক মুখ ঢাকা, চোখে নাইট-ভিশন গগলস। কেউ দেখলে ভাবতে পারে, এরা একদল হিংস্র পোকা, নিরীহ পোকা শিকার করতে বেরিয়েছে।

খুব ধীরে উঠছে গ্রিলের দরজা। অন্ধকার ঘরের ভিতর এসে

পড়ল জোরালো বাতি। তারপর সরে গেল ফ্ল্যাশলাইট।

'ওরা সবাই উঠে আসুক, তার আগে কাভার থেকে বেরুবে না কেউ,' বলল মেজর জন স্কল্ট। 'একটাও যেন বাঁচতে না পারে।'

ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় প্রথমে মেঝেতে উঠল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট টিম পেরন ও শ্যন বেইন্স। দু'জনের হাতে উদ্যত উযি ও সিগ-সাওয়ার। এরপর উঠল ক্যাপ্টেন ক্রেটন এবং বাটারফিল্ড।

ওদের পর জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে মেঝেতে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, হাতে ছোট সিগ-সাওয়ার পি-২২৮। বেকায়দা ভাবে ধরেছেন। যে-কোনও সময়ে লাগতে পারে বলে ওটা প্রেসিডেন্টের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে জেসিকা।

এই দু'জনের পর উঠে এল বিজ্ঞানী, জুলিয়ো কার্টিস। শেষে লেখক-টু খবির ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। ওদের হাতে পাম্প-অ্যাকশন শটগান।

আবছা আলোয় উঠে অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে খবির। চারপাশে সব কালো আকৃতি। ডানে, বিশাল ঘরের দক্ষিণ দিকে দীর্ঘ একটা ছয়কোনা চেম্বার। উল্টো দিকে ম্লান আলো। অস্পষ্ট দেখা গেল কয়েকটা ক্যাটওয়াক, মেঝে থেকে শুরু করে বিশ ফুট উপরে উঠেছে, থেমেছে গিয়ে ছাতে। ওদিকে আরেকটা তলা।

খবির সরতেই নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। একটু দূরে মেঝের এক সুইচ টিপেছে ক্যাপ্টেন ক্রেটন।

অজান্তে ঢোক গিলল খবির। ওই দরজা খোলা থাকলেই বেশি খুশি হতো। লেভেল পাঁচের অ্যান্টিরুম থেকে ভারী পুলিশ ফ্ল্যাশলাইট এনেছে, শটগানের নীচে ওটা জ্বেলে নিল। চারপাশে আলো ফেলছে।

'আপনারা দু'জন,' ফিসফিস করে বেইন্স ও পেরনকে বলল

ক্যাপ্টেন ক্লেটন। ধরেই নিয়েছে দলের নেতৃত্ব তার হাতে। 'ওই দুই টেলিফোনের মত বুদের পিছন থেকে ঘুরে আসুন। কাজটা শেষে স্টেয়ারওয়েল দরজার সামনে থামবেন। গ্র্যান্ট, বাটারফিল্ড, খবির— তোমরা ডিকমপ্রেশন চেম্বারের চারপাশ ঘুরে এসো। কাজ শেষে ওদিকের দরজা সিকিউর করবে।' জেসিকার দিকে চাইল ক্লেটন। 'জেসিকা, আপনি বসের সঙ্গে থাকুন।'

টেস্ট চেম্বারের দিকে গেল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট পেরন ও বেইন্স। কিছুক্ষণ পর চলে গেল স্টেয়ারওয়েলের শেষে।

'এখানে কেউ নেই,' জানাল টিম পেরন।

ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ওদিকে খবির, গ্র্যান্ট ও বাটারফিল্ড। ওখানে সরু এক জায়গা আছে। কেউ নেই।

'এদিকেও কেউ নেই,' জানিয়ে দিল খবির। এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ছয়কোনা চেম্বারের ওদিক থেকে।

ইনডোর এনগেজমেন্টের স্ট্যাণ্ডার্ড ট্যাকটিক্স ব্যবহার করছে ক্যাপ্টেন ক্লেটন। এ লেভেলে আর কেউ নেই। প্রতিটি একসিট সিকিউর করা হয়েছে। কাজেই নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

কিন্তু মস্ত ভুল করেছে সে।

পিছিয়ে যাওয়ার পথ খোলা রাখেনি।

আর একইসময়ে এই ফ্লোরে উঠেছে মেজর জন স্কল্ট। এমনই হবে, জানত সে।

এদিকে তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের ডিকমপ্রেশন চেম্বারের কাছে চলে গেছে বাটারফিল্ড, গ্র্যান্ট ও খবির। চারপাশে আলো ফেলেছে ওরা। চেম্বারটা প্রকাণ্ড। শেষমাথায় ছোট কাঁচের পোর্টহোল। ভিতরে আলো ফেলে চমকে গেল খবির।

কাঁচের ওদিকে ওর দিকে চেয়ে আছে এক চায়নিজ চেহারা। খুশি মনে হাসছে সে। আঙুল তুলে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাতের দিক দেখিয়ে দিল।

উপরে চাইল খবির, ভীষণভাবে শিউরে উঠল। ডিকমপ্রেশন চেম্বারের উপর দাঁড়িয়েছে নাইট-ভিশন গগলস ও গ্যাসমাস্ক পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের এক কমাণ্ডো!

হোসেন আরাফাত খবির বাঁচল তার মূল কারণ ওর হাতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছে। ওটার আলো পড়তেই অন্ধ হয়ে গেছে কমাণ্ডো। তবে বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড পাবে খবির।

আলো থেকে ঝট্ করে সরে গেছে গগলস পরা কমাণ্ডো।

সুযোগটা নিল খবির, বুম্ করে উঠল ওর শটগান। চুরমার হয়ে গেল লোকটার গগলস, ধপাস করে নীচে এসে পড়ল লাশ।

সামান্য বিজয় পেয়েছে খবির, কিন্তু একইসময়ে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের উপর থেকে হামলা শুরু করেছে কালো পোশাক পরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। টেলিফোনের বুদের মত টেস্ট চেম্বারের ছাতেও তারা। একদম অসহায় অবস্থায় ঘরের মাঝে আটকা পড়েছে তাদের শত্রুপক্ষ।

স্টেয়ারওয়েল দরজার কাছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের তোড়ে পড়ল টিম পেরন ও শ্যন বেইন্স। যেখানে ছিল ওখানেই শেষ হয়ে গেল। মেঝের উপর পড়ে রইল রক্তাক্ত লাশ।

প্রেসিডেন্টকে ক্র্যাশ-ট্যাকল করল জেসিকা, ছিটকে নিয়ে গিয়ে ফেলল ডিকমপ্রেশন চেম্বারের পাশে।

ওদের মাথার উপর দিয়ে গেল একপশলা গুলি।

ক্যাপ্টেন ক্রেটন অতটা সৌভাগ্যবান নয়।

দু'দিকের ক্রস ফায়ারে উড়ে গেল তার মাথার খুলি। হঠাৎ করে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো লাশ, তারপর হাঁটু গেড়ে ধুপ করে পড়ল। চোখের হতবাক দৃষ্টি নিভে গেছে।

পাশেই দুই হাতে কান চেপে শুয়ে আছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। হিসহিস আওয়াজ তুলে চারপাশে ছুটছে বুলেট।

হ্যাঁচকা হাতে প্রেসিডেন্টকে দাঁড় করিয়ে দিল জেসিকা,

শত্রুদের দিকে গুলি করছে, অন্যহাতে টেনে নিয়ে চলল ভদ্রলোককে ওদিকের দেয়ালের দিকে। তারই ফাঁকে দেখল ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাতে এক কমাণ্ডো, অস্ত্র তাক করেছে প্রেসিডেন্টের মাথা লক্ষ্য করে!

ঝট্ করে পিস্তল ঘোরাল জেসিকা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওর!

বুম্ করে উঠল আরেকটা অস্ত্র!

বিস্ফোরিত হলো নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের লোকটার মাথা। পিছন দিকে ঝটকা খেল তার ঘাড়। ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাত থেকে ধুপ করে নীচে এসে পড়ল লাশ।

কে সাহায্য করছে?

ঘুরে চাইল জেসিকা।

কাউকে দেখা গেল না।

খবির, বাটারফিল্ড ও গ্র্যান্ট একইসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ল্যাব বেঞ্চের পিছনে। পাটাতনের উপর দিয়ে তোড়ের মত গেল অসংখ্য গুলি।

পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে ওরা। টেস্ট বুদের কাছে তিন এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো, প্রায় একইসময়ে মারা পড়ল খবির, বাটারফিল্ড ও গ্র্যান্টের গুলিতে।

অবশ্য, কয়েক মুহূর্ত পর বোঝা হয়ে গেল, শটগান বা পিস্তল দিয়ে নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের পি-৯০র বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ওরা।

ভারী বুলেটের আঘাতে নানাদিকে ছুটছে চারপাশের তাক ও বেঞ্চ। একটা বেঞ্চের নীচ থেকে গলা ফাটিয়ে বলল বাটারফিল্ড, 'ধুশ্‌শালা! আমরা এবার শেষ!'

'তাই তো মনে হয়!' সায় দিল খবির। ঝট্ করে উঠে বসল ও, পাম্প অ্যাকশন শটগান তুলেই গুলি করবে, এমন সময় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল।

আবছা আলোয় একপশলা গুলি খেয়ে পিছনে ছিটকে পড়ল তিনজন নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো!

থেমে গেছে তাদের অস্ত্র। ওদিকে কেউ নেই যে গুলি করবে।

'হচ্ছেটা কী?' আনমনে বলল খবির।

স্টেয়ারওয়েল ডোরের কাছে নিজ পজিশন থেকে সবই দেখেছে পাইথন ইউনিটের নেতা জন স্কল্ট।

'সাবধান!' মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই ফ্লোরে আমাদের বাইরে আরও কেউ আছে! ওই শুয়োরের বাচ্চারা এক এক করে আমাদেরকে খতম করছে!'

হঠাৎ স্কল্টের কাছেই মাথায় গুলি খেল এক কমাণ্ডো। উড়ে গেছে অর্ধেক কপাল। চারপাশে ছিটকে গেল রক্ত ও মগজ।

'হারামির বাচ্চারা!' বিড়বিড় করল স্কল্ট। ওর ধারণা ছিল এখানে বড়জোর দু'জন কমাণ্ডোকে হারাবে। কিন্তু এরইভিতর সাত-আটজন মরেছে। 'পাইথন ইউনিট! পিছাতে শুরু করো! স্টেয়ারওয়েলে ঢুকে পড়ো! ইমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশন! জলদি!'

ঝটকা দিয়ে স্টেয়ারওয়েলের দরজা খুলল সে, আর তখনই একপশলা গুলি এসে লাগল চারপাশের দেয়ালে। আরেকটু হলে জন স্কল্টের খুলি উড়ে যেত। ঝড়ের গতিতে তাকে পাশ কাটাল দলের অন্যরা। ঢুকে পড়েছে সবাই পুবদিকের স্টেয়ারওয়েলে। অবশ্য তার আগে, নিজেদের মৃত সঙ্গীদের মুখ-মাথা উড়িয়ে দিয়েছে গুলি করে। কেউ চিনবে না ওরা কারা ছিল। কয়েকটা গুলি করে পাশের এক মৃত কমাণ্ডোর মাথা উড়িয়ে দিল জন স্কল্ট, তারপর ঢুকে পড়ল স্টেয়ারওয়েলের ভিতর।

প্রায় নিঃশব্দে ছুটতে শুরু করেছে দলের সবাই।

থমথমে পরিবেশ নেমে এল চারপাশে।

বাটারফিল্ড ও গ্র্যাণ্টের পাশে উবু হয়ে বসেছে খবির। বাতাসে ভাসছে অসংখ্য বুলেটের কটু গন্ধ।

সামান্যতম আওয়াজ নেই কোথাও।

খবির ও অন্যদের পাঁচ ফুট দূরে আরেক বেঞ্চের নীচে জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। মেঝেতে ছিটিয়ে আছে ভাঙা প্লাস্টিকের জিনিসপত্র।

এখনও পিস্তল তুলে অপেক্ষা করছে জেসিকা।

কয়েক মুহূর্ত পর বেঞ্চে জোরালো ধুপ আওয়াজ তুলে নামল একজোড়া বুট।

ঝট্ করে মুখ তুলে চাইল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

একটু কুঁজো হয়ে ওদেরকে দেখছে মাসুদ রানা। দুই হাতে দুই নিকেল-প্লেটেড বেরেটা। খোশ মেজাজে জানতে চাইল, 'আপনারা এখানে কী করছেন?'

ওদের কারও জানবার কথা নয়, আমেরিকার প্রতিটি বার, অফিস ও বাড়িতে সবার চোখ আঠার মত সেঁটে আছে টিভিতে।

ছোট ওই ফুটেজ বারবার দেখিয়ে চলেছে সিএনএন এবং অন্য স্যাটালাইট নিউজ চ্যানেলগুলো।

প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে কয়েক মিনিট বক্তব্য দিয়েছে ওই লোক।

প্রতিটি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদেরকে ডেকে নিয়েছে। যার যার মতামত জানাচ্ছে তারা।

সরকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা মাঠে নেমে পড়েছে। অবশ্য এখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারেনি।

সরকারের মাত্র কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানেন ওই ফুটেজ তোলা হয়েছে কোন্ এলাকা থেকে।

কিছুক্ষণ পর সকাল আটটা বাজবে। অধৈর্য হয়ে পরের বার্তা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা।

# সতেরো

তেসরা জুলাই।

সকাল আটটা।

অন্য দেশের স্পেস কেপেবিলিটি নিয়ে কাজ করে ডিফেন্স ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সির স্পেস ডিভিশন।

অফিসটা পেণ্টাগনে, মাটির নীচে সর্বশেষ তলার উপরের তিনটে ফ্লোর নিয়ে। পেণ্টাগনের বিখ্যাত সিচুয়েশন রুমের ঠিক নীচেই।

'স্পেস ডিভিশন' শুনলে মনে হতে পারে দারুণ উত্তেজনাময় কিছু ঘটে চলেছে ওখানে, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে— খুব ঢিমা তালে কাজ চলে। সংক্ষেপে বললেঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে শাস্তি হিসাবে স্পেস ডিভিশনে বদলি করা হয়। আসলে এখানে তেমন কিছুই ঘটে না।

পুব উপকূলে এখন সকাল দশটা।

অফিসে বসে কাজ করছে কেভিন কনলন। দুনিয়া নিজ নিয়মে চলছে, সেদিকে ওর হুঁশ নেই। মন ঢেলে দিয়েছে কমপিউটার কি বোর্ডের উপর।

গত কয়েক মাসে ডিআইএ ফোনের যত টেপ পেয়েছে, সেগুলো ডিসাইফার করতে চাইছে ও।

এসব ফোনালাপের লোকগুলো সফিসটিকেটেড এনকোডার ব্যবহার করেছে, বুঝবার উপায় নেই কী বার্তা চালাচালি হয়েছে।

এখন ওই কোড ভেদ করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে কেভিন কনলনের উপর।

সময় কীভাবে বদলে যায়, আনমনে ভাবল কনলন। ও ছিল ক্রিইপ্‌টানালিস্ট ও কোড ব্রেকার, আর চলতে চলতে এখন কোথায় চলে এসেছে!

কেভিন কনলন মাঝারি উচ্চতার যুবক, রোগা-পাতলা, মাথার চুলগুলো হালকা, চোখে ওয়ায়ার-ফ্রেমের চশমা। ওকে মোটেও জিনিয়াস মনে হয় না। টি-শার্ট, জিন্স ও স্নিকারে ওকে কোনও ইউনিভার্সিটির পাগলাটে ছাত্র লাগে। কিন্তু আদতে কেভিন কনলন সরকারী অ্যানালিস্ট।

থিয়োরেটিক্যাল ননলিনিয়ার কমপিউটিঙের দুর্দান্ত উজ্জ্বল আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট থিসিস দেখে ওকে প্রথমে চেনেন ডিফেন্স ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের কর্মাকর্তারা। তাঁদের হাত ধরে ডিআইএ-র কাজে যোগ দেয় কনলন। ডিআইএ সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছে নাসার সঙ্গে। আর নাসা দেশের সবচেয়ে বড় সিগনাল সংগ্রহকারী এবং কোড ব্রেকার। কিন্তু তাই বলে বসে নেই ডিআইএ, তাদেরও রয়েছে নিজস্ব কোড ব্রেকার। দেশের উপর চোখ রাখছে তারা। আর তাদেরই একজন কেভিন কনলন।

ডিআইএ-র কাজে যোগ দিয়েই ক্রিইপ্‌টানালিসিস বিষয়ে মন দিয়েছে সে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে, এটা যেন দুই লোকের মগজের লড়াই। একজন কিছু লুকাতে চাইছে, অন্যজন শুরু করেছে তার ধাঁধার ওপর গোয়েন্দাগিরি।

ওর এক কথা: অভেদ্য কোনও কোড থাকতেই পারে না।

চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছু দিনের ভিতরেই কর্মকর্তাদের চোখ পড়ল ওর উপর— তাঁরা বুঝলেন, এই ছেলে সত্যিই দুর্দান্ত ব্রিলিয়াণ্ট।

এরপর এগারো সালে ইউএস কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে বসল

বুশ লিফটারম্যান নামের এক লোক। তার ছিল আনব্রেকেবল এনক্রিপ্শন সফটওয়্যার। সে-বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিএল নামের প্রোগ্রাম ইন্টারনেটে পোস্ট করল সে। স্রেফ পাগল হয়ে গেল সরকার। তাদের খেপে যাওয়ার মূল কারণ: তারা কিছুতেই কোড ভাঙতে পারছিল না।

বিএল ক্রিইপটোগ্রাফিক সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় 'পাবলিক কি সিস্টেম'। ওটার কারণে কোডের সবচেয়ে বড় জরুরি 'কি' ছিল গুণাত্মক বিশাল প্রাইম সংখ্যা। তা এতই বড় যে, সংখ্যায় ছিল দুই শ' সাতান্ন ডিজিট।

সে সময়ে এত বড় সংখ্যা ভেদ করা ছিল অসম্ভব।

হিসাব কষে দেখা গেল, গোটা জগৎ তেরোবার তৈরি হওয়ার পরেও সব সুপার কমপিউটার খুঁজে বের করতে পারবে না সামান্যতম বার্তা।

এতে চিন্তিত হয়ে পড়ল আমেরিকান সরকার।

তার উপর জানা গেল, বিশেষ কিছু টেরোরিস্ট গ্রুপ এবং অন্যান্য দেশ বিএল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে গোপনে বার্তা আদান-প্রদান শুরু করেছে।

এগারো সালের শেষে বিচার শুরু হলো বুশ লিফটারম্যানের। কোর্ট থেকে বলা হলো: ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র দেশের ভিতর আমদানী করেছে এই চরম দেশদ্রোহী।

লোকটা পরের একবছর লুকিয়ে থাকল কোথায় যেন।

তারপর তেরো সালে হঠাৎ করেই ওই মামলা তুলে নিলেন ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল।

জাতীয় প্রতিটি খবরের-কাগজে লেখা হলো: ওই ঘোড়া পালিয়েছে, এখন আর ওটার পিছনে ছুটে লাভ হবে না।

অ্যাটর্নি জেনারেল প্রকাশ করলেন না, সেই ভোরে ডিআইএ-র ডিরেক্টার যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন: ওই কোড

ব্রেক করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষ জানল না, আবার শত্রুদের কোড ভেদ করতে শুরু করেছে আমেরিকান সরকার।

সরকারের খুব কম মানুষ জানে, পঁচিশ বছর বয়সী কেভিন কনলন নামের এক ডিআইএ-র ম্যাথম্যাটিশিয়ান ওই কোড ভেদ করেছিল।

প্রায় কেউ জানল না, কেভিন কনলনের থিয়োরেটিকাল ননলিনিয়ার কমপিউটার বাস্তবে তৈরি করা যায়। বিএলপি উন্মোচিত করতে তৈরি করা হয়েছিল প্রোটোটাইপ ভার্শানের কমপিউটার। ওটা ব্যবহার করে সহজেই বিশাল সংখ্যার ডিজিটের অঙ্ক কষা গেছে।

কেভিন কনলন সবসময় বলেঃ দুনিয়ায় অভেদ্য কোনও কোড নেই।

অবশ্য, ক্রিইপ্টানালিস্টদের কপাল সবসময় মন্দ। যে কাজ করে, প্রায়ই তা কাউকে বলতে পারে না। জানাতে পারে না কী জয় করেছে।

যতই দুঃসাধ্য বিএলপি ভেদ করুক কেভিন কনলন, কাউকে বলতে পারেনি।

সামান্য বেড়েছে তার বেতন, ব্যস!

অবশ্য উদ্যম নিয়ে নতুন কাজে ব্যস্ত থেকেছে সে অন্তরের তাগিদেই।

ইউটা-র দুর্গম এক এয়ার ফোর্স বেসের আনঅথারাইয্‌ড্‌ কয়েকটা ফোন ট্র্যান্সমিশন নিয়ে কাজ করছে ও এখন স্পেস ডিভিশনের অফিসে।

যে ঘরে বসে কাজ করছে, তার উল্টো দিকের অফিসে ব্যস্ত সবাই, উত্তেজিত। ডিআইএ এবং নাসার ক্রিইপ্টানালিস্টরা ভেদ করতে চাইছে দু'দিন আগে সিচ্যাং লঞ্চ সেন্টার থেকে উৎক্ষেপ

করা চায়নিজ স্পেস শাটলের এনক্রিইপটেড সিগনাল।

ওই কাজটা হাতে পেলে মন্দ হতো না, ভাবল কনলন। মরুভূমির ভিতর এক এয়ার বেসের ফালতু ফোনের মেসেজ ডিক্রিইপ্ট্ করবার ভিতর কোনও চ্যালেঞ্জ নেই।

কনলনের কমপিউটার মনিটরে ভেসে উঠেছে রেকর্ডেড ফোন কল। জিনিসটা যেন সংখ্যার জলপ্রপাত, ওগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে বক্তব্য। গত কয়েক মাস ধরে ইউটার বেস থেকে এসেছে এসব ফোন।

মাথার উপর চেপে থাকা ভারী হেডফোন গরম করে দিয়েছে কনলনের কান। একের পর এক খড়মড় আওয়াজ চলছে— বিশ্রী. স্ট্যাটিক।

স্ক্রিনের উপর স্থির ওর চোখ।

একটা বিষয় স্পষ্ট: এসব কল ভালভাবেই এনক্রিইপ্ট করেছে কেউ। দু'দিন ধরে এর পিছনে লেগেছে কনলন।

আরও কয়েকটা পুরনো অ্যালগোরিদম ব্যবহার করল সে।

কিছুই হলো না তাতে।

নতুন কয়েকটা ব্যবহার করল।

তাতেও কোনও ফলাফল এল না।

দরকার পড়লে এক মাস এর পিছনে লেগে থাকবে কনলন।

ভোডাফোনের নতুন এনক্রিইপশন সিস্টেম ভেদ করবার জন্য নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, এবার সেটা ব্যবহার করল ও।

কয়েক সেকেণ্ড পর অদ্ভুত ভাষা শুনতে পেল কনলন।

'...ক্যান বেভেস্টিগ ডট ইন-এণ্টিং প্লাসভিণ্ড...'

চকচক করে উঠল কনলনের দুই মণি।

পাইছি তরে!

ওর প্রোগ্রাম চালাল অন্য কয়েকটা টেলিফোনের আলাপের উপর।

দারুণ কাজ শুরু করেছে ওর প্রোগ্রাম। সাধারণ স্ট্যাটিক বদলে গিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিদেশি ভাষা। মাঝে দু'একটা ইংরেজি বক্তব্য।

'...টোয়েটসে অপ লাসটে পেজিং ওয়ার্ড অপ ডাই ভিয়ের-এনটুইনটিগ্স্ট ভারওয়াগ। ওয়াট ভ্যান ডাই ওনট্রেকিংস ইনহেইড?'

'...রেকণ্ডো স্প্যান ইয অলরিডস ওয়েজেসটুর...'

' ..ভুরবেরেইডিংস অনডাররওয়েগ। ভ্রোয়েগ ওগেণ্ড। বেস্টে টাইড ভির অনট্রেকিং...'

'...এভরিথিং ইয ইন প্লেস। কনফার্ম দ্যাট ইটস্ দ্য থার্ড...'

'...অনট্রেকিং ক্যান 'এন প্রোবলিম ওয়েইস। গেস্টেল অন্স গে ক্রুইক ডাই হোয়েব ল্যাণ্ড হাইয়ের ন্যাবি। ভারস্ট্যান হাই ইয 'এন লিড ভ্যান ডাই অর্গানাইসেসি...'

'...স্যাল ডাই ইন্স্ট্রুকসি্স উরড্রা...'

'...মিশন ইয এ গো...'

'...ডাই রেকণ্ডোজ ইন গিরিড। ভারওয়াগটে আনকোম্স বাই বি প্ল্যাণ্ডে বেস্টেমিং বিন্নে নেগে ডায়ে...'

মনিটরের দিকে চেয়ে ঝলমল করছে কেভিন কনলনের চেহারা। ভাঙা যাবে না এমন কোড কোথাও নেই।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল ও এবার।

# আঠারো

ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় সংক্ষিপ্ত লড়াই শেষে দলের সবাইকে নিয়ে লেভেল চারের আরেক দিকে চলে এসেছে মাসুদ রানা। এখানে

রয়েছে অবযার্ভেশন ল্যাব, চৌকো কাঁচের ঘর। আসবার আগে পিছন-দরজা বন্ধ করে এসেছে ওরা। গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে সিকিউরিটি কি প্যাড।

রানা বুঝেছে, এই কমপ্লেক্সে সবচেয়ে সহজে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে এখানেই।

পারসোনেল এলিভেটারের উপর চোখ রাখলে, আর মাত্র দুটো পথে আসা যায়। একটা পথ: ছোট র‍্যাম্প। ওই পথে এয়ারক্রাফট এলিভেটারে যাওয়া যায়। এ ছাড়া, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পৌঁছে যাওয়া যায় কাঁচের চৌকো ঘরের বাইরে।

ল্যাবের মেঝেতে জিরিয়ে নিতে শুরু করেছে জেসিকা গোল্ডিং, হতক্লান্ত।

একই অবস্থা প্রেসিডেন্টের।

গোল হয়ে মেঝেতে বসেছে নিশাত, বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট, লেখক-টু খবির, প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট ও গায়ক বাটারফিল্ড—আলাপ চলছে এই অভিযানে কার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে।

নিশাত জানাল, কীভাবে অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে আকাশে না উড়ে পাতালে নেমে এসেছে ওরা। ওদিকে বাটারফিল্ড জানাল, বানে ভাসা এলিভেটার শাফ্‌ট্ বেয়ে নেমে এসেছে ওরা এখানে।

এ দল থেকে সরে এক কোনায় বসেছে বিধ্বস্ত বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। পরনে এখনও সাদা ল্যাব কোট।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও তিশা।

এখন ওদের সঙ্গে রয়েছে সামান্য কয়েকটা কমব্যাট গিয়ার। ওগুলো এসেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মৃত কমাণ্ডোদের কাছ থেকে। সামান্য অস্ত্র, কয়েকটা রেডিয়ো হেডসেট, তিনটে আরডিএক্স কমপাউণ্ড দিয়ে তৈরি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গ্রেনেড এবং বুড়ো আঙুলের সমান আকৃতির তালা উড়িয়ে দেয়ার বিস্ফোরক পেয়েছে ওরা। শেষেরগুলোর নাম লক ব্লাস্টার।

বিচ্ছিরি ভাবেই যুদ্ধে হার হয়েছে মেজর জন স্কল্টের।

পালিয়ে যাওয়ার আগে নিজেদের আহত ও নিহত যোদ্ধাদের উপর গুলি চালিয়েছে। এর মূল কারণ ছিল সঙ্গীদের চেহারা নষ্ট করা নয়, ওদের অস্ত্র নষ্ট করে দেয়া। নইলে মৃত যোদ্ধাদের অস্ত্র চলে আসত রানা এবং ওর দলের সবার হাতে।

রণক্ষেত্র থেকে মাত্র একটা পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল পেয়েছে রানা। অন্য রাইফেলগুলো গুলি লেগে বিকল হয়েছে। কমাণ্ডোদের সেমিঅটোমেটিক পিস্তলের ক্ষেত্রেও তাই।

'আপা,' অ্যাসল্ট রাইফেলটা নিশাতের কোলে নামিয়ে দিল রানা। 'চোখ রাখুন র‍্যাম্পের ওপর। বাটারফিল্ড, তুমি কাঁচের ঘরে নেমে আসা সিঁড়ি কাভার দেবে।'

যে যার কাজে চলে গেল নিশাত ও বাটারফিল্ড।

গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছেন প্রেসিডেন্ট।

অন্য কেউ হলে তাঁর কাছে হাজির হতো, কিন্তু রানা ওদিকে পা বাড়াল না। জানে, ভদ্রলোক আহত নন। আর ওঁর হৃৎপিণ্ড ঠিকমত চললে বেশি ভাবতে হবে না ওকে।

জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে থামল রানা। 'আপডেট?' সংক্ষেপে বলল।

মুখ তুলে রানার দিকে চাইল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা। আগেও এই লোককে দেখেছে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে, তবে তখন পরিচয় হয়নি।

অন্য এজেন্টদের কাছে শুনেছে, এই লোক ছোট একটা দল নিয়ে অ্যাণ্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশন রক্ষা করেছিল।

'ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেমের বার্তাটা পাওয়ার পর লেভেল থ্রি-র কমন-রুমে অ্যাম্বুশ করল ওরা,' বলল জেসিকা। 'তারপর থেকে পিছু নিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম, ঠিক করা ছিল ইমার্জেন্সি একসিট ভেণ্ট দিয়ে বেরিয়ে যাব। কিন্তু লেভেল

ছয়-এ নামতেই দেখলাম অপেক্ষা করছে। আবারও উঠে আসতে হলো সিঁড়ি বেয়ে। এদিকেও তৈরি ছিল। লেভেল পাঁচে ঢুকলাম, ওদিকের র‍্যাম্প বেয়ে উঠলাম লেভেল চার-এ। ওখানেও তারা।'

'আহত হয়েছে ক'জন?'

'মারা গেছে প্রেসিডেন্টের পারসোনাল ডিটেইলের আটজন। এদিকে লেভেল ছয়-এ গোটা অ্যাডভান্স টিমকে মেরে ফেলেছে। সব মিলে সতেরোজন খুন হয়েছে।'

'চাক কোসলোস্কি?'

'কোথায় গেছে জানি না।'

'আর কিছু?'

ল্যাব কোট পরা ছোটখাটো লোকটার দিকে আঙুল তুলল জেসিকা। 'অ্যাম্বুশে পড়বার আগে লেভেল পাঁচ-এ একে পেয়েছি। বলছে বিজ্ঞানী। এই ফ্যাসিলিটিতে কাজ করে।'

জুলিয়ো কার্টিসের দিকে চাইল রানা। চশমা পরা লোক, ভীত। চট্ করে একবার ওর দিকে চেয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে নিল সে।

'আপনাদের কী অবস্থা?' রানার কাছে জানতে চাইল জেসিকা।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমরা হ্যাঙারে ছিলাম। তারপর শুরু হলো গোলাগুলি। নেমে আসতে হলো একটা ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে। এখানে পৌঁছবার আগে একটা পাতাল হ্যাঙারে বাধ্য হয়ে ধ্বংস করতে হয়েছে একটা হামভি ও অ্যাওয়্যাক্স বিমান।'

'জানলেন কী করে যে পাশের ঘরে অ্যাম্বুশ হবে?' জানতে চাইল জেসিকা।

'কাঁচের ঘরের পাশেই ছিলাম, তখনই দপ্ করে নিভে গেল ডিকমপ্রেশন এরিয়ার সমস্ত বাতি। ভেবেছিলাম পরিচিত কেউ,

সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে আড়াল নিতে চাইছে। উপরের ক্যাটওয়াক থেকে চোখ রাখলাম। তারপর বুঝতে দেরি হলো না তারা কারা। ঘিরে ফেলেছিল র‍্যাম্প। বুঝলাম, প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করছে।' একবার ভদ্রলোককে দেখে নিল রানা। 'তখনই নিজেরা অ্যাম্বুশ পাতলাম।'

ঘরের আরেকদিকে প্রেসিডেন্টের পাশে বসেছে মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' খুব সম্ভ্রম নিয়ে বলল সে।

'হ্যাঁ?' মুখ তুললেন ভদ্রলোক।

'আপনি এখন কেমন বোধ করছেন, স্যর?'

'এখনও বেঁচে আছি, ভাবতে ভাল লাগছে। ...বাছা, তোমার নাম কী?'

'কর্পোরাল বার্নি বেনেট, স্যর। সবাই বৈজ্ঞানিক বলে ডাকে।'

'বৈজ্ঞানিক?'

'জী, স্যর।' সামান্য দ্বিধা করল বেনেট। 'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জানতে চাইতাম।'

'বলো?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ঠিক আছে, স্যর। আপনি তো প্রেসিডেন্ট, আপনার তো অনেক কিছু জানার কথা। ঠিক নয়, স্যর?'

'হ্যাঁ...'

'ঠিক। ভাবতেই ভাল লাগে একজন সব জানে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হলো: আমরা কেন পুয়ের্টো রিকোকে নিরাপত্তা দিই? কারণ কি এটা যে ওখানে সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় ইউএফও?'

'হ্যাঁ, কী বললে?' অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

ঘনঘন মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক। 'একবার ভাবুন! আর কোন্ কারণে আমরা শালার সম্বন্ধি পুয়ের্তো রিকো পাহারা দিই... এমন

তো নয় যে...'

'বৈজ্ঞানিক,' মুচকি হেসে ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে ডাক দিল রানা। 'ওঁকে বিরক্ত কোরো না। ...মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপত্তি না থাকলে এখানে চলে আসুন। সকাল আটটা বাজতে চলেছে। একটু পর বক্তব্য দেবে ওই লোক।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, ক্লান্ত ভঙ্গিকে এসে থামলেন রানার পাশে। তার আগে অদ্ভুত চোখে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিকের দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

কয়েক মিনিট পর আটটা বাজতেই চালু হলো এয়ার বেস যিরো নাইনের প্রতিটি টেলিভিশন। পর্দায় দেখা দিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রুকসের মুখ।

'আমেরিকার প্রিয় জনতা,' ভারী স্বরে শুরু করল সে। 'গত একঘণ্টার খেলায় এখনও মৃত্যুবরণ করেননি প্রেসিডেন্ট। অবশ্য, তাঁর বিজয়ী হওয়ার আশা কমে আসছে ক্রমেই।

'তাঁর পারসোনাল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের সদস্য-সংখ্যা কমে এসেছে আশঙ্কাজনক ভাবে। নয়জনের দলের আটজন মারা পড়েছে। এ ছাড়া, দুই সিক্রেট সার্ভিস ইউনিটের একটা ছিল ফ্যাসিলিটির নীচতলায়। দলে ছিল নয়জন, তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্য ইউনিটও শেষ। সবমিলে প্রেসিডেন্টের ক্ষতি ছাব্বিশজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হারানো। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তরফের কেউ আহত হয়নি।

'অবশ্য, কাপড়ের নীচে চকচকে আর্মার পরে অকুস্থলে হাজির হয়েছে রাজাসাহেবের ক'জন নাইট। এরা ইউনাইটেড স্টেট্স মেরিনের সদস্য। আরও রয়েছে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক। এরা ছিল প্রেসিডেন্টের কপ্টারে। একেকজন ফুলবাবু। এরা হয়তো ভেবেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে লড়ে...'

হঠাৎ করেই গোটা ফ্যাসিলিটির টিভির পর্দাগুলো কালো হয়ে

গেল। দপ্ করে নিভে গেছে সমস্ত বাতি। ঘুটঘুটে অন্ধকার নামল চারপাশে।

লেভেল চার-এ চমকে গেছে ওরা সবাই।

'সর্বনাশ!' ছাতের দিকে চেয়ে বলল তিশা।

অবশ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ফিরল বাতি। রিবুট হলো টিভি। এখনও পর্দায় জেনারেল। অস্বাভাবিক বড় মনে হলো মুখটা। কথা বলছে:

'...তার মানে, আমাদের পাঁচটা নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিটের বিরুদ্ধে হাতে গোনা ক'জন মেরিন ও বাঙালি সৈনিক।

'খেলা চলুক, আবারও সকাল ন'টায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। দেখতে থাকুন এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে টিভি সেট।

'হারামজাদা মিথ্যুক,' বলল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা। 'অসত্য বলছে। লেভেল ছয়-এ আমাদের অ্যাডভান্স টিমকে আগেই মেরে ফেলেছিল।'

'নিজেদের ক্ষতির কথাও স্বীকার করেনি,' বলল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট। 'হাড়ে হাড়ে চালাক শালা।'

'এবার আমরা কী করব, স্যর?' রানার কাছে জানতে চাইল তিশা। 'সংখ্যার দিক থেকে আমরা অনেক কম। তেমন কোনও অস্ত্রও নেই। তা ছাড়া, এই এলাকা ভাল করেই চেনে তারা।'

একই কথা ভাবছিল রানা।

বারবার তাড়া খেয়ে এখান থেকে ওখানে ছুটে পালাতে হচ্ছে ওদেরকে। সব সুবিধা ভোগ করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। তার চেয়ে বড় কথা: ওদের পরনে সাধারণ পোশাক। লড়বার প্রস্তুতি নেই।

'ঠিক আছে,' আনমনে বলল রানা। 'আগে বুঝে নিতে হবে শত্রু কীভাবে হামলা করতে চায়।'

'তা বুঝব কী করে?' জানতে চাইল তিশা।

'প্রথম কথাঃ সমানে সমানে লড়তে হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে আগে তথ্য দরকার। বুঝতে হবে শত্রুর মন। ওরা নাইন্থ স্কোয়াড্রন...'

কাঁধ ঝাঁকাল জেসিকা গোল্ডিং। 'তা আমরা জানি। এয়ার ফোর্সের ক্র্যাক গ্রাউণ্ড ইউনিট। দেশের সেরা। সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। সঙ্গে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র...'

'তার উপর স্টেরয়েড,' মন্তব্য করল তিশা।

'স্টেরয়েডের চেয়ে বেশি কিছু,' একটা কণ্ঠ বলে উঠল।

সবাই ঘুরে চাইল।

বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'কে আপনি?' জানতে চাইল রানা।

নার্ভাস ভঙ্গিতে এগিয়ে এল লোকটা।

'আমার নাম জুলিয়ো কার্টিস। আজ ভোর পর্যন্ত আমি এই গুড লাক প্রজেক্টে কাজ করেছি। ইমিউনোলজিস্ট। কিন্তু তারপর আপনারা আসবার পর ওরা আমাকে কয়েদ করে রাখল।'

'একটু আগে বললেন স্টেরয়েডের চেয়ে বেশি কিছু,' বলল রানা।

'আমি বোঝাতে চেয়েছি এই বেসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের বাড়তি কিছু... কী বলব... লড়াইয়ের প্রস্তুতি আছে।'

'খুলে বলুন সেসব প্রস্তুতি কী ধরনের।'

'হ্যাঁ, বলছি। ড্রাগ দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাতে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। ...কখনও ভেবেছেন, কেন নাইন্থ স্কোয়াড্রন প্রতিটা ইন্টারসার্ভিস কমপিটিশনে সেরা রেযাল্ট করে? অন্যরা যখন হতক্লান্ত, তখনও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা জানি...' বলল নিশাত।

ওকে বলতে সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বলল কার্টিস, 'অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড দেয়া হয় পেশি ও ফিটনেস লেভেল

বাড়াতে। আর্টিফিশিয়াল এরিথ্রোপোইটিন ইঞ্জেকশন দেয়া হয় রক্তের অক্সিজেনেশন বাড়ানোর জন্য।'

'আর্টিফিশিয়াল এরিথ্রোপোইটিন?' অবাক হয়ে বলল তিশা।

'সংক্ষেপে বলে ইপো,' বলল কার্টিস। 'হাড়ের মজ্জার মাধ্যমে ওই হর্মোন উত্তেজিত করে রক্তের লোহিত কণাকে। দৌড়ঝাঁপের উদ্যম বাড়ে। আজকাল অনেক সাইক্লিস্ট ওটা ব্যবহার করছে।

'আপনাদের চেয়ে অনেক ফিট নাইন্থ স্কোয়াড্রনের যে-কোনও লোক, সারাদিন দৌড়াতে পারবে চাইলে।' রানার চোখে চাইল সে। 'আগে থেকেই শক্ত লোক ছিল তারা, কিন্তু ওষুধ দিয়ে উত্তেজিত করবার পর আগের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ লড়াকু হয়েছে। তাদের একেকজন আপনাদের দু'জনের চেয়ে...'

'বুঝলাম,' মাথা দোলাল রানা। অন্য চিন্তা ঘুরছে মাথায়। পঞ্চাশ ফুট দূরে কাঁচের ঘরে ওই ছোট ছেলেটা... পল... 'তো এই ফ্যাসিলিটিতে আপনারা এ কাজই করেন? সৈনিকদেরকে ফিট ও দক্ষ করে তোলেন?'

'না...' আস্তে করে মাথা নাড়ল বিজ্ঞানী। চট্ করে প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল। 'নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সৈনিকদের দক্ষ লড়াকু করা হচ্ছে যাতে তারা বেস ভালভাবে পাহারা দিতে পারে।'

'তা হলে এই বেসে কী রাখা হয়েছে?' কী ধরনের জবাব আসবে, তা মনের ভিতর নাড়াচাড়া করছে রানা।

ডুম্স্ ডে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হয় এখানে।

আবারও প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল কার্টিস। বড় করে একবার শ্বাস নিল, মুখ খুলল বলবার জন্য...

কিন্তু, কথা বলে উঠল অন্য একজন: 'শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস ও তার ভ্যাকসিন রাখা হয়েছে এই বেসে।'

ঘুরে চাইল রানা।

কথাটা বলেছেন প্রেসিডেন্ট। ক্লান্ত, পরনে আগের সেই কালো সুট ও নীল টাই। ধূসর চুল একটু এলোমেলো। মুখের ত্বকে অসংখ্য ভাঁজ। যেন মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী, এমন একজন, গত একঘণ্টা ধরে ঘেমে চলেছেন ভীষণ টেনশনের কারণে।

'ভ্যাকসিন?' নিচু স্বরে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। একটা ভ্যাকসিন। ওটা ঠেকাতে পারে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাসকে।'

'কী থেকে তৈরি করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'জেনেটিক্যালি তৈরি একজন মানুষের রক্ত থেকে,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে আছে রানা।

'বিশেষ একজন মানুষের রক্ত থেকে তৈরি, মিস্টার রানা। তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস ঠেকাতে। ওর রক্তে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি। সে-ই মানব ভ্যাকসিন। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম জেনেটিক্যালি টেইলার্ড মানব। ওর নাম পল।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর জানতে চাইল রানা, 'আপনারা একটা ছেলে তৈরি করে তাকে ভ্যাকসিন হিসাবে ব্যবহার করতে চান?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। 'এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। এ ধরনের অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় প্রতিটি দেশের প্রধানকে। আমাদের কাজ সবসময় স্বচ্ছও হয় না। বাধ্য হয়েই আগের প্রেসিডেন্ট ওই সিদ্ধান্ত নেন। আমি প্রজেক্ট চালু রেখেছি। কাজটা করতে গিয়ে যে ভাল লেগেছে তা-ও নয়, কিন্তু যার যা দায়িত্ব পালন করতেই হবে। শুধু আমেরিকার জন্য নয়, অন্যসব দেশের জন্যে ওই ডুম্‌স্ ডে ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাওয়া জরুরি।'

ভ্যাকসিন সরবরাহ করলেও তার দাম হবে আকাশছোঁয়া,

মনে মনে বলল রানা। সাধারণ মানুষ বাঁচল না মরল, এ নিয়ে ভাববে না আমেরিকান ওষুধ ব্যবসায়ীরা।

'আর ওই নীচের জেলের বন্দিরা?' জানতে চাইল খবির।

'তা ছাড়া, ভালুকগুলো?' জানতে চাইল জেসিকা। 'ওগুলো কী কাজের জন্য?'

মানুষ ও জানোয়ারের কথা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। লেভেল পাঁচ-এ যায়নি ও।

'জানোয়ারগুলোকে দুই প্রোজেক্টেই ব্যবহার করা হয়,' প্রেসিডেন্টের হয়ে জবাবটা দিল জুলিয়ো কার্টিস, 'ভ্যাকসিনের কাজে লাগে, আবার নাইন্থ স্কোয়াড্রনকে হিংস্র করে তুলবার কাজেও। রক্তের টক্সিনের কারণে ব্যবহার করা হয়েছে কোডিয়াক বিয়ার। হাইবারনেট করবার সময় এসব ভালুকের রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। রিসার্চ করে তাদের কাছ থেকেই এসেছে নাইন্থ স্কোয়ড্রনের ব্লাড এনহ্যান্সমেণ্ট।'

'আর অন্য খাঁচাগুলো? বা পানি ভরা ওগুলোতে?' জানতে চাইল জেসিকা গোল্ডিং।

আস্তে করে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী কার্টিস, 'দুর্লভ এক ধরনের মনিটর লিযার্ডের নাম কমোডো ড্রাগন। ওগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় তেরো ফুট। সাধারণ কুমিরের সমান। আমাদের এখানে ছয়টা ড্রাগন আছে।'

'কী কাজে ব্যবহার করা হয়?' জানতে চাইল রানা।

'পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া সরীসৃপ জাতের প্রাণী ওরা, পাওয়া যায় শুধু ইন্দোনেশিয়ার মাঝের দ্বীপগুলোতে। মস্ত সাঁতারু ওরা, এক দ্বীপ থেকে পাড়ি দেয় অন্য দ্বীপে। মাটিতেও খুব দ্রুত, দৌড়ে হারাতে পারে যে-কোনও লোককে। এদের ইণ্টারনাল অ্যাণ্টিবায়োটিক সিস্টেম অস্বাভাবিক জোরালো। বলতে গেলে কখনও অসুস্থ হয় না। তাদের লিম্ফ্ নোড তৈরি করে কড়া ও

ঘন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সেরাম। হাজার বছর ধরে ওই জিনিস সুস্থ রাখছে ওদেরকে।'

এবার প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কমোডো ড্রাগনের রক্তের বাইপ্রডাক্টের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া হয়েছে মানুষের রক্ত। এভাবেই তৈরি হয়েছে পলের ইমিউন সিস্টেম। তারপর পলের জেনেটিক্যালি তৈরি রক্তের প্লাজমা থেকে এসেছে সেরাম। ঠিক করা হয়েছে ওই জিনিস ছড়িয়ে দেয়া হবে পানিতে। সেরাম-হাইড্রেট সলিউশন। এর ফলে সাধারণ মানুষ ইমিউন হবে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস থেকে।'

'আপনারা পানিতে মিশিয়ে দেবেন?' জানতে চাইল তিশা।

'আগেও এ কাজ করা হয়েছে,' বলল কার্টিস। 'উনিশ শ' উননব্বুইয়ে, বটুলিনাম টক্সিনের হামলার সময়। তারপর উনিশ শ' নব্বুইয়ে... ইরাক যুদ্ধের সময় অ্যানথ্রাক্স। সাধারণ মানুষ জানে না কিছুই, কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ বায়োলজিকাল অস্ত্রের বিরুদ্ধে তারা তৈরি।'

'আর সাধারণ কয়েদিদের বিষয়টা কী?' জানতে চাইল খবির।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল ইমিউনোলজিস্ট। জবাবে আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি। বেঁটে বিজ্ঞানী কাঁধ ঝাঁকাল। 'তাদের বিষয় একদম অন্যরকম। এরা রক্তের বাইপ্রডাক্ট বা সেরাম দেয়ার জন্য আসেনি। এদের কাজ সোজা। একমাত্র কাজ গিনিপিগ হওয়া। ভ্যাকসিনের পরীক্ষায় কাজে লাগে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে দেখে ল্যাবোরেটরির কমপিউটার থেকে আনা একটা লিস্ট বের করল বিজ্ঞানী সবাইকে দেখাবার জন্য।

ওটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল জেসিকা।

দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে বলে উঠল, 'সর্বনাশ!'

সবমিলে তারা বেয়াল্লিশজন। একেকজনকে দুই বা তিনবার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

'এরা দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,' বলল বিজ্ঞানী।

নামগুলোর বেশিরভাগই শোনেনি রানা, কিন্তু ওর মনে পড়ল দু'চারজনের কথা।

জনি কুপার, আটলাণ্টার সতেরোজন শিশুর হত্যাকারী। সিলভেস্টার ট্রেন্ট, বেকারিতে কাজ করত, আর রাত হলে হিউস্টনের রাস্তায় পথচারীদের জবাই করত। ডেভিল ডেভিডসন, ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার। রনি ম্যাকলিন, কয়েক মাস আগে প্রেসিডেণ্টকে নিজের তৈরি রাইফেল দিয়ে গুলি করতে চায়।

'রনি ম্যাকলিন?' বিজ্ঞানীর দিকে চাইল জেসিকা। 'এই লোকই না...'

'হ্যাঁ।' চট্ করে একবার প্রেসিডেণ্টকে দেখে নিল কার্টিস। রনি ম্যাকলিন ১৮-৮৪ আইনে আটকা পড়ে।

'খাঁচাগুলো শক্ত হলেই ভাল,' মন্তব্য করল জেসিকা।

'ঠিক আছে, এবার বাস্তবে আসা যাক,' সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'আমরা আটকা পড়েছি। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা প্রেসিডেণ্টকে খুন করতে চাইছে। আর তাঁর হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বন্ধ হলে একইসঙ্গে ফাটবে চোদ্দটা শহরে নিউক্লিয়ার বোমা।'

'তখন আর কিছুই করতে পারবে না কেউ,' বলল জেসিকা।

'এমন না-ও হতে পারে,' বললেন প্রেসিডেণ্ট। 'আর্লিং এফ ক্রুকস বোধহয় এলবিজে ডিরেক্টিভের কথা জানে না।'

'এলবিজে ডিরেক্টিভ কী?' জানতে চাইল রানা।

'ওটা ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম, ওটার কথা জানে শুধু প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। ওটাকে জরুরি সেফটি ভালভ বলতে পারেন। উনিশ শ' সাতষট্টিতে লিনডন জনসন ওটা তৈরি করেন। ওটার কাজ, হঠাৎ যেন ব্যবহার না হয় বিবিএস।'

'কী কাজ করে ওটা?'

'প্রেসিডেনশিয়াল ব্রডকাস্টকে পৌনে একঘণ্টা পিছিয়ে দেয় ওই সিস্টেম। হয়তো দেখা গেল, ভয়ঙ্কর জরুরি পরিস্থিতি হয়নি, তবুও হুট্ করে চরম কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট— তখন ওই সিস্টেম মাথা ঠাণ্ডা করবার সময় দেবে। অবশ্য, ওভাররাইড কোড ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট চালু করা যায়।'

হাতঘড়ি দেখলেন প্রেসিডেণ্ট। 'এখন সকাল আটটা নয় মিনিট। আর্লিং এফ ব্রুকসের ব্রডকাস্ট পৌঁছে গেছে সিস্টেমে। কিন্তু আমরা যদি এই কমপ্লেক্সের বিবিএস ট্র্যান্সমিশন বক্স খুঁজে পাই, পরের প্রতিটা ট্র্যান্সমিশন থামিয়ে দিতে পারব।'

রানা ভাবতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আপনি যা বললেন, ওটা দ্বিতীয় কনসিডারেশন হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সবাইকে এড়িয়ে সঠিক সময়ে ওখানে উপস্থিত হতে হবে।' বিজ্ঞানী কার্টিসের দিকে চাইল রানা। 'এই কমপ্লেক্স সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা দিন।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেঁটে বিজ্ঞানী। 'বলার তেমন কিছু নেই! এটা একটা দুর্গ বলতে পারেন। আগে নোরাড-র হেডকোয়ার্টার ছিল। যদি ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়, বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না। আবার ভিতরের কেউ বেরুতে পারবে না। এই ফ্যাসিলিটিকে মস্ত এক বন্ধ সিন্দুক বলতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই কোনও নিয়ম মেনে ফ্যাসিলিটি বন্ধ করা হয়?' বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেলে কীভাবে দরজাগুলো খোলা হয়?'

'টাইম লক থাকে,' বলল ডক্টর কার্টিস।

'কী ধরনের টাইম লক?'

'টোটার্ল লকডাউনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেট হয় একটা টাইমার-কণ্ট্রোল্ড সিকিউরিটি সিস্টেম। ভিতরের বা বাইরের কেউ প্রতি ঘণ্টায় একবার তিনটা কোড ব্যবহার করবার সুযোগ পাবে।'

'ওগুলো কী ধরনের কোড?' জানতে চাইল তিশা।

'বোধহয় জানেন, ইউএসএ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতর যে-কোনও সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে ধরে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ফ্যাসিলিটি,' বলল বিজ্ঞানী। 'একারণেই এ ধরনের কোড তৈরি করা হয়েছে। সব মিলে তিনটি কোড। প্রথম কোড দেয়া হলে ফ্যাসিলিটি লকডাউন থাকবে। তখনও যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ চলতে থাকে, সম্ভব হবে না ফ্যাসিলিটিতে ঢোকা। দ্বিতীয় কোডে ধরে নেয়া হবে সমস্যার সমাধান হয়েছে। সেক্ষেত্রে লকডাউন অবস্থা উঠিয়ে নেয়া হবে। প্রতিটি দরজা ও পথ থেকে সরবে আর্মার্ড ব্লাস্ট ডোর।'

'আর তৃতীয় কোড?' জানতে চাইল তিশা।

'এই কোড মাঝামাঝি অবস্থার জন্য। বার্তাবাহক ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। নির্দিষ্ট কিছু একসিট ডোর খুলবে।'

চুপ করে শুনেছে রানা। এবার জানতে চাইল, 'আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোড না দেয়া হয়?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন,' বলল বিজ্ঞানী। 'তখনই শুরু হবে মস্ত বিপদ। কোনও কোড না দিলে ফ্যাসিলিটির কমপিউটার ধরে নেবে, এই কমপ্লেক্স বেদখল হয়ে গেছে। কাজেই কমপিউটার মাত্র একবার সুযোগ দেবে। তখনও যদি পরবর্তী ঘণ্টায় সঠিক কোড না দেয়া হয়, কমপিউটার ধরে নেবে শত্রুপক্ষ দখল করে নিয়েছে ফ্যাসিলিটি। তখন ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেসট্রাক্ট মেকানিযম অ্যাক্টিভেট হবে।'

'আত্মঘাতী হামলা?' অবাক হয়ে বলল বৈজ্ঞানিক। 'এ আবার কী কথা?'

'কমপ্লেক্সের নীচে আছে এক শ' মেগাটন থারমোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড,' সহজ স্বরে বলল জুলিয়ো কার্টিস।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল কে যেন।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই বোমাটা

সরিয়ে নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল তিশা।

'না, তা করা হয়নি,' বলল বিজ্ঞানী। 'এই কমপ্লেক্সকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়া হয়েছে কেমিকেল ওয়েপন্স ফ্যাসিলিটি হিসাবে। তখনই স্থির করা হয়েছে, সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট ডিভাইস রাখাই ভাল। যদি কোনও ভয়ঙ্কর ভুল হয়, এবং ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাস, তখন গোটা ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে দেয়া হবে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে।'

'তার মানে আমরা যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'আর এমন একটা কমপিউটার পেতে হবে, যেটা সেণ্ট্রাল নেটওঅর্কের সঙ্গে যুক্ত। তারপর দিতে হবে সঠিক কোড। ...ঠিক?'

'জী,' বলল বিজ্ঞানী।

'কিন্তু কোডগুলো কী?' লোকটার দিকে চাইল রানা।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল কার্টিস। 'তা আমি জানি না। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে লকডাউন করতে পারব, কিন্তু লকডাউন উঠিয়ে নেয়ার ক্লিয়ারেন্স আমার নেই। ওটা পারবে শুধু এয়ার ফোর্সের বড় অফিসাররা।'

'একমিনিট,' বলে উঠল জেসিকা গোল্ডিং। 'আমরা বোধহয় একটা কথা ভুলে যাচ্ছি।'

'সেটা কী?' জানতে চাইল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক।

'ফুটবল, প্রেসিডেণ্টের ব্রিফকেসের কথা ভুললে চলবে না,' বলল জেসিকা। 'ওটা ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না প্রেসিডেণ্ট। প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার করে ওটার পাম অ্যানালাইযার প্লেটে হাত রাখতে হবে। তা যদি করা না হয়, ওসব শহরের প্লাজমা বোমা ফাটবে।'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিল। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি:

৮:১২

সব শুরু হয়েছে সকাল সাতটার সময়।

তার মানে, সাড়ে আটটার আগেই প্রেসিডেন্টের হাত রাখতে হবে ফুটবলের পাম অ্যানালাইযারে।

'এরা যেন কোথায় রেখেছে ফুটবল?' জানতে চাইল রানা।

'আর্লিং এফ ব্রুকস বলেছে ওটা রাখা হয়েছে গ্রাউণ্ড লেভেলে, মেইন হ্যাঙারে,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আপনার কী মনে হয়, স্যর?' রানার দিকে চাইল তিশা।

'হাতে অন্য উপায় নেই আমাদের,' বলল রানা। 'ফুটবলের পাম অ্যানালাইযারে প্রেসিডেন্টের হাত রাখতেই হবে।'

'হয়তো ফুটবল পেলাম, কিন্তু কতক্ষণ ওটা লুকিয়ে বেড়াব?' বলল জেসিকা গোল্ডিং।

'হ্যাঁ, বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু জিনিসটা পেলে আপাতত দেড় ঘণ্টার জন্য সমস্যা দূর হবে। পরে ভাবা যাবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে।'

'প্রেসিডেন্টকে উপরতলায় নিয়ে যাওয়া মানেই তাঁকে হত্যা করা,' বলল জেসিকা। 'ওরা খাপ পেতে অপেক্ষা করছে।'

'জানি,' বেঞ্চ সিট ছাড়ল রানা। 'কাজেই ওঁকে উপরে নেব না আমরা। সহজ পথে কাজ করতে হবে, মিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে ফুটবল।' হাতের ইশারা করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'আমাদের প্রথম কাজ চারপাশের সিকিউরিটি ক্যামেরা কানা করে দেয়া।' বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস্নের দিকে চাইল। 'এই কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল জাংশন বক্স কোথায়?'

'যতটা মনে পড়ে, লেভেল ওয়ানের হ্যাঙারে। উত্তর দিকের দেয়ালে।'

'ঠিক আছে,' নিশাতের দিকে চাইল রানা। 'আপা, আপনি

আর বৈজ্ঞানিক চারপাশের ক্যামেরা শেষ করুন। যদি দরকার পড়ে, ক্যামেরার প্রতিটি পাওয়ার সুইচ উড়িয়ে দেবেন।'

'বুঝতে পেরেছি,' আস্তে করে মাথা দোলাল নিশাত সুলতানা।

'আপনাদের সঙ্গে ডক্টর কার্টিসকে নেবেন। যদি মিথ্যা বলে, মাথায় গুলি করে ফেলে দেবেন লাশ।'

'খুশি মনে,' সন্দেহ নিয়ে বিজ্ঞানীর দিকে চাইল নিশাত।

মস্ত ঢোক গিলল জুলিয়ো কার্টিস।

'এদিকে আমরা কী করব?' জানতে চাইল জেসিকা।

খাটো র‍্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা, ওদিকের শাফট দিয়ে উঠবে চওড়া এয়ারক্রাফট এলিভেটারে।

'চলুন, সবাই মিলে ওপরে উঠে ফুটবল খেলি গিয়ে।'

## উনিশ

'সিস্টেম রিবুট শেষ।'

'স্ট্যাটাস?' জানতে চাইল প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

দশমিনিট আগে তার দ্বিতীয় বিবিএস ব্রডকাস্ট শুরু হতেই পাওয়ার ফেইল করে গোটা ফ্যাসিলিটির। বন্ধ হয়ে যায় প্রতিটি সিস্টেম।

'কনফার্ম: কাটা পড়েছে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই,' জানাল এক রেডিয়ো অপারেটার। 'এখন চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে। আপাতত প্রতিটি সিস্টেম ঠিকভাবে চলছে।'

'ইইভি থেকে যে এনহ্যান্সড্ স্যাটালাইট ইমেজ আসছিল, সেগুলো থেমে গেছে। নতুন করে স্যাটালাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা চলছে।'

অন্য এক অপারেটার বলল, 'কপি দ্যাট। ঠিক সকাল আটটার সময় লেভেল ওয়ানের জাংশন বক্সে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়েছে। অপারেটার ০৮০০-৭২...'

'৮-৮২?' ভুরু কুঁচকে ফেলল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'স্যর, আমরা কোনও ভিযুয়াল ফিড পাচ্ছি না। মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হতেই প্রতিটি ক্যামেরা অফ হয়েছে।'

সরু হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের দুই চোখ। 'প্রতিটি ইউনিট, রিপোর্ট করো!'

'পাইথন ইউনিট,' বলে উঠল মেজর জন স্কল্ট। 'আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বদলে নিচ্ছি। সম্ভবত আমাদের রেডিয়ো ইকুইপমেণ্ট পড়েছে শত্রুদের হাতে।'

'একদম বদলে নেয়া হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি,' সিনিয়র এক অপারেটার বলল। 'এবার কথা বলুন, পাইথন ইউনিট।'

'আমরা লেভেল টু-র হ্যাঙার বে-তে। পারসোনেল এলিভেটারের দিকে চলেছি। ওখানে রন্দেভু হবে মেইন হ্যাঙারে। আমাদের ছয়জন...'

'কোবরা ইউনিটের লিডার বলছি, আমরা মেইন হ্যাঙারে, পাহারা দিচ্ছি ফুটবল। দলের সবাই আছি। কেউ আহত নয়।'

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট থেকে বলছি, লেভেল থ্রি-তে আমাদের সঙ্গে ওয়াং ইউনিট। ওই শালার অ্যাওয়্যাক্স দুর্ঘটনার সময় আমাদের একজন মারা গেছে। দু'জন আহত। শেষবার টার্গেটকে লেভেল চার-এ দেখা গেছে। লেভেল থ্রি ও লেভেল চার-এর ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত হামলা করব আমরা যৌথভাবে। কোনও পরামর্শ থাকলে...'

'র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিট, কন্ট্রোল থেকে বলছি। লেভেল চারের ল্যাবোরেটরির উপর ক্যামেরা দিয়ে চোখ রাখা যাচ্ছে না।'

'নিজেদের কৌশল অনুযায়ী শত্রু শেষ করো, র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিট,' কড়া স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াও। বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবে না।'

'ক্রেট ইউনিট বলছি। আমরা এখনও লেভেল পাঁচ-এ। কেউ আহত নয়। আমরা পাঁচের দরজা ভেঙে দেখি টার্গেট র‍্যাম্প বেয়ে উঠে গেছে লেভেল চার-এ। জানিয়ে রাখি, লেভেল পাঁচ-এ কনফাইনমেন্ট এরিয়ায় বন্যা শুরু হয়েছে। পরামর্শ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ক্রেট ইউনিট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কিং বলছি,' শীতল স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'আবারও নেমে যাও লেভেল সিক্সে, গার্ড দাও এক্স-রেল একসিট।'

'অ্যাফারমেটিভ, স্যর!'

লেভেল থ্রি-র একটা করিডর ধরে ছুটতে শুরু করেছে কালো পোশাক পরা বিশজন কমাণ্ডো, তারা র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিটের সদস্য। মেঝের উপর ধুপধাপ আওয়াজ তুলছে ভারী বুটজুতো।

কার্পেটে এক প্রেশার-সিল্‌ড্ ম্যানহোলের সামনে থামল এরা, গোপন কোড ব্যবহার করতেই জোরালো হিস্‌স্ আওয়াজ হলো, লেভেল থ্রি-র মেঝে ও লেভেল চারের ছাতের মাঝে সংকীর্ণ গোল হ্যাচ উপরে উঠেছে। এর ঠিক নীচেই আরেকটা প্রেশার হ্যাচ। ওটা লেভেল চার-এ যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

ম্যানহোলের ভিতর নেমে পড়ল এক কমাণ্ডো।

'কন্ট্রোল, ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বলছি,' হেডসেট মাইকে বলল কিম শাং। 'আমরা লেভেল চার-এ ম্যানহোলের সামনে। নীচে লেভেল চার-এর অবযার্ভেশন ল্যাব।

আমরা উপর থেকে নেমে হামলা শুরু করব।'

'তাই করো!' ওদিক থেকে জবাব দিল আর্লিং এফ ব্রুকস।

ম্যানহোলে নেমেছে দলের সবাই, তাদেরকে ইশারা করল কিম শাং।

এক কমাণ্ডো খুলে ফেলল প্রেশার ভালভ, হ্যাচটা হাত থেকে ছেড়ে দিতেই দশফুট নীচের মেঝেতে পড়ল ঝনঝন আওয়াজ তুলে। পরবর্তী তিরিশ সেকেণ্ডে দশফুট নীচের মেঝেতে লাফিয়ে নেমে গেল বিশজন কমাণ্ডো, প্রত্যেকে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে তৈরি।

কোথাও থেকে গুলি এল না।

ল্যাবোরেটরি একদম ফাঁকা, কেউ নেই।

দেয়ালের ভিতর থেকে এল জোরালো যান্ত্রিক আওয়াজ।

একইসঙ্গে চরকির মত ঘুরল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

ওই যান্ত্রিক আওয়াজ হাইড্রলিক এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের।

অবযার্ভেশন ল্যাবের ঢালু ওয়াকওয়ে বেয়ে ছুটে গিয়ে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের সামনে পৌছে গেল ওয়াং ও র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডোরা। চোখের সামনে দেখল, বিশাল শাফট বেয়ে উপরে উঠছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। একটু পর পৌছবে মেইন হ্যাঙারে!

হেলমেট মাইকে বলে উঠল কিম শাং: 'কন্ট্রোল, ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বলছি, ফুটবল কেড়ে নেয়ার জন্য উপরে উঠছে শত্রুদল!'

# বিশ

বিশাল চওড়া কংক্রিট শাফটের ভিতর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে উঠছে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

অবশ্য, উঠবার গতি খুবই ধীর, পিঠে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটা নাকের উপর ভর করে ঝুঁকে আছে। পিছন সেকশন প্রায় উড়ে গেছে মিসাইলের আঘাতে। নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভাঙা ডানা। কিন্তু বিমানের পিঠে রোটোডোম এখনও পুরো আস্ত। চারদিকে চাইলে মনে হবে, সত্যি কোনও বিমান আকাশ থেকে পড়ে ক্র্যাশ করেছে।

গ্রিজ-মাখা কংক্রিট শাফট বেয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উঠছে প্রকাণ্ড এলিভেটার।

পাতাল লেভেল ওয়ান হ্যাঙার বে-র কবাট খোলা, জায়গাটা পেরুবার সময় এলিভেটার থেকে চট্ করে লাফিয়ে নামল তিনটে ছোট আকৃতি।

এরা ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট ও বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

জুলিয়ো কার্টিসের দেখানো পথে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে-তে ঢুকেছে অন্য দু'জন। স্যাবোটাজ করবে সেন্ট্রাল জাংশন বক্স। এয়ার বেস যিরো নাইনের ক্যামেরা সিস্টেম বিনষ্ট করা জরুরি।

হ্যাঙারের ভিতর কাউকে দেখল না ওরা। অনেক আগেই সরে

গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। বিশাল গুহার মত হ্যাঙারে নিঃশব্দে পড়ে আছে দুই স্টেলথ বম্বার ও এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড— যেন তিন ঘুমন্ত প্রহরী।

হ্যাঙারের বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে নিশাত সুলতানা। চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৮:২০

নিশাত গম্ভীর হয়ে ভাবলঃ দশ মিনিটের ভিতর 'ফুটবল' তুলে দিতে হবে প্রেসিডেন্টের পায়ের বদলে হাতে। হ্যাণ্ডবল করবার দোষে শাস্তি হবে না তাঁর। তিনিই সত্যিকারের গোল-কিপার।

কংক্রিট দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটছে নিশাত, শত্রু-সৈনিক হামলা করতে পারে, কাজেই চারপাশে চোখ রেখেছে। দূরে দেখল দশফুটি বিশাল এক বাক্সের মত কমপার্টমেন্ট। ওটার স্টিলের দরজা উধাও হয়েছে। বাক্সের ইস্পাতের চারদেয়াল দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

'পাওয়া গেছে,' প্রায় নিঃশব্দে বলল নিশাত।

'কী বললেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল জুলিয়ো কার্টিস।

'আগে যখন এখানে ছিলাম, কয়েকটা স্টিংগার মিসাইল মেরেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডোরা,' বলল নিশাত। 'একটা মিসাইল লেগেছে কমপার্টমেন্টে। অন্যটা চুরচুর করেছে পারসোনেল এলিভেটারের দেয়ালের পানির ট্যাঙ্ক।'

'ও।'

'চলুন, দেখা যাক কমপার্টমেন্টের ভিতরের অবস্থা,' বলল নিশাত।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে মেইন হ্যাঙারের দিকে উঠছে ফুটবল মাঠের মত প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

হ্যাঙারে প্রথমে দেখা দিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের বিস্ফোরিত

পিছন অংশ, ওটা ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তারপর মেঝে ছাড়াল গোটা রোটোডোম। এরপর ভাঙা ডানা।

ধীরে ধীরে উঠল তুবড়ে যাওয়া বিমানের ফিউজেলাজ।

কয়েক মুহূর্ত পর জোরালো 'বুম্!' আওয়াজ হলো। প্ল্যাটফর্ম এসে খাপে খাপে বসেছে হ্যাঙারের মেঝেতে। থেমে গেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই নৈঃশব্দ্য নামল চারপাশে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে তুমুল লড়াই হয়েছে গ্রাউণ্ড লেভেলের এই হ্যাঙারে। চারপাশে তার ক্ষতচিহ্ন।

এখনও এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমে টোয়িং ভেহিকেলের সঙ্গে রয়ে গেছে মেরিন ওয়ান। ওটার বোন, প্রায়-বিধ্বস্ত নাইটহক টু এবং সঙ্গের তেলাপোকা থম মেরে পড়ে আছে প্ল্যাটফর্মের উত্তরদিকে। ওখানে পারসোনেল এলিভেটার।

প্ল্যাটফর্মের পুব দিকে বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

অবশ্য, সম্পূর্ণ আলাদা দৃশ্য বিশাল হ্যাঙারেঃ এয়ারক্রাফট এলিভেটারের সামনে রয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দশজন কমাণ্ডো। এরা কোবরা ইউনিট। অবস্থান নিয়েছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম ও হ্যাঙারের দালানগুলোর মাঝে। বাঁকা চাঁদের মত করে সামনে রেখেছে কাঠের ক্রেট ও স্যামসোনাইট কণ্টেইনার।

ব্যারিকেডের মাঝে একটা চেয়ারে গ্যাঁট মেরে বসে আছে স্টেইনলেস-স্টিলের ব্রিফকেস। প্রায় খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, ডালা খোলা। ভিতরে জ্বলছে লাল ও সবুজ বেশ কয়েকটা বাতি। বাইরের দিকে কিপ্যাড ও ফ্ল্যাট-গ্লাস অ্যানালাইযার প্লেট। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে সন্দেহ নিয়ে চেয়ে আছে কোবরা ইউনিটের লিডার, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের ঠিক মাঝে ভাঙা বিমান— মস্ত বড় এক

জঞ্জাল। থমথম করছে চারপাশ। কিছুই নড়ছে না।

যেন কবরের মত নীরব গোটা হ্যাঙার।

'নীচে কী অবস্থা, আপা?' রানার ফিসফিসে স্বর শুনল নিশাত ইয়ারপিসে। মৃত এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের কাছ থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওই জিনিস।

একতলা নীচের লেভেল ওয়ানে প্রায় বিধ্বস্ত ইলেকট্রিসিটি জাংশন বক্সের সামনে নিশাত। মিসাইলের আঘাতে পুড়ে ছাই হয়েছে শ'খানেক সুইচ। বাকিগুলোর কোনও কোনোটা ঠিক আছে, অন্যগুলো পুড়ে-গলে স্তূপ তৈরি করেছে।

মিসাইলের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া এক কমপিউটার টার্মিনালের সামনে কি বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'আর বড়জোর একমিনিট,' কবজির মাইক্রোফোনে বলল নিশাত। বিজ্ঞানীর দিকে চাইল। 'কী বুঝলেন?'

ভুরু কুঁচকাল জুলিয়ো কার্টিস। 'কিছুই বুঝছি না। আমাদের আগেই কেউ এসেছিল। ধরুন সকাল আটটায়? মেইন পাওয়ার বন্ধ করেছে। এখন গোটা ফ্যাসিলিটি চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে। কিন্তু...'

'আপনি ক্যামেরা অফ করতে পারবেন?' জানতে চাইল নিশাত।

'নিজ থেকে কিছু করতে হবে না আমাকে। মেইন পাওয়ার অফ হতেই সব থেমে গেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল কার্টিস। 'সবই অফ করা।'

মেইন হ্যাঙার। টাইটেনিয়ামের বিশাল ব্লাস্ট কবাট এখনও বুজে রেখেছে বাইরে যাওয়ার পথ। ওদিকে পারমাণবিক বোমা

ফাটলেও ভিতরে কিছুই হবে না। হ্যাঙারের ছাতে জ্বলছে অসংখ্য বাতি, চারপাশ দিনের মত পরিষ্কার।

এইমাত্র খুলে গেল রেগুলার এলিভেটারের দরজা।

লিফট থেকে বেরুল মেজর জন স্কল্ট ও পাইথন ইউনিটের অবশিষ্ট তিন কমাণ্ডো। চলে গেল তারা কোবরা ইউনিটের ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও তার লোকদের পাশে।

'এদিকের অবস্থা কী?' জানতে চাইল মেজর স্কল্ট।

'ভাল, এখনও কিছুই ঘটেনি,' বলল ক্যাপ্টেন বোঁলেণ্ড।

'কণ্ট্রোল, র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের লিডার বলছি,' কণ্ট্রোল রুমের স্পিকারে ভেসে এল এক কণ্ঠ। 'লেভেল চার-এ কেউ নেই।'

'কপি করলাম, র‍্যাটলস্নেক লিডার। দেরি না করে পারসোনেল লিফটে উঠে সবাইকে নিয়ে চলে আসুন মেইন হ্যাঙারে। ...ওয়াং ইউনিট, ওখানেই থাকতে হবে। জেন্যারেল কিং চান নীচের লেভেলগুলো কাভার করবেন আপনারা। আমাদের সমস্ত ক্যামেরা বন্ধ, কোনও ছবি আসছে না। নীচে আমাদের নিজেদের লোক থাকা দরকার।'

লেভেল ওয়ানে কবজির মাইকে বলে উঠেছে নিশাত সুলতানা, 'স্যর, নিশাত বলছি। সব ক্যামেরা অফ করা। এখন এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দিকে চলেছি।'

'ঠিক আছে, আপা।' প্রেসিডেণ্ট, খবির ও স্পেশাল এজেণ্ট জেসিকার দিকে চাইল রানা। 'এবার কাজে নামতে হবে।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার এক জায়গায় অপেক্ষা করছে ওরা সবাই।

রানা একবার দেখে নিল ঘড়িঃ

৮:২৫:৫৯

৮:২৬:০০

যা করবার চট্ করে সারতে হবে।

‘তিশা, বাটারফিল্ড, গ্র্যান্ট— তৈরি হয়ে নাও। আমি তিন থেকে শূন্য গোনার সঙ্গে সঙ্গে...’

থমথম করছে মেইন হ্যাঙার।

‘তিন...’

‘দুই...’

অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে তিরিশ ফুট দূরে মেরিন ওয়ান, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে।

‘এক...’

কৌতূহল নিয়ে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চেয়ে আছে কোবরা ইউনিটের সবাই। হাতে উদ্যত অস্ত্র, তর্জনী ট্রিগারের উপর।

‘শূন্য!’

হাতের ছোট্ট ইউনিটের বোতাম টিপে দিল রানা। দূরে বিস্ফোরিত হলো আরডিএক্স বেজড্ গ্রেনেড। ওটা রানা পেয়েছিল ডিকমপ্রেশন রুমে, নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের এক মৃত কমাণ্ডোর কাছ থেকে। অ্যালিউমিনাইযড আরডিএক্স গ্রেনেড সি-৪ বিস্ফোরকের চেয়ে ছয়গুণ শক্তিশালী। সুপারব্লাস্টিং চার্জ, বিস্ফোরিত হলে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

রানা বোতাম টিপে দিতেই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড। হ্যাঙারের চারপাশে ছিটকে গেল নক্ষত্র আকৃতির কাঁচ ও শ্র্যাপনেল।

এবার একইসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করল।

গ্রেনেড ফাটতেই নানাদিকে ছিটকাল কোবরা ইউনিটের সবাই। তাদের মাথার উপর দিয়ে গেল বিমানের ককপিটের অসংখ্য ধাতব টুকরো। ব্যারিকেডের কাঠের বাক্স ও কণ্টেইনারে লাগল তীরের ফলার মত শ্র্যাপনেল।

এর একমুহূর্ত পর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কমাণ্ডোরা, চোখের কোণে দেখল তিনটি আবছা আকৃতি— লাফ দিয়ে উঠেছে মেরিন ওয়ানের নীচের এয়ার ভেন্ট থেকে!

'ওই যে!' আঙুল তাক করল ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু।

প্রেসিডেন্টের কপ্টারের নীচ থেকে বেরিয়েছে একটা ছায়া, অন্য দুই মূর্তি ঝটপট উঠে পড়েছে কপ্টারের পেটের হ্যাচ দিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পর বিকট আওয়াজে গর্জে উঠল মেরিন ওয়ানের ইঞ্জিনগুলো। কপ্টারের টেইল বুম ও রোটর-ব্লেড গুটিয়ে রাখা অবস্থায় ছিল, ইঞ্জিনের পিস্টন ঘুরতে শুরু করতেই ঝট্ করে খুলে গেছে রোটর ব্লেডগুলো। দ্রুত তুলছে গতি। পাইলটের যেন খেয়াল নেই কপ্টার এখনও টোয়িং ভেহিকেলের সঙ্গে আটকানো।

এদিকে গুলি শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

এইমাত্র কপ্টারের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক কুৎসিত চেহারার মেরিন।

কয়েক লাফে তেলাপোকার পিছনে পৌঁছে গেল দুর্ধর্ষ প্রেমিক, তারপর ওখান থেকে পরের দুই লাফে উঠল টোয়িং ভেহিকেলের খুদে ড্রাইভিং কেবিনে।

'ওই শালা করে কী...' বলে উঠল মেজর স্কল্ট। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেরিন ওয়ানের পিছন থেকে পিছলে বেরিয়ে এল তেলাপোকা, বাঁক নিতে শুরু করেছে ওটা, তারপর সোজা রওনা হলো এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে। ওখানে চেয়ারের উপর ফুটবল রেখে ব্যারিকেড তৈরি করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

'গুলি করো!' ক্যাপ্টেন বোলেগু ও তার লোকদের নির্দেশ দিল মেজর স্কল্ট। 'গেঁথে ফেলো শালাকে!'

ওই একইসময়ে গুলি শুরু করেছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা।

দ্রুতগতি টোয়িং ভেহিকেলের উইণ্ডস্ক্রিনে লাগছে অজস্র পি-

৯০ রাইফেলের বুলেট, চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে কাঁচ।

ড্রাইভিং কেবিনের ভিতর ড্যাশবোর্ডের নীচে লুকিয়ে পড়েছে প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। একের পর এক গুলি লাগছে ওর পিছনে, সিটের ব্যাকরেস্টে। তুলার মত ফোমের গদি চারপাশে ছিটকে উঠছে, কেবিনে ভাসছে পেঁজা মেঘের মত।

হ্যাঙারের মেঝেতে কাত হয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে তেলাপোকা, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে অসংখ্য গুলির আঘাতে।

ওদিকে কয়েক সেকেণ্ড পর হ্যাঙারের মেঝে ছাড়ল প্রকাণ্ড মেরিন ওয়ান কপ্টার। হ্যাঙারের মাঝে ভাসতে শুরু করেছে। ইঞ্জিনগুলো চারপাশের দেয়ালে তৈরি করছে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি। কিন্তু সেসব শব্দ চাপা পড়ল বাতাস কাটবার ভয়ঙ্কর দুপ-দুপ-দুপ আওয়াজে। ফেটে যেতে চাইল সবার কান।

কপ্টারের ককপিটে কণ্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত তিশা, এদিকে চারপাশের সুইচগুলো মহানন্দে টিপতে শুরু করেছে গায়ক বাটারফিল্ড।

'গায়ক! মিসাইল কই?' চিৎকার করে জানতে চাইল তিশা। 'ফুটবলে যেন না লাগে!'

এক সেকেণ্ড পর লঞ্চ বাটন টিপে দিল বাটারফিল্ড।

জোরালো হুউউশ্! আওয়াজ হলো।

প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারের পাশের পড থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে হেলফায়ার মিসাইল। হ্যাঙারের পুব দালান লক্ষ্য করে আঙুলের মত ধোঁয়ার রেখা পিছনে ফেলে প্রচণ্ড গতিতে বাতাস কেটে চলেছে ওটা!

দালানের ঠিক মাঝে লাগল হেলফায়ার মিসাইল। নীচে ফুটবল পাহারা দিচ্ছে কোবরা ইউনিটের সবাই। ক্ষেপণাস্ত্র ডেটোনেট হতেই দালানের সমস্ত কাঁচ ও প্লাস্টারবোর্ড বাইরের

দিকে বিস্ফোরিত হলো। দোতলার ভাঙা কাঁচের দেয়াল ছিটকে গেল কোবরা ইউনিট ও ফুটবলের ওপাশে।

চারপাশে ঝরঝর করে পড়ছে নানা কিছু। হাতে জান নিয়ে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। কিন্তু মাত্র দুই সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় বিপদ টের পেল: তাদেরকে পিষে দিতে সোজা আসছে প্রেমিকের তেলাপোকা:

চারপাশে ভয়ানক হুলুস্থূল লেগে গেল।

যেন নরক হয়ে উঠেছে চারপাশ।

জান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল কমাণ্ডোরা।

অন্য দিকে চাওয়ার সময় নেই।

ঠিক এটাই চেয়েছিল রানা।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পেট থেকে কমাণ্ডোদের ছোটাছুটি দেখছে। চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৮:২৭:৫০

৮:২৭:৫১

আর মাত্র দুই মিনিট বাকি।

'ঠিক আছে, খবির, চলো যাই,' প্রেসিডেন্ট ও জেসিকার দিকে চাইল রানা। 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আগে ফুটবলের স্ট্যাটাস দেখব। যদি নিয়ে আসতে পারি, ভাল। যদি না পারি, আপনাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

বিমানের লেজের মস্ত গর্ত দিয়ে নেমে পড়ল রানা ও খবির। যেন লেজে আগুন লেগেছে এমনি ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করেছে দু'জন।

ঠিক তখনই মেরিন ওয়ানের নাকের নীচে ছয় ব্যারেলের ভালকান মিনিগান গর্জে উঠল। সুপারমেশিনগান থেকে শত শত বুলেট ছুটে গেল কমাণ্ডোদেরকে লক্ষ্য করে।

আগেই চারপাশে ছিটিয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সবাই,

এবার হাতে প্রাণ নিয়ে আরও দূরে সরতে চাইল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যারিকেডের আড়াল নিল কয়েকজন। অন্যরা আশ্রয় খুঁজল বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষে। তারই ফাঁকে গুলি করছে প্রেসিডেন্টের কপ্টার লক্ষ্য করে।

মেরিন ওয়ানের ককপিটে কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করছে তিশা, লেক্সান উইণ্ডশিল্ডে লেগে ছিটকে পড়ছে অজস্র গুলি। রয়ে যাচ্ছে ঘষ্টে যাওয়ার দাগ। প্রকাণ্ড সিকরস্কির আর্মার প্লেট তৈরি করা হয়েছে মিসাইল ঠেকাতে, কিছুই হচ্ছে না রাইফেলের গুলিতে!

তিশার পাশে বিকট চিৎকার ছাড়ছে বাটারফিল্ড। 'ইয়ায়াহু!' নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে গুলি করছে মিনিগান দিয়ে।

পুবদিক লক্ষ্য করে এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা ও খবির। হয়তো সামনের ওই ব্যারিকেডের ওপাশে শুয়ে আছে কমাণ্ডোদের কেউ। তাদেরকে হারিয়ে তবেই মিলবে সাধের ফুটবল।

ঝড়ের গতি তুলে ছুটছে রানা ও খবির, হাতে উদ্যত অস্ত্র। একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে, প্রতিটি গুলি যাচ্ছে প্রেমিকের তেলাপোকা ও ভাসমান মেরিন ওয়ানের দিকে!

নিজ দলের দিকেই গুলি করছে ওরা!

শুধু তাই নয়, ওদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ফেটিগ, কালো বডি আর্মার ও আধাআধি মুখ ঢাকা গ্যাস মুখোশ। রক্তে ভেজা এসব পোশাক এসেছে ডিকমপ্রেশন এরিয়ার এয়ার ফোর্সের মৃত কমাণ্ডোদের কাছ থেকে।

এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা-খবির, একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যারিকেডের সামনের চেয়ার। ওটার উপর বসে আছে ফুটবল।

গুলি করছে রানা ও খবির, কিন্তু একটা গুলিও লক্ষ্যে লাগছে না।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছে গেল ওরা।

চেয়ারের উপর অপেক্ষা করছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল। কিন্তু রানার চোখে পড়ল, বেঁধে রাখা হয়েছে ওটা।

'ধূর!' মনে মনে বলল।

মেঝের বল্টুর সঙ্গে ধাতব চেইন, ওটা এসে জড়িয়ে রেখেছে ফুটবলের হ্যাণ্ডেলকে।

ধাতুটা টাইটেনিয়াম বলে মনে হলো।

রানা চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়িঃ

৮:২৮:৫৯

৮:২৯:০০

কবজির মাইকে বলে উঠল, 'জেসিকা! মেঝের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে! ফুটবল আনতে পারব না! প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসুন এখানে!'

'ঠিক আছে,' ওদিক থেকে জবাব এল।

'তিশা! প্রেমিক! আরও আধমিনিট চাই,' বলল রানা। 'তারপর আগের প্ল্যান!'

'জী, স্যর,' জবাবে বলল তিশা।

'ঠিক আছে, বস্!' জানাল প্রেমিক।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চাইল রানা। ওদিক থেকে ছুটে আসছে জেসিকা, সঙ্গে প্রেসিডেন্ট। তাদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের পোশাক। হাতে উদ্যত পিস্তল, গুলি করছে প্রেমিকের তেলাপোকা তাক করে।

জেসিকা দুই হাতে ধরেছে সিগ-সাওয়ারের বাঁট, একের পর এক গুলি করছে। প্রেসিডেন্ট একটু আড়ষ্ট, মিলিটারি ট্রেইনিং নেই, সে তুলনায় ভালই করছেন।

বিশাল হ্যাঙারের আকাশে বড় এক চক্কর তৈরি করছে মেরিন ওয়ান, নিজের দিকে আকর্ষণ করছে গুলি। বদ্ধ জায়গায় ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলছে রোটরের ব্লেডগুলো।

ফুটবল আড়াল দেয়া ব্যারিকেড পেরুল প্রেমিকের তেলাপোকা, বামদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে, চলেছে উত্তর দিকে। চলবার পথে উড়িয়ে দিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের কিছু ভাঙা অংশ, তারপর চলে গেল বিমানের আড়ালে।

হ্যাঙারের একপাশে দোতলা কন্ট্রোল রুমের জানালা দিয়ে নীচের হুলুস্থূল দেখছে প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস, ওরফে কিং।

মৃত্যুর মস্ত ঝুঁকি নিয়ে হ্যাঙারের আকাশে প্রেসিডেন্টের কপ্টার নানাদিকে সরিয়ে নিচ্ছে দুঃসাহসী কোনও পাইলট। এইমাত্র এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তেলাপোকা।

এবার নিজের ছেলেদের দিকে চাইল লেফটেন্যান্ট জেনারেল। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। বারবার গুলি করছে দুই বিপদের দিকে। যেন নির্দিষ্ট কোনও হামলার বিরুদ্ধে লড়ছে। খারাপ করছে না তারা।

'অ্যাই!' ধমকে উঠল ব্রুকস। 'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট কোথায়!'

'পারসোনেল এলিভেটার করে উঠে আসছে, স্যর।'

আবারও জানালার উপর মন দিল ব্রুকস। হ্যাঙারের মেঝের দিকে চেয়ে হঠাৎই চমকে গেল। ঝুলে গেল চোয়াল। 'আরে...'

হতবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে সে। এইমাত্র তার নিজ লোক দৌড় দিয়েছে ফুটবলের দিকে! অথচ কোবরা ইউনিটকে পই-পই করে বলে দেয়া হয়েছে, চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে ফুটবলকে। এখন ওই চেয়ারের পিছনে তাদের থাকবার কথা, কিন্তু নেই তারা। তা হলে ওই লোক কে?

ফুটবলের সামনে পৌঁছে গেছে সে, ডানহাতের কালো গ্লাভস খুলছে। কোত্থেকে এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে আরও তিনজন,

পরনে কালো ফেটিগ।

'ওরা নকল!' গর্জে উঠল আর্লিং এফ ব্রুকস।

ইস্পাতের ব্রিফকেসের পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযারের দিকে খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথম লোকটা!

গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে বাড়ছে রানার ডিজিটাল ঘড়ির সময়ঃ

৮:২৯:৩১

৮:২৯:৩২

প্রকাণ্ড কপ্টারের ভয়ঙ্কর গর্জন ও গোলাগুলির আওয়াজের ভিতর চুপ করে দাঁড়িয়ে ফুটবল পাহারা দিচ্ছে রানা, খবির ও স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং। ফুটবলের সামনে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন ডান গ্লাভস, চট্ করে চারপাশ দেখে নিলেন চোরের মত, তারপর হাঁটবার ফাঁকে আনমনে হাত রেখেছেন এমন ভঙ্গিতে স্পর্শ করলেন পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযারে। ডিসপ্লেতে দেখা গেল ০:২৪।

মৃদু বিপ্ আওয়াজ তুলল ব্রিফকেস, ০:২৪ থেকে নতুন উদ্যমে আবারও শুরু হলো ৯০:০০ মিনিটের কাউন্ট ডাউন।

চট্ করে ডিসপ্লে দেখে নিল রানা। আপাতত ওদের কাজ শেষ। জেসিকা, প্রেসিডেন্ট ও খবিরের পাশে রওনা হয়ে গেল ও। গলা উঁচু করে বলল, 'মনে রাখবেন, গুলি করতে করতে ছুটতে হবে।' হালকা পায়ে দৌড় শুরু করেছে ওরা।

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তিশা, গায়ক, প্রেমিক: ভাগো এখান থেকে! দেখা হবে নীচে। ...আপা, প্ল্যাটফর্ম!'

# একুশ

লেভেল ওয়ানের বিশাল হ্যাঙারের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে নিশাত সুলতানা, মুখ তুলে এলিভেটার শাফট দেখে নিল।

দুই শ' ফুট উপরে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্মের মেঝের নীচের অংশ দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকে আসছে হেলিকপ্টার ও গুলির আওয়াজ।

কল বাটন টিপে দিল নিশাত। এক সেকেণ্ড পর জোর আওয়াজ তুলে দুলে উঠল প্রকাণ্ড এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওটা।

প্রধান হ্যাঙারে ভাঙা অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে নামছে প্ল্যাটফর্ম, একটু আগের সমতল মেঝের ভিতর তৈরি হচ্ছে মস্ত এক খাদ। নামতে শুরু করেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

ওদিকে ছুটছে রানা, খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। দৌড়ের ফাঁকে গুলি করছে মেরিন ওয়ান লক্ষ্য করে। একেকজন যেন নাইন্থ স্কোয়াড্রনের প্রশিক্ষিত, দক্ষ কমাণ্ডো।

মেইন হ্যাঙারের পিছনে দোতলা কন্ট্রোল রুমে মুখের কাছে মাইক তুলেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। 'স্কল্ট! বোলেণ্ড! প্রেসিডেন্ট এখানে! তোমাদের ভিতর দিয়ে গেছে! অ্যানালাইযারে হাত রেখে আবার

পালাচ্ছে! ওরা এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছে! আরে গাধারা, ওদের পরনে তোমাদের মতই কালো ইউনিফর্ম!'

কথাটা শুনতে পেয়েই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মেজর স্কল্ট। এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ পড়তেই দেখল— চারজন তারা, এইমাত্র নীচে রওনা হওয়া প্ল্যাটফর্মে লাফ দিয়ে নেমেছে। এখন আর মেরিন ওয়ান কপ্টার বা পলায়নরত তেলাপোকার দিকে গুলি করছে না তারা!

'এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম!' গলা ফাটিয়ে বলল স্কল্ট। 'কোবরা ইউনিট! সবাই প্ল্যাটফর্মে চলো! পাইথন ইউনিট! কপ্টার ফেলে দাও! শেষ করো ওই শুয়ের তেলাপোকা!'

আবারও মেঝের দিকে নামতে শুরু করেছে মেরিন ওয়ান— ওটা দিয়ে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছে তিশা।

ওই কপ্টার যেখানে পেয়েছিল, ঠিক সেখানেই নামল— এলিভেটার শাফট থেকে পশ্চিমে। গায়ক বাটারফিল্ডের সহায়তা নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে কপ্টার। মেঝের নীচেই পাওয়া গেল সেই এয়ার ভেন্ট।

কপ্টারের ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করেই লাফ দিয়ে পাইলটের সিট ছাড়ল তিশা, ঝেড়ে দৌড় দিল মেঝের হ্যাচের দিকে। এদিকে পিছনের বামদিকের দরজা খুলেছে বাটারফিল্ড, আশা করছে যে-কোনও সময়ে পৌঁছে যাবে ওর প্রিয় বন্ধু প্রেমিক। কিন্তু বাটারফিল্ড জানে না মস্ত বিপদে পড়েছে তার বন্ধু।

রেড গ্র্যান্টের ভলভো টোয়িং ভেহিকেল মেরিন ওয়ানের মত বুলেটপ্রুফ নয়। অসংখ্য গুলি লাগছে গাড়িতে। বারবার বাঁক নিতে গিয়ে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে তেলাপোকা, একের পর এক বুলেট বিঁধছে বডিতে, নানাদিকে ছিটকে পড়ছে ভাঙা কাঁচ।

কাজ শেষ, এবার ফিরতে হবে মেরিন ওয়ানের পাশে। কিন্তু

প্রেমিকের বড় সমস্যা হচ্ছে: এই একটু আগে যোগাযোগ করেছেন মেজর রানা। আর তখনই আরেক চক্কর কাটবার জন্য বাঁক নিয়েছে সে, এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্মের পুবদিকের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে পাশ কাটিয়ে আবারও ফিরতে হবে মেরিন ওয়ানের কাছে।

ওদিকটা বহু দূরের পথ মনে হলো গ্র্যান্টের। নীচে রওনা হয়ে গেছে প্ল্যাটফর্ম, আর সে চলেছে উত্তর দিকেই, কিন্তু ওখানে তৈরি হচ্ছে মস্ত এক গহ্বর।

পুরো এক চক্কর কেটে তবেই ফিরতে পারবে মেরিন ওয়ানের কাছে।

আরও একপশলা গুলি লাগল তেলাপোকার দেহে। একটু সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো, গুলি করছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্ট।

বাম কাঁধে পর পর দুটো গুলি নিল প্রেমিক, ফোয়ারার মত ছিটকে বেরুল টকটকে লাল রক্ত।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল গ্র্যান্ট।

আরও দুই পশলা গুলি লাগল গাড়ির সামনের দুই চাকায়। তীক্ষ্ণ হুইসলের আওয়াজ তুলে ফুটো হয়েছে চাকাগুলো। ঠিক তখনই পিছলে যাওয়া শুরু করল গাড়িটা, নিয়ন্ত্রণ হারাল গ্র্যান্ট, বিপজ্জনকভাবে চলেছে মস্ত খাদের দিকে। একটু দূরেই দশফুট নীচে গুড়গুড় করে নামছে এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম।

প্রেমিক জানে না ওই গহ্বরে গিয়ে কেন পড়ল না, তবে উত্তরদিকের কোনা লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে তেলাপোকা। পাশে পিছিয়ে পড়ল চারকোনা গহ্বর, আরেকদিক থেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলো অসংখ্য গুলি পাঠাচ্ছে। সামনেই বিধ্বস্ত নাইটহক টু, তখনও আটকে আছে হ্যাঙারের উত্তরদিকে নিজের টোয়িং ভেহিকেলে, নব্বুই মিনিট আগে ওটাকে রেখে সরে পড়েছে

লেখক-টু খবির— ঠিক ওটার পেটে গিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল প্রেমিকের তেলাপোকা।

মেরিন ওয়ান থেকে ওই সংঘর্ষ দেখেছে বাটারফিল্ড। যেন পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে প্রেমিকের তেলাপোকা, থেমে গেছে ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে। হেলিকপ্টারের বুকে সেঁধিয়ে গেছে কোমর পর্যন্ত।

বাটারফিল্ড দেখল, তেলাপোকার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো।

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল বাটারফিল্ড।

এদিকে নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের কালো পোশাক পরনে রানা, খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট অন্য এক অদ্ভুত লড়াইয়ে ব্যস্ত।

চারকোনা শাফটে নামবার পর টের পেয়েছে, এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে চার দেয়ালী বিশাল এক খাদ। শাফট বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে ফুটবল মাঠ আকৃতির প্ল্যাটফর্ম।

প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান, ওটাকে দুমড়ে যাওয়া ইস্পাতের গোলকধাঁধা বলা যেতে পারে।

আর ওই বিমান ধ্বংসাবশেষে ঘুরছে কোবরা ইউনিটের সাতজন কমাণ্ডো, তল্লাশী শুরু করেছে রানা এবং ওর দলের সবাইকে খতম করতে।

সবাইকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের পুবে সরে যেতে শুরু করেছে রানা, সবার আগে ছুটছে, টপকে যাচ্ছে বিমানের ভাঙা টুকরো। যে-কোনও সময়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে পারে, কাজেই রানা সতর্ক। চারপাশে চোখ রেখেছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে কী যেন খুঁজছে ওর চোখ। একটা পরিকল্পনা করেছে...

যা খুঁজছে, পেয়ে গেল ও।

ভাঙা ওই ডানার অংশ ঠিক ওখানেই রেখে গিয়েছিল।

চট্ করে ওটার সামনে পৌঁছে গেল রানা, জিনিসটা নামতে থাকা এলিভেটারের পুব দেয়ালের কাছে। খবিরের সাহায্য নিয়ে মেঝে থেকে ডানার অংশ তুলল রানা, নীচে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে চারকোনা এক গর্ত।

গর্তটা আকারে দশ বর্গফুট। ওদিক দিয়ে ওঠে বা নামে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটার।

এ মুহূর্তে ওই অংশ আছে এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম থেকে পঞ্চাশ ফুট নীচে। সামান্যতম নড়ছে না। যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

ফুটবল নিয়ে খেলতে যাওয়ার আগে রানা নিশ্চিত হয়েছে, ওই গর্ত ঢাকা থাকবে ভাঙা ডানা দিয়ে। নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের চট্ করে বুঝবার কথা নয়, ওদিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

'প্রেমিক! বেঁচে আছ?' মেরিন ওয়ান ককপিটের মাইকে বলল বাটারফিল্ড।

'ওহ্ শালার ব্যথা...' গুঙিয়ে উঠল রেড গ্র্যাণ্ট।

'নড়তে পারবে?'

'না বোধহয়। পালিয়ে যাও। আমি শেষ। গুলি লেগেছে, আর পায়ের কব্জি ভেঙে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে...'

'আমরা দলের কাউকে ফেলে যাব না,' একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ভেসে এল দৃঢ় একটি কণ্ঠ।

যা বলবার বলে দিয়েছে রানা।

'বাটারফিল্ড। তুমি আর তিশা সরে যাও। কাছেই আছি। সরিয়ে নেব প্রেমিককে। প্রেমিক, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

ধীরে নামছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। ঝট্ করে ঘুরে উপরে

চাইল রানা।

'অপেক্ষা করছেন কেন?' জানতে চাইল খবির।

'আমি চললাম, সরিয়ে নিতে হবে প্রেমিককে,' বলল রানা। ওর চোখ বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্সের ফিউজেলাজের উপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বিমান, থেবড়ে গেছে নাক, নিতম্ব উপরের দিকে। খাদের পাড় থেকে এখনও উপরে আছে নিতম্ব।

'প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নীচে চলে যান,' জেসিকা ও খবিরকে বলল রানা।

'আপনি কী করবেন?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'নিজের লোককে সরিয়ে নেব,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'নীচে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

দেরি না করে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ধাতব জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

পিছন থেকে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল খবির ও জেসিকা। এবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা, এখান থেকে নেমে যেতে হবে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে।

# বাইশ

বাজবাখির তাড়া খাওয়া কবুতরের মত উড়ে চলেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে পড়ল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের বামদিকের ডানায়।

দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল ডানার উপরের অংশে। ফিউজেলাজের তুবড়ে যাওয়া কয়েক অংশে পা রেখে উঠে পড়ল

বিমানের এবড়োখেবড়ো ছাতে। আর ঠিক তখনই ওকে দেখে ফেলল কোবরা ইউনিটের দুই কমাণ্ডো। লোক দু'জন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের উপর।

একইসঙ্গে কাঁধে রাইফেল তুলল তারা, পরক্ষণে গর্জে উঠল পি-৯০।

কিন্তু একমুহূর্ত থামেনি রানা, দৌড়ে উঠে যাচ্ছে ঢালু ছাত ধরে। এইমাত্র শাফটের কিনারা থেকে নেমে গেল বিমানের পিছন দিক। দৌড় না থামিয়ে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল রানা, ওখানে একপলকও থামল না, ঝাঁপ দিল সামনে হাত বাড়িয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ থুবড়ে পড়ল হ্যাঙারের কংক্রিট মেঝেতে। লাইন অভ ফায়ার থেকে আড়াল পেয়েছে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েই নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে রানা।

মাত্র বিশফুট দূরে প্রেমিকের বিধ্বস্ত তেলাপোকা।

কিন্তু ওটার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো!

আস্তে করে শ্বাস ফেলল প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। এইমাত্র ওর মুখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থেমেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল।

অর্ধেক মুখ ঢাকা গ্যাস মুখোশে কমাণ্ডোর পুরো চেহারা বোঝা গেল না। কিন্তু একদম খোলা দুই চোখ। তৃপ্তি নিয়ে চকচক করছে দুই মণি।

আস্তে করে চোখ বুজল গ্র্যান্ট। শেষ সময়ের জন্য তৈরি।

গুড়ুম!

মরল না কেন, বুঝল না প্রেমিক।

হন্তার দিকে চাইতে নতুন করে চোখ মেলল।

কিন্তু লোকটার অর্ধেক মাথা গেল কই?

টলমল করছে সে, তারপর অলস ভঙ্গিতে পড়ে গেল মেঝের উপর।

অন্য দুই কমাণ্ডো চরকির মত ঘুরে গেছে। আর ঠিক তখনই সামনে থেকে এল সেমিঅটোমেটিক পিস্তলের গুলি। ধুপ ধুপ করে মেঝেতে পড়ল দুই লাশ।

হতবাক হয়ে গেছে প্রেমিক, এবার দেখল ওই লোকগুলোর বদলে উদয় হয়েছে কালো পোশাক পরা ওদের প্রিয় মাসুদ রানা!

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার আমাদেরকে সরে পড়তে হবে।'

এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম থেকে আট ফুট নীচে মিনি এলিভেটারের ননস্কিড ডেকে আস্তে করে নামল খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

একটু উপরের প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্মের কারণে এদিকটা ছায়াচ্ছন্ন। পা মেঝে স্পর্শ করতেই ফ্লোরের ছোট কন্সোলের বাটন টিপে দিয়েছে জেসিকা গোল্ডিং।

উপরের বিশাল প্ল্যাটফর্মের চেয়ে অনেক বেশি গতি নিয়ে নামতে শুরু করল ডিটাচেবল ডেক। শ্যাফটের দেয়ালের রেল ওটাকে সরসর করে নিয়ে চলেছে নীচে।

তেলাপোকার ভিতর থেকে প্রেমিককে বের করতে শুরু করেছে রানা, কাজটা করতে গিয়ে ওর চোখ পড়েছে নাইটহক টু-র কক্পিটের মেঝেতে। ওখানে পড়ে আছে নানা ধরনের অস্ত্র। সেগুলোর ভিতর রয়েছে দুটো এমপি-১০, কয়েকটা গ্রেনেড, পেটমোটা এক .৪৪ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল সেমিঅটোমেটিক পিস্তল। তার চেয়েও বড় কথা, খুশি হয়ে উঠেছে রানা অস্ত্রের মত চেহারার দুটো জিনিস দেখে। ওগুলো আছে কালো চামড়ার

হোলস্টারের ভিতর। বিধ্বস্ত হওয়ার সময় নাইটহক টু-র ওয়েপন্স কেবিনেট ভেঙে পড়ায় সব ছড়িয়ে পড়েছে।

যন্ত্রদুটো দেখতে হাই-টেক টমি-গানের মতই— খাটো ও মোটা ব্যারেল, দুটো হ্যাণ্ডগ্রিপ। যন্ত্রের ব্যারেল থেকে ঝুলছে ক্রোম গ্র্যাপলিং হুক ও বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড।

জিনিসদুটো ইউএস মেরিন ফোর্স রিকনিসেন্স ইউনিট বা রেগুলার ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পসের বিখ্যাত আর্মালাইট এমএইচ-১২ ম্যাগহুক। গ্র্যাপলিং হুকসহ লঞ্চার। ধাতব দেয়াল বেয়ে উঠবার সময় ব্যবহার করে হাই-পাওয়ার্ড ম্যাগনেট।

'গুড,' যন্ত্রদুটো তুলে নিল রানা, একটা দিল প্রেমিকের হাতে। এবার পটাপট তুলে নিল এমপি-১০ ও মস্ত ডেযার্ট ঈগল পিস্তল, গুঁজে রাখল বেল্টে।

টিং!

এইমাত্র একটু দূরের পারসোনেল এলিভেটারের দরজা খুলে গেছে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাই এলিভেটার করে উঠে এসেছে মেইন হ্যাঙারে।

একেবারে হাতের কাছে নাইন্থ্ স্কোয়াড্রনের পোশাক পরা মাসুদ রানাকে দেখে চোখ পিংপং বল হয়ে গেল ম্যাক হার্টের।

পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল কাঁধে তুলতে এক সেকেণ্ড লাগল না তার লোকদের।

'যাহ্!' বলে উঠল রানা, আবারও তেলাপোকার ড্রাইভিং কমপার্টমেণ্টে ঠেসে গুঁজে দিল প্রেমিককে। নিজেও উঠে পড়েছে ওর পাশে। এক সেকেণ্ড পর ঝড়ের মত এল অসংখ্য বুলেট, খটা-খট্ লাগছে তেলাপোকার ফ্রেমে।

গাড়ির জয়স্টিক রিভার্সে নিল রানা, মনে মনে আশা করল

জিনিসটা এখনও পিছাবে। গ্যাস পেডাল ডান পায়ে টিপে ধরেছে মেঝেতে।

হ্যাঙারের মেঝেতে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলল তেলাপোকার চাকাগুলো, পিছাতে চাইছে প্রবল বেগে। চাকার ঘর্ষণে ভুস করে বেরুল রাবার-পোড়া কটু-ধোঁয়া। একবার হোঁচট খেল তেলাপোকা, তারপর ভাঙাচোরা নাইটহক টু-র কাছ থেকে তীর বেগে পিছাতে শুরু করল।

টলতে টলতে পিছনে ছুটছে তেলাপোকা, আরেকটু হলে পড়ে যেত এলিভেটারের শাফটের ভিতর, সাঁই-সাঁই করে চলেছে পুবের পরিত্যক্ত ব্যারিকেডের দিকে।

ড্রাইভ করবার ফাঁকে সিটে ঘুরে চাইল রানা। মুখ কুঁচকে ফেলল, বড় দেরি করে ফেলেছে, সোজা গিয়ে পড়ছে ওরা ব্যারিকেডের উপর!

তিন টনি টৌয়িং ভেহিকেলে গতি অনেক বেশি।

দুই পায়ে ব্রেক পেডাল টিপে ধরল রানা, একইসময়ে জয়স্টিক ঘোরাতে শুরু করেছে। চরকির মত এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল শক্তিশালী গাড়ি। চালিয়ে দেয়া বেজবল ব্যাটের মত ব্যারিকেডে লাগল তেলাপোকার সামনের দিক। উড়ে গেল সব বাধা, নানাদিকে ছিটকে গেল ক্রেট ও স্যামসোনাইট কন্টেইনার।

এক মুহূর্ত পর বড় ঝাঁকি খেয়ে থামল তেলাপোকা।

ঝট্ করে ঘুরে বসল রানা, অবাক হয়ে গেল সামনের দৃশ্যটা দেখে।

মাত্র তিনফুট দূরে চেয়ারে বসে আছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল!

এখনও মেঝের সঙ্গে টাইটেনিয়াম কেবল দিয়ে আটকে রাখা ব্রিফকেসের হ্যাণ্ডগ্রিপ। ছেঁড়া প্রায় অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট নতুন করে নব্বুই মিনিটের টাইমার চালু করে দেয়ায় ফুটবলের কাছ থেকে সরে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা। এখন তাদের একমাত্র

কাজ প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করে হত্যা করা।

চুপ করে বসে আছে ফুটবল, পাহারা দিচ্ছে না কেউ।

সুযোগটা নিতে চাইল রানা। ড্রাইভিং কমপার্টমেন্ট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল হ্যাঙারের মেঝেতে, ঝট করে চলে গেল ফুটবলের পাশে।

হ্যাঙারের আরেকদিক থেকে ছুটে আসছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডোরা। তাদের একের পর এক গুলি বিঁধছে তেলাপোকার পিছন অংশে।

বড়সড় টোয়িং ভেহিকেলের আড়ালে পকেট থেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের কাছ থেকে পাওয়া লকব্লাস্টার বের করল রানা, জিনিসটা বসিয়ে দিল মেঝের বল্টুর উপর। এই গোল বল্টুই মেঝের সঙ্গে আটকে রেখেছে ফুটবল। বিস্ফোরকের অ্যাকটিভেট বাটন টিপে দিল রানা, পরক্ষণে উল্টো দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে মনে গুনতে শুরু করেছে:

ওয়ান, ওয়ান-থাউযান্ড...

টু, ওয়ান-থাউযান্ড...

থ্রি...

সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল বিস্ফোরক।

মনে হলো বাতাস কেটে সপাং করে কারও পিঠে পড়েছে চাবুক!

মেঝে থেকে উপড়ে এল স্টাড, মুক্ত ব্রিফকেস থেকে ঝুলছে টাইটেনিয়াম কেবল।

দুই লাফে ফিরে এসে খপ্ করে ব্রিফকেস তুলে নিল রানা, প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে পড়ল তেলাপোকার ক্যাবে। আর ওমনি পৌঁছে গেল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

তাদের দু'জন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তেলাপোকার পিঠে। আর তখনই অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা মেঝেতে। একবার

দুলে উঠে দ্রুত সামনে বাড়ল তেলাপোকা। ওই জোর ঝাঁকির কারণে হোঁচট খেল এক কমাণ্ডো, পা পিছলে ছাত থেকে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

দ্বিতীয় লোকটার রিফ্লেক্স ভাল, চট্ করে হাত থেকে পি-৯০ ছেড়ে দিয়েছে সে, দু'হাতে খপ করে ধরেছে ছাতের দু'পাশের কিনারা। ঝড়ের গতি তুলছে গাড়ি।

প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফটের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে বাঁক নিল রানা— কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকাগুলো। তেলাপোকার পিঠে বাড়তি লোক, কিন্তু ওই ওজন নিয়ে তুমুল গর্জন ছেড়ে গতি তুলছে ইঞ্জিন।

শাফটের পশ্চিমে সরাসরি সামনে মেরিন ওয়ান কপ্টার দেখল রানা। এখনও ঘুরছে রোটর ব্লেড।

ওখানে যেতে চায় ও, মেরিন ওয়ানের পাশে পৌঁছলেই থামবে, দেরি না করে প্রেমিককে নিয়ে নেমে পড়বে মেঝের হ্যাচ দিয়ে, সরসর করে নামবে ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর ওর মন দমে গেল। প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারের ওদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো পোশাক পরা পাইথন ইউনিটের তিনজন কমাণ্ডো, হাতে উদ্যত অস্ত্র!

রানার জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

কিন্তু কী কারণে যেন, গুলি করছে না।

কারণটা কী? ভাবল রানা।

আর ঠিক তখনই ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের পিছনে ছোট জানালার কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। ঝরঝর করে কাঁচ পড়ল ওদের দু'জনের উপর। রানার মাথার দু'পাশে হাজির হয়েছে কালো গ্লাভস্ পরা দুটো হাত। ডান হাতে তীক্ষ্ণধার ছোরা!

তেলাপোকার পিঠে রয়ে গেছে এক কমাণ্ডো! মাথা রেখেছে কমপার্টমেন্টের ছাতে, ভিতরে দেখতে পাবে না, কিন্তু ছোরার

কোপে কিমা করবে রানাকে।

রিফ্লেক্সের বশে হাত বাড়াল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল লোকটার ছোরাওয়ালা কবজি। অন্য হাতে লোকটা খামচি দিতে চাইল রানার মুখে। এখনও তীর গতি তুলে মেরিন ওয়ানের দিকে ছুটছে তেলাপোকা। সামনের দুই চাকা ফুটো, জান বাঁচাতে লড়ছে ড্রাইভার, কাজেই হ্যাঙারের পিছলা মেঝের উপর এঁকেবেঁকে চলেছে যন্ত্রদানব।

পিছনে হাত নিয়ে কমাণ্ডোর কবজি শক্ত করে ধরেছে রানা, একটু সামনেই মেরিন ওয়ান— এখনও বন-বন করে ঘুরছে ভার্টিকাল টেইল রোটর, প্রায় অদৃশ্য এক চক্কর তৈরি করছে মেঝের ছয়ফুট উপরে। নীচের দিক বড়জোর তেলাপোকার ছাতের চেয়ে তিন ইঞ্চি উপরে...

প্রতিটি মুহূর্ত গুনছে রানা। শেষসময়ে কড়া ব্রেক কষল। সরসর করে পিছলে গেল তেলাপোকা। বড়সড় ভেহিকেল চলেছে মেরিন ওয়ান কপ্টারের টেইল রোটরের নীচ দিয়ে। গাড়ির ছাতের তিন ইঞ্চি উপরে ঘুরছে পাখা।

হঠাৎ আর্তচিৎকার করে উঠল ছাতের কমাণ্ডো। সবই বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু তা এক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর আওয়াজ শুরু হলো বৈদ্যুতিক করাতের। মুহূর্তে থেমে গেল লোকটার চিৎকার। তার দেহ থেকে কাটা পড়েছে মাথা। ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের ছাত থেকে ঝরঝর করে নামছে রক্তের জলপ্রপাত।

টেইল বুমের নীচ দিয়ে পিছলে চলেছে টোয়িং ভেহিকেল, সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে ঝাঁপ দিল পাইথন ইউনিটের তিন কমাণ্ডো।

ঠিক প্রায় তখনই কপ্টারের পাশে থামল তেলাপোকা— শত বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা দেহ। একটু দূরে সরাসরি সামনে বিশাল চারকোনা এলিভেটার শাফট। একবার প্রকাণ্ড খাদের দিকে

চাইল রানা। ওদিকে ভিতরে নেমে চলেছে হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম। দশফুট নীচে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ফ্লাইং-সসার আকৃতির রোটোডোম।

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা, আর ওর দিকে চেয়ে প্রেমিক বুঝে গেল মেজর কী করতে চলেছে।

'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, স্যর?'

'দেখি পাগল হলাম কি না,' বলল রানা, 'কিছু শক্ত করে ধরো!'

পরক্ষণে অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে দিল ও।

তীরের মত সামনে বাড়ল তেলাপোকা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল পিছনের চাকাগুলো। গাড়ি সোজা চলেছে বিশাল গহ্বরের দিকে!

গতিই সব, ভাবছে রানা।

গতি কমলে চলবে না। নইলে পৌঁছবে না...

কিনারার দিকে ছুটছে তেলাপোকা। চারপাশে এসে লাগছে বুলেট। লাল-হলুদ স্ফুলিঙ্গ উঠছে বডি থেকে।

মন দিয়ে ড্রাইভ করছে রানা। কোনও দিকে খেয়াল নেই।

গতি আরও বাড়ছে।

তারপর এলিভেটার শাফটের কিনারা পেরিয়ে প্রকাণ্ড তেলাপোকা উড়াল দিল বাতাসে। তখনও নাক উঁচু করে উপরে উঠছে, বনবন করে ঘুরছে চাকাগুলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো পতন, নীচে নামতে শুরু করেছে সামনের বাম্পার।

ততক্ষণে এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের মেঝে নেমে গেছে ত্রিশ ফুট নীচে। কিন্তু অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষ আরও উপরে— আর ওটার পিঠের উপর আস্ত রোটোডোম— ওটা আছে মাত্র দশ ফুট নীচে।

ওই দূরত্ব উড়ে নামল তেলাপোকা, জোরালো ঝপাং আওয়াজ

উঠল!

টাইটেনিয়াম বেযড, অত্যন্ত শক্ত ওই রোটোডোম; সহজেই ওজন নিল পড়ন্ত তেলাপোকার।

কিন্তু ওটার সাপোর্ট স্ট্রাটগুলো ওজন নিল না।

দুমড়ে গেল লোহার পাত, পাতলা ডালের মত মটমট করে ভেঙে পড়ল সবক'টা। রোটোডোম নিয়ে তেলাপোকা নামল বিমানের পিঠে। এত ওজন নিল না ফিউজেলাজের ছাত।

সিলিণ্ডারের মত ফিউজেলাজ চেপ্টে গেল অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যানের মত। অবশ্য ওটা কমিয়ে দিল তেলাপোকার পতনের গতি।

ফিউজেলাজে নেমে যাওয়ার সময় র্যাম্পের মত ঢালু হয়েছে রোটোডোম, ফলে বিমানের আরেক পাশে ভাঙা বাম ডানার পাশ দিয়ে নেমে এল তেলাপোকা।

রানা ও প্রেমিক যেন দুটো ছেঁড়া পুতুল, এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে। ভীষণ দুলছে তেলাপোকা, বিদ্যুদ্বেগে সামনে বাড়ছে।

হুলুস্থূলের ভিতর কীভাবে যেন রানা বুঝল ব্রেক পেডাল পায়ের নীচে, প্রাণপণে টিপে ধরল ওটা।

স্কিড শুরু করেছে তেলাপোকা, চরকির মত ঘুরছে। কয়েক সেকেণ্ড পর দড়াম করে গিয়ে লাগল শাফটের একপাশের দেয়ালে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারের চৌকো গহ্বর।

তেলাপোকা থেমে গেছে, ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দেরি না করে সাহায্য করল প্রেমিককে। বের করে আনল ড্রাইভিং কেবিন থেকে। আর ঠিক তখনই দুমড়ে যাওয়া ইস্পাতের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

গুলি শুরু করেছে তারা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তাদের।

হতবাক হয়ে দেখল, মেরিন সৈনিকের হাতে ফুটবল তুলে দিয়েছে বাদামি লোকটা, পরক্ষণে সঙ্গীকে তুলে নিয়েছে কাঁধে, তারপর এক সেকেণ্ড দ্বিধা না করেই লাফিয়ে পড়েছে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার গর্তের ভিতর!

অনেক নীচে গিয়ে পড়বে পাকা তরমুজের মত, ফেটে টুকরো টুকরো হবে!

# তেইশ

মাসুদ রানা এবং ওর কাঁধে সওয়ারী প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট যেন স্কাই-ডাইভার। খসে পড়ছে ওরা বিশাল এলিভেটার শাফটের পাশ দিয়ে।

আগেই প্রেমিককে বলে দিয়েছে রানা, খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে হবে ওর গলা। আহত হাতে ফুটবল ধরেছে গ্র্যান্ট, সুস্থ হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে রানার গলা। ভীষণ ভয় কাটাতে পারেনি, 'আ-আ-আ-আ-আ!' বিকট চিৎকার তুলে নামছে অনেক নীচের ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে!

পাশ কাটিয়ে উপরে উঠছে ধূসর কংক্রিটের দেয়াল।

পড়ছে ওরা বৃষ্টির মাঝে ভারী শিলার মত!

তারই ফাঁকে অনেক নীচে চারকোনা সাদা আলো দেখল রানা, ওদিকটা লেভেল ওয়ান হ্যাঙার। দুই শ' ফুট নীচে! ওখানে থেমেছে মিনি এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

একটু আগে পাওয়া হোলস্টার থেকে ম্যাগহুক বের করে

নিয়েছে রানা, খুলে নিল গ্র্যাপলিং হুক।

মেইন প্ল্যাটফর্মের নীচে লাগাতে পারবে না ম্যাগনেটিক হেড। ম্যাগহুকে থাকে মাত্র দেড় শ' ফুট দড়ি। প্ল্যাটফর্ম থেকে অত নীচে নামতে পারবে না ওরা, ঝুলবে শূন্যে। অনায়াসে ওদেরকে শেষ করবে কমাণ্ডোরা।

ওকে অপেক্ষা করতে হবে, তারপর...

আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট পড়বার পর কাজ শুরু করল রানা। গ্রিজ ভরা দেয়াল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ফুলে আছে একটার পর একটা ধাতব ব্র্যাকেট। ভিতর দিয়ে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নেমেছে অসংখ্য পুরু ধাতব কেবল, সেই একতলা পর্যন্ত। একটা ব্র্যাকেটের দিকে গ্র্যাপলিং হুক ফায়ার করল রানা।

পড়ছে ওরা সাঁই-সাঁই করে, মাথার উপর পাক খেয়ে খুলছে হুকের দড়ি, দুলছে সাপের মত।

রানার মনে হলো, তুমুল গতি তুলে ওদের দিকে উঠছে মিনি এলিভেটার!

ক্রমেই আরও বাড়ছে গতি...

তারপর জোরালো ঝটাং আওয়াজ হলো!

ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেয়েছে রানা ও প্রেমিক। ওদের পা থেমেছে মিনি এলিভেটারের ডেক থেকে মাত্র তিনফুট উপরে। সামনে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে-র বিশাল খোলা কবাট।

ম্যাগহুক লঞ্চার থেকে ঝুলছে রানা, দুই কাঁধের জয়েন্টে ভীষণ টনটনে ব্যথা। কয়েক সেকেণ্ড আগে টিপে দিয়েছে লঞ্চারের সামনের গ্রিপে কালো বাটন। ওটার কারণে ঘ্যাঁচ করে দড়ি কামড়ে ধরেছে ক্ল্যামপিং মেকানিযম।

ঠিক সময়ে বাটন না টিপলে...

প্রেমিককে নিয়ে অবশিষ্ট তিনফুট নেমে এল রানা। টের পেল, ওরা একা নয়।

হ্যাঙার বে-র দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নিশাত, মেরিন সৈনিক বৈজ্ঞানিক ও সত্যিকারের বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

অবাক হয়ে রানা ও রেড গ্র্যান্টকে দেখছে তারা।

'হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'আকাশ ফুঁড়ে,' বলল রানা। পরক্ষণে বলল, 'এখান থেকে সরে যেতে হবে।' রিলিজ বাটন টিপে ম্যাগহুক গুটিয়ে নিল ও।

ধীর গতি তুলে সামান্য দুলতে দুলতে নামছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার, ওটার উপর রয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

বিশাল পাতাল হ্যাঙার বে-র ভেহিকেল র‍্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা সবাইকে নিয়ে। রানার পিঠ থেকে প্রেমিককে তুলে নিয়ে চলেছে খবির ও নিশাত।

রানার পাশে চলে এল জেসিকা গোল্ডিং। 'এবার কী?'

'সঙ্গে আছেন প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা। 'ফুটবলও হাতে। ওটার কারণে আটকা পড়েছিলেন উনি। এবার এই পার্টি থেকে বিদায় নেব। কোনও টার্মিনাল দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সামনের একঘণ্টার ভিতর কোনও কমপিউটার ব্যবহার করে খুলে নিতে হবে কোনও একসিট ডোর। তারপর লেজ তুলে...' সামনে চাইল রানা। ঘুরে ঘুরে নীচে গেছে ভেহিকেল অ্যাক্সেস র‍্যাম্প। 'ডক্টর, কার্টিস,' ডাক দিল। 'সবচেয়ে কাছের সিকিউরিটি কমপিউটার কোথায়? পরের উইণ্ডো পিরিয়ডে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

'এই তলায় দুটো সিকিউরিটি কমপিউটার,' বলল কার্টিস। 'একটা হ্যাঙার অফিসে, অন্যটা জাংশন বক্সে।'

'এদিকেরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'যে-

কোনও সময়ে চলে আসবে ওরা।'

'পরের কমপিউটার লেভেল চার-এ। ডিকমপ্রেশন এরিয়া।'

'তা হলে ওখানেই যেতে হবে।'

ইয়ারপিসে নারী কণ্ঠ শুনল রানা।

তিশা।

'স্যর, আমরা ভেন্টিলেশন শাফটের নীচে পৌঁচেছি। এখন কী করব?'

'এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের তলা দিয়ে আসতে পারবে?'

'বোধহয়।'

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তা হলে লেভেল চার-এ ল্যাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করো।'

'ঠিক আছে। ...ও, আরেকটা কথা, আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী জুটেছে।'

'ভাল,' বলল রানা। 'চলে এসো।'

ভেহিকেল র‍্যাম্প বেয়ে ছুটতে শুরু করেছে ওরা, কিছুক্ষণের ভিতর নেমে এল লেভেল টু-তে। ওখানে মেঝেতে পেয়ে গেল একটা ম্যানহোল। ওটার ঢাকনি খুলে নেমে পড়ল। সামনে বাড়তেই একটু পর পাওয়া গেল ইমার্জেন্সি স্টেয়ারওয়েল। প্রায় দৌড়ের গতিতে সিঁড়ি ভাঙল ওরা আটজন। ল্যাণ্ডিঙে পাওয়া গেল লেভেল চারের ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় যাওয়ার ভারী ফায়ারডোর।

দরজা খুলবার চেষ্টা করল বৈজ্ঞানিক।

সহজেই খুলে গেল কবাট।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। এ ধরনের দরজাগুলো লক করে গিয়েছিল ওরা।

এখন খোলা কেন?

হাতের ইশারা করল ও: সাবধানে ভিতরে ঢোকো।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক, বুঝতে পেরেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলল, আর সেই সুযোগে ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকল নিশাত ও খবির, কাঁধে এম-১৬ ও পি-৯০।

গোলাগুলির দরকার পড়ল না।

ডিকমপ্রেশন এরিয়া ফাঁকা। চারপাশে গোলাগুলির চিহ্ন। মেঝেতে পড়ে আছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মৃত কমাণ্ডোরা।

নিশাত-খবিরের পর লাশ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল জেসিকা ও প্রেসিডেণ্ট। এরপর ঢুকল রানা, কাঁধে আহত প্রেমিক।

ডানদিকে দেয়ালের তাকে দেখা গেল কয়েকটা কম্পিউটার। ওগুলোকে প্রায় আড়াল দিয়েছে টেলিফোন-বুদ আকৃতির টেস্ট চেম্বারগুলো।

'ডক্টর কার্টিস, কোনও কমপিউটার টার্মিনাল চালু করুন,' বলল রানা। 'বৈজ্ঞানিক, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও। দেখো এই ইঁদুরের খাঁচা থেকে বেরুনো যায় কি না। ...খবির, তোমার দায়িত্বে থাকল গ্র্যাণ্ট। ...আপা, পাশের ঘরে গিয়ে খুঁজে বের করুন ফার্স্ট এইড কিট।'

ওদিকের ঘরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল নিশাত।

এদিকে মুখ কুঁচকে রাখা প্রেমিককে আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিল খবির। এবার পিছনের দরজা বন্ধ করতে চাইল। কিন্তু ওটার উপর চোখ পড়তেই বলল, 'আরে, আসলে এখানে হচ্ছেটা কী?'

ওর পাশে চলে গেল রানা। 'কী হয়েছে?'

'লক্ষ্য করুন।' আঙুল তুলে দেখাল খবির।

তালার উপর নজর পড়তেই ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

তালার উপরে পুরু ত্রিকোণ বোল্ট ঢুকেছে দরজার চৌকাঠে, ওটা করাত বা অন্য কিছু দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

নিখুঁত কাজ।

দ্বিতীয়বার দেখবার পর রানা নিশ্চিত হলো, এটা করাতের কাজ নয়। কোনও ধরনের লেজার দিয়ে...

আরও কুঁচকে গেল রানার ভুরু।

এই লেভেলে ওদের প্রাণপণ লড়াইয়ে পর কেউ এসেছিল।

'স্যর,' কে যেন বলল।

নিশাত সুলতানা।

লেভেল চারের আরেকদিকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে তিশা, এইমাত্র পৌঁচেছে ও।

'আপনার বোধহয় এদিকে এসে দেখা উচিত,' বলল নিশাত।

লেভেল চারের মাঝ দিয়ে সাদা দেয়াল গেছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে। ওদিকের দরজার সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওর চোখ পড়ল বোল্টের উপর। ওটাও কেটে ফেলা হয়েছে লেজার ডিভাইস ব্যবহার করে।

'কী দেখব, আপা?' চোখ তুলে জানতে চাইল রানা।

কারও কিছু বলতে হলো না, নিজেই বুঝল। তিশার সঙ্গে এসেছে মাথা-মোটা চাটা কর্নেল চাক কোসলোস্কি ও প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার সুবেশী হফসন নিরো।

বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের এলাকা দেখাল তিশা। ওদিকের ছাত অনেক উঁচু। ভিতরে কাঁচের চারকোনা ঘর।

ওদিকে চোখ পড়তেই শিরশির করে উঠল রানার মেরুদণ্ড। ভীষণ চমকে গেছে।

কাঁচের ঘরে যেন বোমা ফেটেছে।

চারদেয়াল এদিকে এলিয়ে আছে, ভাঙা। ভিতরে কাঁচের অসংখ্য টুকরো। বাইরের বাতাস ঢুকেছে ওই ঘরে। এখানে-ওখানে পুতুল ও খেলনা। উল্টে পড়ে আছে রংচঙে ফার্নিচার। সবই লণ্ডভণ্ড।

কোথাও নেই পল ছেলেটা।

'মনে হচ্ছে ল্যাব থেকেও নানা কিছু সরিয়েছে,' বলল তিশা।

কাঁচের ঘরের দিকে চেয়ে আছে রানা, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে নীচের ঠোঁট। ভাবছে: যে-ই হোক, সরিয়ে নিয়েছে ছেলেটাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এই ফ্যাসিলিটিতে অন্য কেউ বা আরও কোন দল আছে!'

## চব্বিশ

ওই ভাষা আফ্রিকান্‌স্।

উনিশ শ' চুরানব্বুই সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা শাসন করেছে যে শ্বেত-বর্ণবাদী সরকার, তারা নিজেদের জন্য অফিশিয়াল ভাষা হিসাবে ব্যবহার করত আফ্রিকান্‌স্। উপযুক্ত কারণে বর্তমানে ওই দেশের অফিশিয়াল ভাষা হিসাবে ওটা ব্যবহার করা হয় না।

ডিআইএ-র দুই আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্টের সঙ্গে আলাপ শেষে রেকর্ডকৃত আলাপের বক্তব্য অনুবাদ করিয়ে নিয়েছে কেভিন কনলন। এবার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেবে ডিরেক্টরের বরাবরে।

আরেকবার অনুবাদকৃত লেখা পড়ল, মৃদু হেসে ফেলল।

কাগজে লেখা:

কম-স্যাট সিকিউর ওয়ায়ার ট্রেস ই-১২এ-৩
ডিআইএ- স্পেস ডিভ-পেন্ট-ভিসি

অপারেটর: টি ১৮-০০৯

সোর্স: ইউএসএএফ-এসএ(আর)০৯

২৮-মে ২২:০৫-৫৬

আফ্রিকান্‌স্ থেকে ইংরেজি অনুবাদ, বাংলা করলে দাঁড়ায়:

**প্রথম কণ্ঠ:** নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ভ্যাকসিন তৈরি।

১৩-জুন ১৮:০১:২৩

আফ্রিকান্‌স্ থেকে অনুবাদ:

**প্রথম কণ্ঠ:** আগামী জুলাইয়ের তিন তারিখে পরীক্ষা করা হবে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন। সরিয়ে নেয়ার ইউনিট কোথায়?

**দ্বিতীয় কণ্ঠ:** এরই ভিতর রওনা হয়েছে রেকণ্ডোরা।

১৫-জুন ১২:৪৫:২৩

আফ্রিকান্‌স্ থেকে অনুবাদ:

**প্রথম কণ্ঠ:** প্রস্তুতি চলছে সকালে সরিয়ে নেয়ার।

১৬-জুন ১৯:৫৬:০৭

অনুবাদ:

**তৃতীয় কণ্ঠ:** সব ঠিকঠাক আছে। ঠিক তৃতীয় দিন।

২১-জুন ০৭:২১:১৪

আফ্রিকান্‌স্ থেকে অনুবাদ:

**প্রথম কণ্ঠ:** সমস্যা হচ্ছে সরিয়ে নেয়া। ঠিক করা হয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকার রেকণ্ডোদের ব্যবহার করা হবে।

**দ্বিতীয় কণ্ঠ:** কথাটা জানিয়ে দেব।

২২-জুন ২৯:৫০:২৬

অনুবাদ:

মিশন শুরু হয়ে গেছে।

২৩:জুন ০১:০৯:২১

অনুবাদ:

**প্রথম কণ্ঠ:**

রেকণ্ডোরা জায়গামত অপেক্ষা করবে নয় দিন পর।

২

'বড় কোনও গোলমাল চলছে ওখানে,' অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মন্তব্য করেছে কেভিন কনলনের অনুবাদকদের একজন। বেঁটে, হাসিখুশি এক লোক সে, নাম জনি গ্রাহাম। 'এরা বলেছে রেকণ্ডো ইউনিটের কথা। বর্ণবাদী দক্ষিণ-আফ্রিকান সংগঠনের সৈনিক তারা। কাউকে কোনও সুযোগ দেয় না, খুন করে ফেলে।'

'এ থেকে কী বুঝব?' জানতে চেয়েছে কনলন।

দরজার কাছ থেকে ঘুরে চেয়েছে জনি। 'ওরা রেকণ্ডো, তার মানে দুনিয়ার সবচেয়ে বদলোক। এরা ছিল সাউথ-আফ্রিকান রিকনিসেন্স কমাণ্ডো। ম্যাণ্ডেলা ক্ষমতা পাওয়ার আগে এই শ্বেতাঙ্গরা ছিল ক্র্যাক অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড। সীমান্তের ওদিকে জরুরি রেইডে যেত, খুন করত শত শত মানুষকে। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের নেতাদেরকে। এদের কাজ ছিল ভূতের মত কোথাও গিয়ে হাজির হওয়া। সবাইকে শেষ করে দেয়ার পর আবারও উধাও হয়ে যেত। কেউ জানত না কী ঘটেছে। লাশ কথা বলে না। গলা ফাঁক করে কথা বন্ধ করে দেয়া হতো সবার।

'সাড়ে হারামজাদা এরা। শুনেছি একবার যিমবাবুইয়ের ঘাস-জমিতে উনিশ দিন অ্যাম্বুশ পেতে বসেছিল এদের একটা স্কোয়াড। তারপর তাদের টার্গেট এল। লোকটা ভেবেছিল চারপাশে কোনও বিপদ নেই। আর তখনই ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে এল রেকণ্ডোরা, শেষ করে দিল তাকে।

'অনেকে বলে এরা উনিশ শ' আশির দিকে অ্যাঙ্গোলান মার্সেনারিদেরকে দলে টেনে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। অবশ্য, উনিশ শ' চুরানব্বুই সালে ক্ষমতায় গেলেন ম্যাণ্ডেলা, রেকণ্ডোদের নানা কুকীর্তি প্রকাশ পেতে লাগল। তখন ওই দলটা ভেঙে দেয়া

হলো। এরপর লোকগুলো হঠাৎ করেই মার্সেনারি হয়ে উঠল। কিন্তু একটা সংগঠন রয়েই গেল। ওটার নাম ডিয়ে অর্গাস্যাসি। ভাড়াটে ক্র্যাক স্কোয়াড তারা, পয়সা পেলে যে-কারও হয়ে খুন করে।'

'শিট্,' বলল কনলন। 'আর ডিয়ে অর্গাস্যাসি? ওটার কাজ কী?'

'ওটা আধা কিংবদন্তী আর আধা বাস্তব,' বলল গ্রাহাম। 'কেউ জানে না ওটার ব্যাপারে। তাদের বিষয়ে একটা করে ফাইল আছে এমআইসিক্স ও সিআইএতে। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া শ্বেতাঙ্গরা গড়ে তুলেছে এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠন। তাদের মূল কাজ এএনসি সরকারকে বিতাড়িত করা। এরা চায় আবারও দেশের ক্ষমতা নিক শ্বেতাঙ্গরা। ওই সংগঠন তৈরি করেছে একদল মস্ত বড়লোক। প্রত্যেকে বর্ণবাদী। এদেরকে বলা হয় থার্ড ফোর্স। বা স্পাইডার নেটওঅর্ক। ইন্টারপোল তাদের লিস্টে লিখেছে: এটা অ্যাকটিভ টেরোরিস্ট অর্গানাইযেশন।'

জনি গ্রাহাম চলে যেতে আবারও কাগজে চোখ নামিয়েছে কনলন। তখন থেকে ভাবছে: অত্যন্ত ধনী ডানপন্থী দক্ষিণ-আফ্রিকান সংগঠন বা ওটার নেতারা পাঠিয়েছে কমাণ্ডোদেরকে... কিন্তু কী করছে তারা ইউএস এয়ার ফোর্স বেসে?

স্বভাব অনুযায়ী সোজা প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে মাথা-মোটা চাটা কর্নেল চাক কোসলোস্কি ও ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার সুবেশী হফসন নিরো। এদিকে প্রিয় বন্ধু প্রেমিকের পাশে চলে গেছে কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা স্যাটারফিল্ড, মুখ থমথম করছে। নিচু স্বরে সাহস দিয়ে চলেছে।

ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, তিশা।

'আমরা এদেরকে পেয়েছি মেরিন ওয়ানের ভেতর,' মাথা কাত করে লোক দু'জনকে দেখাল তিশা। 'প্রেসিডেনশিয়াল এস্কেপ পডের ভিতর লুকিয়ে বসে ছিল।'

'কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে কোসলোস্কি,' বলল রানা।

'সে-ই তো র‍্যাঙ্কিং অফিসার,' মৃদু স্বরে বলল তিশা।

'জীবনেও কখনও গোলাগুলির মুখে পড়েনি।'

'তা হলে ওর কথা শুনলে মরব আমরা,' মন্তব্য করল তিশা।

ওদের বামদিকে কয়েক গজ দূরে এক টেস্ট চেম্বারের পাশের কমপিউটার টার্মিনালে বসেছে জুলিয়ো কার্টিস ও বৈজ্ঞানিক।

তাদের পিছনে চলে গেল রানা, বলল, 'কী বুঝছেন?'

'অবাক লাগছে,' বলল কার্টিস। 'নিজেই দেখুন।' স্ক্রিন দেখিয়ে দিল সে। মনিটরে লেখা:

এস.এ. (আর) ০৯-এ

***সিকিউরিটি অ্যাক্সেস লগ***

৬-৪-০১০২২৯০১৮

***টাইম***

কি অ্যাকশন

***অপারেটার***

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬:৩০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥ ০৬:৫৮:৩৪ লকডাউন কমাণ্ড ॥ ১০৫-০২ লকডাউন এন্যাকটেড ॥ ০৭:০০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥ (লকডাউন মোড) ০৭:৩০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥

**০৭:৩৭:৫৬ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ॥ ম্যালফাংশন**

**লোকেটেড অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশন ॥ টার্মিনাল ১-এ২ ॥ রিসিভিং নো রেসপন্স ফ্রম সিস্টেমঃ ট্র্যাকস্, অগয সিস-১, র‍্যাড কম-স্কেয়ার, এমবিএন, একসিট ফ্যান ॥**

**০৭:৩৮:০০ ওয়ার্নিংঃ অগযিলারি সিস্টেম ॥ টার্মিনাল ১-এ-২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটিঃ ৫০% রেসপণ্ডিং॥**

০৮:০০:১৫ মেইন পাওয়ার শাটডাউন ॥ ডিযএবেল কমাণ্ড ॥ (টার্মিনাল ৩-এওয়ান) ০৮:০০:১৮ ॥ অগযিলারি পাওয়ার এন্যাবলড্ ॥ অগয সিস্টেম ॥ অগয সিস্টেম স্টার্ট আপ ॥

**০৮:০০:১৯ ওয়ার্নিংঃ অগয সিস্টেম লো পাওয়ার প্রটোকল ইন পাওয়ার অপারেশনাল। লো এফেক্টঃ নন-এসেনশিয়াল সিস্টেম্স্ পাওয়ার প্রটোকল এন্যাবল। ডিসেবল ॥**

০৮:০১:০২ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০০৩-ভি ওপেণ্ড কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩) ॥ ০৮:০৪:৩৪ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০৬২-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥ ০৮:০৪:৫৫ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ১০০-ডাবলিউ ওপেণ্ড কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥

**০৮:১৮:০০ ওয়ার্নিংঃ অগযিলারি ॥ অগযি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি ৩৫% রেসপণ্ডিং ॥**

০৮:২১:৩০ ॥ সিকিউরিটি ক্যামেরা সিস্টেম ॥ ০০৮-৯৩ ॥

সিস্টেম এররঃ সিকিউরিটি ॥ শাটডাউন কমাণ্ড (টার্মিনাল ক্যামেরা সিস্টেম অলরেডি ১-এ১) ॥ ডিযএবেল পার লো পাওয়ার প্রটোকল ॥

'বুঝলেন,' বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। 'ভাল দিয়েই সব শুরু হয়েছিল। লোকাল অপারেটার সাধারণ ভাবেই সিস্টেম চেক করছিল। ওই লোক বোধহয় আছে মেইন হ্যাঙার অফিসে।

তারপর ছয়টা আটান্ন মিনিটে লকডাউন করা হলো। এটা করেছে অপারেটার ১০৫-০২। উচ্চপদস্থ কেউ সে। ১০৫ মানেই সে কমপক্ষে কর্নেল বা তার চেয়ে উপরের কেউ। লোকটা বোধহয় ছিল কর্নেল বার্নটন ডানকান।

'তারপর সকাল সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিটে কিছু ঘটল লেভেল ওয়ানে। তখন কমপ্লেক্সের কমপক্ষে অর্ধেক অগযিলারি পাওয়ার নষ্ট হয়ে গেল।'

রানার চোখে ভেসে উঠল হামভি এবং ওটার পিঠের মিসাইল পড। স্বাভাবিক স্বরে বলল ও, 'তখন একটা মিসাইল লেগেছিল জাংশন বক্সে।'

'ঠিক আছে,' বলল বিজ্ঞানী। 'এবার বুঝলাম। জাংশন বক্সের ভিতর থাকে অগযিলারি পাওয়ার জেনারেটার। ওটা নষ্ট হতেই বিপদ শুরু হয়েছে। দেখুন এখানে কী লেখা।'

রানা চোখ রাখল মনিটরে:

০৮:০০:১৫ মেইন পাওয়ার
শাটডাউন
০০৮-৭২ মেইন পাওয়ার
ডিযএবেল
কমাণ্ড (টারমিনাল ৩-এ১)

'এরপর কে যেন মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল,' বলল কার্টিস। 'এ কারণে ক্যামেরা বন্ধ করতে পারিনি। আমি এসেছি পরে। এই যে দেখুন আমার এণ্ট্রি, আটটা একুশ। আমি ছিলাম অপারেটার ০০৮-৯৩। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য একজন... অপারেটার ০০৮-৭২ আগেই মেইন সাপ্লাই থামিয়ে দেয়ায় ক্যামেরা অফ হয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে চালু হয় অগযিলারি

পাওয়ার। কিন্তু আপনাদের মিসাইলের আঘাতে মাত্র অর্ধেক শক্তি দিতে পেরেছে ওটা। খেয়াল করুন, দ্রুত কমেছে পাওয়ার।

'অগযিলারি পাওয়ার চালু হতেই অপ্রয়োজনীয় সব পাওয়ার ড্রেইনেজ বন্ধ হয়েছে। বাড়তি বাতি বা ক্যামেরা নেটওঅর্ক থেমে গেছে। একারণে বারবার লেখা উঠেছে: লো প্রটোকল চলছে।'

'তার মানে পাওয়ার বন্ধ করে ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দিয়েছে কেউ,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়,' বলল বিজ্ঞানী। 'ওই লোকের পরের কাজটা দেখুন। তিনটা বিশেষ লকডাউন রিলিজ কোড ব্যবহার করেছে। প্রথমবার আটটা এক মিনিটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আটটা চার মিনিটে— খুলে নিয়েছে তিন একসিট ডোর।'

'পাঁচ মিনিটের উইণ্ডো পিরিয়ড,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কোন দরজা ব্যবহার করেছে?'

'এক সেকেণ্ড, দেখছি,' কি-বোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল কার্টিস। 'প্রথমে খুলেছে ০০৩-ভি।' এবার এয়ার বেস যিরো নাইনের স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম ভেসে উঠল মনিটরে। 'এই যে এটা ০০৩-ভি। ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।'

'আর অন্য দুই দরজা?'

'০৬১-ডাবলিউ ও ৯৯-ডাবলিউ...' মন দিয়ে পর্দা দেখছে বিজ্ঞানী। '০৬১-ডাবলিউ মানেই একষট্টি নম্বর দরজা। পশ্চিমে। তার মানে জায়গাটা...'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'৬১ ওয়েস্ট একটা ব্লাস্ট ডোর, ওটা বন্ধ রাখে লেভেল সিক্সের এক্স-রেল টানেল।'

'আর অন্য দরজা? ৯৯ ওয়েস্ট?'

'ওটা এক্স-রেল টানেলের শেষমাথায়, লেক পাওয়ালের

শুরুতে। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। ৯৯ ওয়েস্ট সিকিউরিটি ডোর খুললেই সামনে পড়বে লেক।'

'বুঝলাম না লোকটা তিনটে দরজা খুলল কেন,' বলল বৈজ্ঞানিক।

'প্রথমে খুলেছে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট, ওদিক দিয়ে তার দলের সবাই ঢুকেছে। নইলে চুরির মাল সরাবে কী করে?' মন্তব্য করল রানা।

'আর অন্য দুই দরজা?'

'যাতে বেরিয়ে যেতে পারে।'

'পাওয়ার বন্ধ করল কেন?' জানতে চাইল তিশা।

'ক্যামেরা অফ করতে পাওয়ার ডিযএব্‌ল্‌ করেছে,' বলল রানা। 'যে বা যারাই হোক, সে বা তারা চায়নি এয়ার ফোর্সের লোক ওসব দেখুক।'

'সুযোগ থাকলে কী দেখত?' জানতে চাইল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক।

চট্‌ করে একবার তিশাকে দেখে নিল রানা। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ওরা চায়নি কেউ বুঝে ফেলুক ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে।' জুলিয়ো কার্টিসের দিকে চাইল রানা। 'খুঁজে বের করতে পারবেন অপারেটার ০৮৮-৭২ কে?'

'পারব,' কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে বিজ্ঞানী।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'পেয়েছি।'

স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে একটা লিস্ট।

রানার চোখ খুঁজে নিল নির্দিষ্ট এণ্ট্রি:

০০৮-৭২ ইংগিল্‌স্‌, বয়েস।

'বয়েস ইংগিলস্‌ কে?' জানতে চাইল রানা।

'এক ভয়ঙ্কর অর্থপিশাচ,' পিছন থেকে বলে উঠল কে যেন। কণ্ঠটা প্রেসিডেন্টের। রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। চাপা স্বরে বললেন, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল বেঈমানি করবে। ইংগিলস দক্ষিণ-আফ্রিকার বিজ্ঞানী, এখানে কাজ করছিল ভ্যাকসিনের উপর।'

'আপনি শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করবেন, আর আশা করবেন আপনার পাছায় কামড় দেবে না, তা আবার হয়!' মুখ ফস্কে বলল হোসেন আরাফাত খবির।

'ছেলেটাকে নিয়ে কী করবে?' জানতে চাইল রানা। এক সেকেণ্ড পর নিজেই বুঝল।

'ওকে ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করবে ওরা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য সব জাতের মানুষ মেরে সাফ করবে। আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, ইংগিলস কাজ করছে বর্ণবাদী ভয়ঙ্কর এক সংগঠনের হয়ে।'

'আমরা এবার কী করব?' রানার দিকে চেয়ে জানতে চাইল তিশা।

'ওই ছেলের পিছু নেব,' বলল রানা। 'প্রথমেই...'

'না, মেজর, আপনি প্রেসিডেন্টকে রেখে কোথাও যাচ্ছেন না,' তপ্ত স্বরে বলল মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি। হঠাৎ করে রানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

রাগে মাথার তালু গরম হয়ে গেল রানার। কিন্তু কিছু বলবার আগেই আবারও বলল কর্নেল, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, প্রেসিডেন্ট মারা গেলে আমেরিকা শেষ। ছেলেটাকে নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। ভুলে যাবেন না আমি আপনাদের সবার নেতৃত্বে আছি, এখন আপনার প্রথম কাজ হবে...'

'দেখুন, আমি আপনার অধীনে চাকরি করি না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আবারও যদি ওই সুরে কথা শুনি, এক চড়ে

আপনার সবকটা দাঁত...'

'শান্ত হোন আপনারা,' নরম স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট। রানার দিকে চাইলেন তিনি। 'আপনি আসলে কী করতে চান, মিস্টার রানা?'

'প্রথমে ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে,' বলল রানা। 'ওরা যদি ছেলেটার দখল নিতে পারে, তা হলে কেবল কালার্ড মানুষের নয়, গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের জন্যে দরজা খোলা রেখে গেছে ওরা। এবার সেই পথে বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে। আপনাকে নিয়ে সরে যাবে এক দল। আর এদিকে আমি যাব ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে।'

রাগে চোয়াল ফুলে গেছে কোসলোস্কির, কিন্তু রানার যুক্তি খণ্ডাবে, এমন কোনও জুতসই যুক্তি এল না তার মাথায়। হাঁ হয়ে থাকল মুখটা।

'মিস্টার রানা, আপনি ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'সত্যিই আমাদের এখন বেরিয়ে পড়া উচিত। আর ওই ছেলেকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনাও দরকার।'

# পঁচিশ

মেইন হ্যাঙারের পিছনে কন্ট্রোল দালানের দোতলায় ওভারটাইম করছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের চার রেডিয়ো অপারেটার। ব্যস্ত সময় কাটছে তাদের।

'মেইন পাওয়ার ডাউন, কোনও ক্যামেরা কাজ করছে না।

প্রতিটি সিস্টেম চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে...'

'স্যর, কেউ একজন লকডাউন রিলিজ কোড ব্যবহার করেছে। পশ্চিমের এক্স-রেল ডোর খুলে দেয়া হয়েছে।'

'কে সে?' কড়া স্বরে জানতে চাইল জেনারেল ব্রুকস।

ভুরু কুঁচকে ফেলল কন্সোল অপারেটার। 'মনে হচ্ছে প্রফেসর ইংগিলস, স্যর।'

'ইংগিলস,' নিচু স্বরে বলল জেনারেল। 'এমন হতে পারে, আগেই সন্দেহ করেছি।'

'স্যর,' ডাক দিল অন্য এক অপারেটার। 'মুভমেন্ট দেখছি এক্স-রেল সিস্টেমে। কেউ একজন ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে চলেছে।'

'লোভ সামলাতে পারল না ইংগিলস! ছেলেটাকে ওর খুবই দরকার...' বিষণ্ণ হাসল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'কতক্ষণ লাগবে লেক পাওয়েলে এক্স-রেল ট্রেন পৌঁছুতে?'

'এক শ' সত্তর মাইল বেগে চল্লিশ মাইল পেরুতে বড়জোর চোদ্দ মিনিট লাগবে, স্যর।'

'কোবরা ইউনিটকে জানিয়ে দাও, দেরি না করে যেন লেভেল সিক্স-এ যায়। ইংগিলসের পিছু নিতে হবে। এক্স-রেল ব্যবহার করবে ওরা। ...এদিকে ওপরের দরজা খুলবে র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, এএইচ-৭৭ কপ্টার নিয়ে যাবে লেকে— আমরা সামনে এবং পিছন থেকে ইংগিলসের পথ আটকে দেব। যাচ্ছে যাক, কিন্তু এর জন্যে মরতে হবে ওকে। ওই ছেলেকে আমাদের চাই। ও যদি না থাকত, কোনদিন শুরুই হতো না এই মিশন।'

ঝড়ের গতিতে ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে নেমে চলেছে রানা, তিশা, নিশাত ও খবির। রানার হাতে উদ্যত ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। সামনের দিক কাভার করছে। কোমরে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের

কমব্যাট ওয়েবিং থেকে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

ওদের পিছনে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ছুটে নামছে জেসিকা। এর পর পর বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস, মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। তাদের পিছনে গায়ক বাটারফিল্ড ও বৈজ্ঞানিক। ওরা বয়ে আনছে প্রেমিককে।

কয়েক মুহূর্ত পর লেভেল সিক্স-এর দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা। মেঝের উপর ভেঙেচুরে পড়ে আছে স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গের লাশ। থমথম করছে চারপাশ।

রানা ডোর নবে হাত রাখতেই ফিসফিস করে বলল জেসিকা গোল্ডিং, 'খুব সাবধান! আগেরবার ঠিক এখানেই হামলা করেছে!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। পরক্ষণে নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজা, কাভার করল সামনের দিক।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

কোনও গুলি এল না।

সিঁড়িঘরে চুপ হয়ে গেছে সবাই।

রানার পাশ থেকে বাইরে চোখ ফেলল নিশাত, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'হায় আল্লা!'

প্রকাণ্ড শাফটের ভিতর একটু দুলতে দুলতে নামছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

ওটার পিঠে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের সামনে জড় হয়েছে দশ কমাণ্ডো। তারা কোবরা ইউনিট। এই কমপ্লেক্সের নীচতলার দিকে চলেছে। গন্তব্য লেভেল সিক্স। পিছু নেবে তারা প্রফেসর বয়েস ইংগিলস ও বাচ্চা ছেলেটার।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে শাফট বেয়ে নামছে ফুটবল মাঠ আকৃতির এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। কোবরা ইউনিটের পাশেই উপরে উঠছে ধুলোভরা ধূসর কংক্রিট দেয়াল।

লেভেল থ্রি পেরিয়ে এল কমাণ্ডোরা, নামছে। পাশে চলে এল লেভেল চার। তারপর পানির দিকে নামতে শুরু করল প্ল্যাটফর্ম। লেভেল পাঁচ-এ সেল ব্লক পাশ কাটাল ওটা। তখনই টনকে টন পানি উঠে এল প্ল্যাটফর্মের উপর। বিমানের ভাঙা হালকা টুকরো নিয়ে খেলতে শুরু করেছে ঢেউ।

'ধুর!' বলে উঠল কোবরা ইউনিটের নেতা ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড। গভীর কূপের পানি উঠে এসেছে তার কোমর পর্যন্ত।

রেডিয়ো মাইকের দিকে হাত বাড়াল বোলেণ্ড।

'কোবরা ইউনিট বলছি, লেভেল পাঁচ-এ বন্যা চলছে। ভরে উঠছে মেইন এলিভেটার শাফট। লেভেল সিক্সে যেতে হলে পুবের ফায়ার স্টেয়ার ধরে যেতে হবে, নইলে ব্যবহার করতে হবে পশ্চিমের ভেন্টিলেশন শাফট। কোবরা ইউনিট ভেন্টিলেশন শাফটের দিকে চলেছে।'

'স্যর। ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের স্যাটালাইট ইমেজ আবারও ফিরেছে।'

পাশের এক প্রিন্টার থেকে চকচকে কাগজ বেরুতে শুরু করেছে। রেডিয়ো অপারেটার ফড়াৎ করে ছিঁড়ে নিল কাগজটা। চট্ করে দেখে নিল উপরে লেখা সময়ের কোড।

'এটা দশ মিনিট আগের। আরেকটা আসছে এখন। আরে, শালা, এটা আবার...'

'কী ওটা?' জানতে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। অপারেটারের হাত থেকে কাগজটা নিল। মনে পড়েছে আগের স্যাটালাইট স্ক্যানের কথা: স্যাটালাইটের ইনফ্রারেড ইমেজে ধরা পড়েছিল চব্বিশটা রডের মত জিনিস। জায়গাটা ছিল ইইভি।

সরু হয়ে গেল জেনারেল ব্রুকসের দুই চোখ।

বড় করে দেখানো স্যাটালাইট ইমেজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

কয়েকটা রড। কিন্তু আসলে ওগুলো মোটেও রড নয়।

কমব্যাট বুট— বেরিয়ে আছে হিট-ডিফ্লেকটিং কাভারের নীচ থেকে!

দুই সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় স্যাটালাইট স্ক্যান এল। মেশিনের ভিতর থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিল জেনারেল।

এটা আরও নতুন ইমেজ।

মাত্র একমিনিট আগের।

আগের ইমেজের মতই। কাছেই ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট ও মরুভূমির মেঝে।

কিন্তু ভেন্টের আশপাশের বুটগুলো এখন আর নেই!

'হুম, খুব চালাক তুমি, না ইংগিলস?' চাপা স্বরে বলল জেনারেল ব্রুকস। 'সঙ্গে করে রেকণ্ডো ইউনিটও নিয়ে এসেছ!'

লেভেল সিক্স। এক্স-রেল স্টেশন।

তুমুল লড়াই হয়েছে এখানে।

লেভেল সিক্স দেখতে প্রায় সাধারণ সাবওয়ে স্টেশনের মতই। মাঝে উঁচু কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম। দু'পাশে ট্রেনের ট্র্যাক। যেন স্বাভাবিক রেল-স্টেশন। অবশ্য, সামনে-পিছনে দীর্ঘ দুই টানেল, কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মাত্র একটা সুড়ঙ্গ। অন্য কারণেও এই স্টেশন একটু আলাদাঃ ভারী, ধূসর ইস্পাতের ব্লাস্ট দরজা দিয়ে সিল করে দেয়া হয়েছে চার সুড়ঙ্গের ভিতর তিনটিই।

মাঝের প্ল্যাটফর্মে নয়টা লাশ, পরনে কালো সুট।

প্রাইমারি অ্যাডভান্স টিমের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তারা।

নানাদিকে ছিটকে পড়েছে। রক্ত শুকিয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত লাশগুলোর। অজস্র বুলেট ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে সুট।

এ দলের ওপাশে আরেকদল লোক। সংখ্যায় দশজন। পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো কমব্যাট ড্রেস।

এরাও মারা পড়েছে।

প্ল্যাটফর্মে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে তিনজন। নক্ষত্র আকৃতির বুলেট-চিহ্ন বুকের মাঝে— ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে গুলি। ডানদিকের রেল ট্র্যাক থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠতেই গুলি খেয়েছে পিঠে। প্রায় বিস্ফোরিত হয়েছে বুকের খাঁচা। এটা সম্ভব শুধু হলো-পয়েন্ট বুলেটের আঘাতে।

ট্র্যাকের উপর আরও কয়েকজন, নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো। রক্তে ভেসে গেছে ঊর্ধ্বাঙ্গ। তিনজনের কপালে গুলির ফুটো। রানা বিশেষ করে লক্ষ্য করল চারজন কমাণ্ডোকে।

গুলি করা হয়নি তাদেরকে।

ডানদিকের ট্র্যাকের কাছে দেয়ালের বুকে স্টিলের দরজা। ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট। ওখানে মরেছে এরা।

এদের এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত পুরোটা গলা ফাঁক করে দেয়া হয়েছে জবাই করে।

পিছনের ভেন্ট থেকে আততায়ীরা বেরুতেই সবচেয়ে আগে মরেছে এরা, ভাবল রানা। স্টেয়ারওয়েল থেকে বেরিয়ে এল, উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর।

ফাঁকা পড়ে আছে স্টেশন।

চারপাশে চোখ বোলাল ও।

মাঝের প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুই ট্র্যাকে দুই এক্স-রেল ইঞ্জিন।

এক্স-রেল সিস্টেমকে বলা হয় হাই-স্পিড পাতাল রেলওয়ে পথ। প্রয়োজনে এক্স-রেল ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইকুইপমেন্ট সরিয়ে নেয় ইউএস মিলিটারি। তারা এসব ইঞ্জিনকে রেলকারও বলে। অত্যন্ত দ্রুতগামী, ওগুলোকে স্থির রাখতে দরকার পড়ে চারটে ট্র্যাক— দুটো মাটিতে, অন্যদুটো রেলকারের ছাতে।

এক্স-রেল কারগুলো যেন ভবিষ্যতের কোনও রেলগাড়ি।

দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট— সাধারণ সাবওয়ে বগির সমান, কিন্তু মুখটা

ছুঁচোর নাকের মত তীক্ষ্ণ। ওভাবে তৈরি করা হয়েছে বাতাস কেটে প্রচণ্ড গতি তুলবার জন্য।

দুনিয়াসেরা জাপানি বুলেট ট্রেনের মতই দেখতে রেলকার দুটো। ছুঁচোর মত নাক, সম্পূর্ণ অ্যারোডাইনামিক দু'দিক, বো-র কাছে বিমানের ডানার মত শক্ত পাত।

রানার বামদিকে এক্স-রেল ট্রেনে দুটো বগি, মাঝে অ্যাকর্ডিয়ানের মত প্যাসেজওয়ে। যেন পিঠে-পিঠ দিয়ে অপেক্ষা করছে দুই ইঞ্জিন। দু'পাশে দুই ছুঁচাল নাক। চকচকে সাদা রং ঝিকমিক করছে। যেন লেজে লেজে আটকা পড়েছে দুই স্পেস শাটল।

আগেও এই জিনিস দেখেছে রানা, নতুন করে বুঝল, কেন এ জিনিসকে X-রেল বলা হয়।

প্রতিটি ইঞ্জিনের সামনে ও পিছনে চারটে করে খুঁটি, ওগুলো X তৈরি করেছে। এক্সের নীচ দিকের দুই খুঁটি মিশেছে ট্র্যাকে, ওদিকে উপরের দুই খুঁটি স্পর্শ করেছে সুড়ঙ্গের ছাতের ট্র্যাক। এসব খুঁটি বিমানের ডানার মত, যাতে প্রচণ্ড গতি তুলতে পারে ইঞ্জিন।

জোড়া ইঞ্জিনের পিছনে ব্লাস্ট ডোরের কাছে ছোট এক এক্স-রেল ভেহিকেল দেখল রানা। অন্য ইঞ্জিনের তিনভাগের এক ভাগ আকৃতির হবে ওই ইঞ্জিন। দু'জন আরোহীর জন্য ককপিট, আর কোনও যাত্রী নিতে পারবে না।

'মেইনটেন্যান্স ভেহিকেল,' বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। 'সুড়ঙ্গ পরিষ্কার রাখা বা ঠিক করতে ব্যবহার করে। ওটার গতি বড় ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি। কিন্তু যাত্রী আঁটে মাত্র দু'জন।'

'এ জিনিস নিউ ইয়র্কের সাবওয়েতে নামায় না কেন?' আফসোস করে বলল বাটারফিল্ড।

'এই যে, এদিকটা দেখে যান,' ডাকল বৈজ্ঞানিক। বামদিকের

ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের খোলা দরজা দেখাচ্ছে সে। ওই সুড়ঙ্গ অন্যগুলোর মত বন্ধ নয়, কোনও ব্লাস্ট ডোর নেই।

'ওটা পশ্চিমের ৬১ নম্বর দরজা,' বলল জুলিয়ো কার্টিস। 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে লোকগুলো।'

'ওই একই পথে আমরাও যাব,' বলল রানা।

দেরি না করে জোড়া ইঞ্জিনের এক্স-রেল ট্রেনের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে।

ঝুঁকে ইঞ্জিনের দরজার বাটন টিপল রানা। মৃদু হুউস্ আওয়াজ তুলে একপাশে খুলে গেল দুই বগির দরজাগুলো। কোমরে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, সামনের দরজার চৌকাঠ পেরুল রানা, হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সবাইকে ট্রেনে উঠতে হবে। দেরি না করে ওকে পাশ কাটাল খবির, চট্ করে ঢুকে পড়ল ড্রাইভারের কেবিনে। ওর পর পর ট্রেনে উঠল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

প্রথম বগির পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। এই দু'জন উঠতেই একে একে উঠল তিশা, নিশাত, মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। শেষ দু'জন যেন পণ করেছে প্রেসিডেন্টের চোখের আড়াল হবে না।

সবার শেষে প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেছে বাটারফিল্ড ও বৈজ্ঞানিক, দু'জন মিলে নিয়ে আসছে আহত প্রেমিক রেড গ্র্যান্টকে।

'জ্যাকসন! বৈজ্ঞানিক! জলদি!' তাড়া দিল রানা।

ঘুরে রেল কারের ভিতর চোখ বোলাল। সাধারণ সাবওয়ে ক্যারেজ ও ফ্রেট কারের মাঝে যেন সংকর হয়ে জন্মেছে এই ট্রেন। পিছনে কয়েক সারি যাত্রীসিট, কিন্তু সামনে বড় এক অংশ জুড়ে কার্গো বাক্স তুলবার জায়গা।

পিছনের দরজার কাছে প্রেসিডেন্টকে দেখল রানা। ভদ্রলোক

চল্লিশ ফুট দূরে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা সিটে।

আর ঠিক তখনই সব ঘটতে লাগল।

সতর্ক হওয়ার কোনও সুযোগ পেল না ওরা।

এইমাত্র ট্রেনে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে রানা, ওই তো সিটে বসলেন প্রেসিডেন্ট, আর ঠিক অমনি বিস্ফোরিত হলো বগির প্রতিটা জানালা!

অটোমেটিক রাইফেলের গুলি-বর্ষণে ছিটকে গেল অজস্র কাঁচের টুকরো।

গুলির পর গুলি চলছে, চারপাশে বিকট আওয়াজ।

এক্স-রেল ইঞ্জিনের ডানদিক থেকে আসছে শত শত বুলেট। গোটা ক্যারেজ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

ঝট্ করে উবু হয়ে গেল রানা, বামহাতে ঢেকে ফেলেছে মুখ। গায়ে এসে পড়ছে ছুটন্ত কাঁচের হাজারো টুকরো। এক সেকেণ্ড পর চরকির মত ঘুরল ও, চট্ করে ভাঙা জানালা দিয়ে দেখে নিল। একদল নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে এয়ার ভেন্ট থেকে। প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম থেকে তেড়ে আসছে। বেশিরভাগের হাতে পি-৯০ রাইফেল, কিন্তু দু'একজনের হাতে ছয় ব্যারেলের মিনিগান।

কর্কশ হুর-হুর আওয়াজ তুলছে মিনিগান, উগরে দিচ্ছে শত শত বুলেট। সব এসে লাগছে ট্রেনের পাশে।

'সবাই ঠিক আছেন?' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে জানতে চাইল রানা। মনে হলো না গুলির বজ্রপাতের ভিতর কেউ শুনতে পেয়েছে।

মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন প্রেসিডেন্ট, একবার সামান্য হাত নেড়ে যেন বোঝাতে চাইলেন, তিনি ঠিক আছেন।

'সবাই মেঝেতে শুয়ে পড়ো!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা।

হঠাৎ ওদের পায়ের নীচে গর্জন ছাড়ল এক্স-রেল ইঞ্জিন।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা। ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের ভিতর খবির ও জুলিয়ো কার্টিসকে দেখল। একের পর এক সুইচ টিপছে তারা। খবির ঠেলে দিল থ্রটল। জোরে দুলে উঠল রেলগাড়ি, গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে ইঞ্জিন।

এবার রওনা হও, মনে মনে বলল রানা।

নড়তে শুরু করেছে রেলকার।

তখনই ইয়ারপিসে শুনল রানা: 'অ্যাই! দাঁড়াও! আমাদের নিয়ে যাও!'

বাটারফিল্ড!

বাটারফিল্ড, বৈজ্ঞানিক ও প্রেমিক এখনও রয়ে গেছে প্ল্যাটফর্মে!

আহত প্রেমিককে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে পারেনি ওরা, রেলকারের কাছাকাছি এসেছে, এমনসময় পাতাল স্টেশনের আরেকদিক থেকে হামলা শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

একটা কংক্রিট পিলারের আড়াল নিয়েছে ওরা, আপাতত এক্স-রেল ট্রেনের দ্বিতীয় বগি থেকে দশ ফুট দূরে।

ওদের চারপাশে লাগছে কমাণ্ডোদের মিনিগানের শত শত গুলি।

'ঠিক আছে! রেডি হও!' চিৎকার করল বাটারফিল্ড। 'ঠিক আছে! এবার!'

একইসঙ্গে আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। পিছনের পিলারে লাগছে অজস্র গুলি। ছিটকে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। দুটো গুলি ছিঁড়ে নিল বাটারফিল্ডের বাম কাঁধের মাংস।

'ছুটতে শুরু করো প্রেমিক! আমাদের সঙ্গে!' চিৎকার করল বাটারফিল্ড।

দ্বিতীয় রেলকারের পিছন-দরজার কাছে পৌঁছে গেল ওরা,

ঠেলে তুলে দিতে চাইল প্রেমিককে।

আর ঠিক তখন ঠাস্ আওয়াজ তুলল প্রেমিকের মাথা। ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেল ঘাড়, কাত হয়ে গেল অস্বাভাবিক অ্যাঙ্গেলে। বাটারফিল্ডের কাঁধে এলিয়ে পড়েছে মাথা।

'হায় ঈশ্বর, শেষ!' আফসোস করল বৈজ্ঞানিক।

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বাটারফিল্ড।

ওর কাঁধে লড়বড় করছে গ্র্যান্টের মাথা। পিছনে বুলেটের গর্ত, ওখান থেকে পড়ছে রক্ত-মগজ মিশ্রিত লালচে ঝোল।

মারা গেছে রেড গ্র্যান্ট।

পাথর হয়ে গেল বাটারফিল্ড, নিজে আহত তা-ও ভুলে গেছে।

'বাটারফিল্ড, জলদি, উঠে পড়ো,' তাড়া দিল বৈজ্ঞানিক। 'গাড়ি তো ছেড়ে দিল!'

জবাব দিল না বাটারফিল্ড, চুপ করে চেয়ে রইল মৃত বন্ধুর মুখে।

'বাটারফিল্ড...'

'যাও,' নরম স্বরে বলল কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক। চারপাশে লাগছে গুলি, খেয়াল নেই সেদিকে। রেলকারের পাশে আস্তে করে প্ল্যাটফর্মে বন্ধুকে শুইয়ে দিল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চোখ তুলে চাইল। 'যাও। চলে যাও।'

'তুমি কী করবে?' জানতে চাইল বৈজ্ঞানিক।

'ভাইয়ের পাশেই থাকব।'

বাটারফিল্ডের বিষণ্ণ চোখ দেখল বৈজ্ঞানিক।

দূরে চেয়ে আছে বাটারফিল্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল। চোখ গিয়ে পড়েছে প্ল্যাটফর্মের আরেক মাথায়। ওদিক থেকে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক। 'আবারও দেখা হবে, গায়ক।'

'আর কখনও না,' বলল বাটারফিল্ড।

'বৈজ্ঞানিক!' চিৎকার করে ডাকল রানা, হাতে অস্ত্র। পিছনে কী চলছে বুঝতে চাইছে। মাথা তুলতে পারছে না, একটু উপর দিয়ে যাচ্ছে বুলেটের স্রোত। 'তোমরা ট্রেনে উঠছ না কেন!'

'প্রেমিক মারা গেছে, স্যর,' নিচু স্বরে বলল বৈজ্ঞানিক। 'আর... বাটারফিল্ড... আরেশ্শালা!'

মস্ত দুই চাকা ফুটো হওয়ার আওয়াজ শুরু হয়েছে গোটা স্টেশন জুড়ে।

'ভূস!

'ভূস!

ঘুরে চাইল রানা— এক সেকেণ্ড পর দেখল কালো দুটো ক্রিকেট বল আকৃতির গ্রেনেড উড়ে আসছে এক্স-রেল কারের দিকে!

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দুই কমাণ্ডোর হাতে দুটো এম-২০৩ গ্রেনেড লঞ্চার!

ভাঙা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই গ্রেনেড। একটা রানার ডানদিকে পড়ল, অন্যটা পড়ল বগির পিছনে। ওখানে তিশা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট!

রানার পাশের গ্রেনেড ছিটকে লাগল ওদিকের দেয়ালে, ঠোকর খেয়ে ওখানেই থামল।

কাছের গ্রেনেড মাত্র আড়াই গজ দূরে!

সময় নষ্ট করল না রানা, ডাইভ দিল ওটার দিকে। মেঝেতে পড়েই সরসর করে পিছলে গেল ওর বুক, ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে। নাগালের ভিতর গ্রেনেড পেয়েই রেলকারের দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইল। বারকয়েক ড্রপ খেয়ে শক্ত মেঝেতে ঠকঠক শব্দে গড়াতে শুরু করেছে গ্রেনেড, এক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

দেয়ালের পাশে থেমেছে রানা, ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। দরজা দিয়ে ঢুকল আগুনের বড়সড় লাল-হলুদ গোলক।

ক্যারেজের আরেক প্রান্তে তিশা ও নিশাতের কপাল অত ভাল নয়।

ওদিকের গ্রেনেড পড়েছে যাত্রী সিটগুলোর ভিতর, সঠিক সময়ে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কয়েক সেকেণ্ড পর ফাটবে ওটা!

'জলদি! এদিকে সবাই!' তাড়া দিল তিশা, হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে প্রেসিডেন্টকে, দুই বগির মাঝের অ্যাকর্ডিয়ানের মত সুড়ঙ্গের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

এক সেকেণ্ড পর খুলল কাঁচের স্লাইডিং দরজা, প্রেসিডেন্টকে ঠেলে দিল তিশা সামনে। ওদের পর হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল নিশাত, জেসিকা, কোসলোস্কি ও নিরো। পিছনে কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে নিশাত।

এদিকে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সামনের কাঁচের দরজা খুলে ফেলেছে তিশা, ঢুকে পড়েছে দ্বিতীয় রেলকারে। ওর বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। পরক্ষণে তিশাও উড়ে গেল অন্যদের ধাক্কা খেয়ে।

পরের সেকেণ্ডে প্রথম কারের পিছনে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। চারপাশে ছিটকে গেল অতি উজ্জ্বল আলো। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল সামনের কাঁচের দরজা। ফাটল ধরল দ্বিতীয় কাঁচের দরজায়। আগুনের লাল জিভ চেটে দিয়ে গেল ওদিকটা।

দ্বিতীয় গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হ্যাঁচকা টানে রানাকে ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দিকে ঠেলে দিল। অবশ্য এক সেকেণ্ড পর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও। রেডিয়ো মাইকে বলল, 'তিশা! আপা! আপনারা ঠিক?'

'দ্বিতীয় কারে, সঙ্গে প্রেসিডেন্ট,' জবাবে বলল তিশা।

'বৈজ্ঞানিক,' ডাকল রানা। 'তোমরা উঠেছ?'

'আমি একা। পিছনের কারে। বাটারফিল্ড...'

'খবির!' প্রায় ধমকে উঠল রানা, 'বুঝতে পেরেছ কীভাবে চালাতে হয়?'

'মনে তো হয় বুঝেছি।'

'তা হলে জলদি চলো!'

এক সেকেণ্ড পর রওনা হলো অতি খাটো ট্রেন। সামনে থেকে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

'স্যর,' মাইকে বলে উঠল বৈজ্ঞানিক। 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমরা প্রেমিককে হারিয়েছি।'

'আচ্ছা,' বিষণ্ন শোনাল রানার কণ্ঠ।

'আর, বাটারফিল্ডকে হারাতে চলেছি এখন।'

'কী?' চমকে গেল রানা। বিস্তারিত জানবার সময় পেল না, আরও তিনবার 'ভূস! আওয়াজ হয়েছে স্টেশনের আরেক প্রান্তে।

রকেট লঞ্চার থেকে বেরিয়েছে তিনটে গ্রেনেড, সবই আসছে মন্থর-গতি এক্স-রেল্ ট্রেনের দিকে! বাষ্পের মত ধোঁয়া পিছনে ছেড়ে আসছে তিন গ্রেনেড। এক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় এক্স-রেল কারের ভিতর গিয়ে পড়ল সব।

ওই এক্স-রেল কারের ভিতর রয়েছেন প্রেসিডেন্ট!

'আমার শালার চুতিয়া কপাল!' ইয়ারপিসে নিশাতের কণ্ঠ শুনল রানা।

গতি বাড়ছে এক্স-রেল ট্রেনের, সোজা চলেছে সুড়ঙ্গের দিকে।

দ্বিতীয় রেলকারের ভিতর দুর্ভাগ্য মানতে পারছে না তিশা।

তিনটে গ্রেনেড!

সব এই ক্যারেজে!

বিদ্যুদ্বেগে ভাবল: এখানে থাকলে সবাই মরব। যদি বাইরে যাই, নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের সঙ্গে লড়ার সুযোগ পাব।

মরব বোধহয়, কিন্তু মরতেই হবে এমন নাও হতে পারে।

'আমরা এখানে থাকতে পারব না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল তিশা, 'বেরোও সবাই! বেরোও!'

প্রায় একইসঙ্গে প্রেসিডেন্টের কোটের কলার খপ করে ধরল তিশা ও জেসিকা, হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল ভদ্রলোককে, ধাক্কা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দরজার দিকে।

দুই সেকেণ্ড পর বাইরে. প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্টকে ছুঁড়ে দিল ওরা, নিজেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে চলন্ত ট্রেন থেকে। প্ল্যাটফর্মে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে ওরা, পরের মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে ছুটন্ত ট্রেন থেকে নামতে দ্বিধা করছিল কোসলোস্কি ও নিরো, শেষপর্যন্ত ভয়ে ভয়ে লাফ দিল তারা, ফলে বেকায়দাভাবে ধুপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর।

ওদিকে এরা কখন নামবে সেজন্য অপেক্ষা করেনি নিশাত, এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের কাঁচ ভাঙা জানালার ভিতর দিয়ে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে আসবার সময় সমারসল্ট করেছে. বুকের কাছে রেখেছে অস্ত্র, শরীর গড়িয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওই একইসময়ে বিস্ফোরিত হয়েছে তিন গ্রেনেড। আগুনের বিশাল এক হলকা বেরিয়ে এল পিছনের রেলকার থেকে।

ভিতরে প্রকাণ্ড তিনটে আগুনের কুণ্ডলী নানাদিকে ছুটছে, বাইরে থেকে মনে হলো গোটা বগি জ্বলন্ত কোনও টিউব লাইট। চারপাশ চাটতে শুরু করেছে লেলিহান আগুন, সরু ডালের মত মটমট করে ভেঙে পড়ল জানালাগুলোর ফ্রেম, মড়মড় করে ফাটল দেয়ালগুলো।

আগুনের হলকা ছুটে এল প্ল্যাটফর্ম চাটতে, তিশা ও অন্যদের মাথার উপর দিয়ে পিছনের পিলারগুলোকে স্পর্শ করে হঠাৎই দুপ আওয়াজ তুলে উধাও হয়ে গেল।

তিন গ্রেনেড বেদম দুলিয়ে দিয়েছে গোটা এক্স-রেল ট্রেন। তবে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি।

বিস্ফোরণের সময় প্রথম ক্যারেজে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিয়েছে রানা, এবার জানালা দিয়ে পিছনে চাইল। চমকে গেল ভীষণ। বুকের ভিতর টের পেল আতঙ্ক।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ঘিরে রেখেছে তিশা, নিশাত ও জেসিকা। ওদেরকে কোনও কাভার খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু কোথায় পাবে আড়াল?

গতি বাড়ছে ট্রেনের, চলে এসেছে স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে। পিছনে পড়ছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। ট্রেনের দিকে খেয়াল নেই তাদের। সবার নজর প্রেসিডেন্টের দিকে।

রানা টের পেল, ওকে কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ও কি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামবে? প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে লড়বে? ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দুলছে মস্ত এক দেশের ভাগ্য।

নাকি ও পিছু নেবে ওই ছেলের...

ট্রেন সুড়ঙ্গে ঢুকে যাওয়ার তিন সেকেণ্ড আগে দৃশ্যটা দেখতে পেল রানা, বুঝে গেল প্রেসিডেন্ট বাঁচবেন—অন্তত লেভেল সিক্স-এ মরতে হবে না তাঁকে। ভদ্রলোককে সরিয়ে নেবে নিশাত আপা ও তিশা।

মুহূর্তে রানা সিদ্ধান্ত নিল, পলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ওরই পিছু নেবে ও।

পরের সেকেণ্ডে রানার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল স্টেশনের দৃশ্য। ওর দেখা হলো না, প্রেসিডেন্টের দিকে লিপফ্রগ করে সামনে বাড়ছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডোরা!

## ছাব্বিশ

প্ল্যাটফর্মে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন ইউএসএ-র প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে মাত্র কয়েকজন সৈনিক ও অফিসার। কারও কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, এবার মরতেই হবে!

পশ্চিমের কালো সুড়ঙ্গের দিকে একবার চাইল তিশা, ওদিক থেকে আসছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা। একেকজন যেন কালো প্যানথার। পিলারে গুলি লাগতেই চোখ ঢাকল তিশা। মাথার উপর ঝরঝর করে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। নতুন করে টের পেল, ওদের বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। কোথাও পালাতে পারবে না ওরা। আটকা পড়েছে প্ল্যাটফর্মের মাঝে। দলে মাত্র কয়েকজন, যথেষ্ট অস্ত্র নেই, কপালটাই মন্দ।

তারপর গায়ক বাটারফিল্ডের উপর চোখ পড়ল তিশার।

সে যেন একটা রোবট— খোলা জায়গায় এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে। চলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের দিকে। চারপাশে গুলি চলছে, সেদিকে যেন কোনও খেয়াল নেই।

মানুষটার হাতে কোনও অস্ত্র নেই। বিশাল দুই মুঠো ঝুলছে দীর্ঘ দেহের দু'পাশে। নীরবে হাঁটছে। মুখে অনুভূতির লেশমাত্র নেই। চোখ স্থির, চোয়াল দৃঢ়।

বাটারফিল্ডকে দেখে তিশার মনে হলো, সে যেন নিজস্ব কোনও মিশন নিয়ে চলেছে।

'আল্লা ভাল করুন,' মনে মনে বলল তিশা। 'যেখানেই যাও, ভাল থেকো।' অন্যদের দিকে ফিরল ও। 'তৈরি হয়ে নিন। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

'কী বললে?' হড়বড় করে বলল কোসলোস্কি। 'কীভাবে?'

'বাটারফিল্ড সুযোগ করে দেবে। কাভার নিন সবাই। তৈরি থাকুন, যে-কোনও সময়ে ছুটতে হবে।'

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে সার্জেন্ট ইউএসএমসি রিক বাটারফিল্ড। পিছনে রেখেছে প্রেসিডেন্টের দলের সবাইকে।

এগুবার গতি সামান্য কমিয়ে আনল কমাণ্ডোরা, কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিককে দেখে বিস্মিত। এ ধরনের পাগলামি আগে দেখেনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, লোকটার সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। তবুও ধীর পায়ে সামনে বাড়ছে সে। গন্তব্য থেকে বিশ গজ দূরে, ওদিকে বিশ গজ পিছনে প্রেসিডেন্ট। কালো লোকটাকে সম্পূর্ণ নির্বিকার মনে হচ্ছে।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা জানে না, বিড়বিড় করে মাত্র একটা কথাই বলছে সে, হাঁটবার ফাঁকে বলে চলেছে: 'তোমরা আমার বন্ধুকে মেরে ফেলেছ... ও আমার আপন ভাইয়ের মত ছিল... তোমরা মেরে ফেলেছ ওকে, ও আমার আপন ভাইয়ের মত ছিল...'

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের এক কমাণ্ডো দক্ষতার সঙ্গে একপশলা গুলি বিঁধিয়ে দিল বাটারফিল্ডের বুক ও পেটে। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল বেচারা। ধুপ করে পড়ে গেল বাটারফিল্ড। নতুন করে সামনে বাড়ল কমাণ্ডোরা।

মৃতপ্রায় সৈনিকের সামনে পৌঁছে শুনতে পেল ওর শেষ ক'টা কথা। গলার ভিতরে রক্ত, গড়গড়া করবার মত করে বলল বাটারফিল্ড, 'তোমরা আমার ভাই... আমার বন্ধুকে...'

এবার কমাণ্ডোরা দেখল ভালুকের মত লোকটার ডান মুষ্ঠি খুলে গেছে ফুলের মত... তার মাঝে বসে আছে হাই-পাওয়ার্ড আরডিএক্স হ্যাণ্ড গ্রেনেড!

'তোমরা আমার...' শেষ শ্বাস নিল বাটারফিল্ড। এক সেকেণ্ড পর শিথিল হয়ে গেল হাত। তার আগে খুলে দিয়েছে গ্রেনেডের স্পুন!

কোবরা ইউনিটের সবাই ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল বাটারফিল্ডের হাতের দিকে। পরের সেকেণ্ডে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ফাটল আরডিএক্স গ্রেনেড!

সামনে জ্বলছে অত্যুজ্জ্বল হ্যালোজেন হেডল্যাম্প, সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে রকেটের গতি তুলে ছুটে চলেছে এক্স-রেল ট্রেন। বুলেট আকৃতির নাক ও চ্যাপ্টা ফিউজেলাজ নিয়ে সাঁই-সাঁই করে পিছনে ফেলছে দীর্ঘ, চওড়া ট্র্যাক। গতি তুলছে ঘণ্টায় দুই শ' মাইল। হয়তো আরও বাড়ত গতি, কিন্তু গুলির আঘাতে ভেঙে পড়েছে জানালা, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দেয়াল।

মসৃণ ও পিচ্ছিল সরীসৃপ যেন এই ট্রেন। ইঞ্জিনের শব্দ নেই, ওটার মাধ্যমে ছুটছে না এক্স-রেল ট্রেন। অত্যাধুনিক বাহন চলেছে স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট ম্যাগনেটিক প্রপালশন সিস্টেমের কল্যাণে।

বাড়তি মেশিনারি মানেই তো যখন তখন বিকল হবে, কিন্তু ম্যাগনেটিক প্রপালশনে সামান্য কয়েকটি যন্ত্রাংশ লাগে, অথচ দ্রুত বাড়তে থাকে গতি— এ কারণেই ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই সিস্টেম।

ড্রাইভারের কমপার্টমেণ্টে চুপ করে বসে আছে খবির, ডানহাত রেখেছে থ্রটলের উপর। মনোযোগ দিয়েছে দূরে। ওর পাশে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে গোটা

ট্রেন, কিন্তু একটা গুলিও লাগেনি ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে।

'ধ্যাৎ!' কথাটা শুনে পিছনে চাইল অন্য দু'জন।

এইমাত্র ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে এসে ঢুকেছে রানা।

'কিছু বললেন?' জানতে চাইল খবির।

মাথা নাড়ল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মস্ত ভুল হলো।' কমব্যাট ওয়েবিঙে ঝুলন্ত রুপালি স্যামসোনাইট ব্রিফকেস দেখিয়ে দিল। প্রেসিডেন্টের ফুটবল। 'সব এত দ্রুত ঘটল, ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, আর দিতে পারিনি ব্রিফকেস।' রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৮:৫৫

'হাতে বড়জোর একঘণ্টা, তার আগেই প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে ব্রিফকেস।'

'আমরা কি ফিরতি পথ ধরব?' জানতে চাইল খবির।

চুপ করে আছে রানা, ম্যাগনেটিক প্রপালশনের গতিতে ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'না, ফিরব না। ওই ছেলেকে কেড়ে আনতেই হবে, নইলে খতম হয়ে যাবে পৃথিবীর চার শ' কোটি মানুষ— তার মধ্যে ষোলো-সতেরো কোটি তো বাংলাদেশের আমরাই। ...বোধহয় ঠিক সময়েই ফিরতে পারব।'

'নইলে এ দেশের কী হবে?' নিচু স্বরে বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। রানার দিকে চেয়ে আছে সে।

'দেশের জায়গায় দেশ থাকবে, ভাববেন না,' বলল রানা। মনে মনে বলল, যেভাবেই হোক, কাউন্টডাউন শেষ হওয়ার আগেই ফিরব। বিজ্ঞানীর দিকে চাইল। 'পঁচিশ শব্দের ভিতর বলুন, এক্স-রেল সিস্টেম আসলে কী। কোথায় গেছে সুড়ঙ্গ?'

'আমি আসলে ভাল করে বলতে পারব না,' বলল কার্টিস। 'এই পথে কয়েকবার গেছি। যতটুকু বুঝেছি, এদিকে রয়েছে দুটো পথ। একটা গেছে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে পশ্চিমে। ওটা

পৌঁচেছে লেক পাওয়েলে। অন্য পথটা গেছে পুবে, ওটা গেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

বিজ্ঞানী সংক্ষেপে জানাল: তারা যে পথে চলেছে, ওটা গেছে পশ্চিমে, চল্লিশ মাইল দূরের লেক পাওয়েলে।

এই লেকের নাম আগে শুনেছে রানা। ইন্টারনেটেও দেখেছে, ওটা এক শ' নব্বুই মাইল জুড়ে পানিভরা প্যাঁচালো অসংখ্য গোলকধাঁধায় ভরা। ওখানে রয়েছে শত শত নিমজ্জিত ক্যানিয়ন, অনেকটা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির মত।

ইউটা ও অ্যারিযোনার সীমান্তে একসময় লেক পাওয়েল ছিল গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মতই। বিপুলধারা কলোরাডো নদী হাজারো বছর ধরে সৃষ্টি করেছে লাখো খাদ ও ক্যানিয়ন। ওই একই নদী ভাটির দিকে তৈরি করেছে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন।

অবশ্য, বিশাল গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মত বাঁধনহীন নয় লেক পাওয়েল, উনিশ শ' তেষট্টি সালে ওখানে হাইড্র-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট বসাতে নদীতে মস্ত এক বাঁধ তৈরি করেছে ইউএস সরকার। পাথুরে মরুভূমি ও ক্যানিয়ন এলাকা হয়ে গেল পানিতে আধাআধি ভরা জটিল এক লেক।

ওই সবুজ জলাশয়ের বুক থেকে আকাশে মাথা তুলেছে প্রকাণ্ড ও রাজকীয় সব বালিভরা মেসা। ওগুলোর উপর উঠলে চারপাশে শুধু সুনীল দিগন্ত। অনেক নীচে একের পর এক খাদ ও ক্যানিয়ন, ওখানে বইছে সরু সব খাল। জল-সমতল থেকে একটু উপরে মেসার হাঁটু বেয়ে ধুলোবালি-ভরা, পাথুরে, আঁকাবাঁকা সব পথ।

লেক পাওয়েল যেন একইসঙ্গে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন ও ভেনিস।

বড় কোনও প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে যা হয়, সরকার উনিশ শ' তেষট্টি সালে কলোরাডো নদীতে বাঁধ দিতে গেলেই চারপাশ থেকে হই-হই করে উঠল অনেকে। পরিবেশবাদীরা দাবী করল, ওই বাঁধ চালু হলে কাদার পরিমাণ বাড়বে, এতে নষ্ট হবে দুই

সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একজাতের ব্যাঙাচির ইকোসিস্টেম। কিন্তু ব্যাঙাচিগুলোকে পায়ের তলায় পিষে মারল সরকার, তাদের কথায় কান দিল না। তারপর বাধা এল অন্য জায়গা থেকে। ওই এলাকায় এক লোকের ছিল ছোট এক রেস্টুরেন্ট ও পেট্রল স্টেশন। সে সরকারের কাছে জমি বিক্রি করতে চাইল না। তা ছাড়া, জায়গাটা ছিল আদি পশ্চিমের ট্রেডিং পোস্ট। বাঁধ চালু হলে পানির এক শ' ফুট নীচে তলিয়ে যাবে তার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান।

শেষ পর্যন্ত বিপুল ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার তার জমি নিল।

তা যাই হোক, কিছু দিনের ভিতর লেক পাওয়েলের পরিচিত তিরানব্বুইটা খাদ ও না-জানা শত শত খাদ ও ক্যানিয়নের কারণে ওই এলাকা হয়ে উঠল জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট। অনেকে তাদের হাউস-বোট ভাড়া দিতে লাগল। বেশ কয়েক বছর এভাবে চলবার পর আবারও বদলে গেল টুরিস্টদের মনোভাব, তারা ছুটল অন্যদিকে— যেখানে বেশি মজা। তখন থেকে মন্দা চলছে ব্যবসায়। আজকাল নীরব হয়ে গেছে লেক পাওয়েল। ভুতুড়ে জলাশয়ের আঁকাবাঁকা সরু পথ ও খাড়া পাথুরে টিলা নিয়ে ধৈর্য ধরে নীরবে অপেক্ষা করছে সামান্য কয়েকজন ব্যবসায়ী, আবারও ফিরবে তাদের সুদিন।

'আমাদের এই এক্স-রেল পাতাল সুড়ঙ্গ মিশেছে লেকের এক লোডিং বে-তে,' বলল জুলিয়ো কার্টিস। 'দুটো কারণে রেললাইন তৈরি করা হয়েছে। প্রথম কারণ: গোপন রাখা যাবে এয়ার বেস যিরো নাইন ও এয়ার বেস যিরো এইট। ওই লেক ব্যবহার করে বার্জ দিয়ে দরকারী রসদ এনে টানেল দিয়ে সরিয়ে নেয়া যাবে চল্লিশ মাইল ভিতরের মরুভূমির বেসে। আমরা এখনও মাঝে মাঝে এই পথে রসদ ও বন্দিদের আনা-নেয়া করি।'

লোকটা চুপ হয়ে যেতেই বলল রানা, 'আর দ্বিতীয় কারণ?'

'পরের কারণ: মস্ত কোনও বিপদ হলে ইমার্জেন্সি রুট হিসাবে

ব্যবহার করা হবে এক্স-রেল সিস্টেম।'

সামনের ট্র্যাকে মন দিল রানা।

প্রচণ্ড গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে রেললাইন। সামনে বেঁকে গেছে চওড়া, চারকোনা সুড়ঙ্গ, দূরে শুধু অন্ধকার।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দরজার কাছে বরফের মূর্তি হয়ে গেছে মেরিনদের বৈজ্ঞানিক, আস্তে করে দুই হাত তুলল মাথার উপর।

'আমি, স্যর, অন্য কেউ না!'

পিস্তল নামিয়ে নিল রানা। 'পরেরবার দরজায় নক করে ঢুকবে।'

'আর ভুল করি, বস্?' বাড়তি সিটে বসে পড়ল বৈজ্ঞানিক।

'কোথায় ছিলে?'

'দ্বিতীয় ক্যারেজে। রকেট গ্রেনেড পড়তেই অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাই। ডাইভ দিলাম স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের ভিতর। তখনই ফাটল গ্রেনেড।'

'গুড, এখন বাড়তি লোক দরকার।' সত্যিকারের বিজ্ঞানীর দিকে চাইল রানা। 'এই লাইনে আর কোনও ট্রেন চললে তা বোঝা সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই,' বলল কার্টিস। 'এক মিনিট লাগবে বের করতে।'

ড্রাইভারের কন্সোলে কয়েকটা সুইচ টিপল সে। ড্যাশবোর্ডে চালু হয়ে গেল কমপিউটার মনিটর। কয়েক সেকেণ্ড পর এক্স-রেল সিস্টেমের ইমেজ ফুটে উঠল:

**এক্স-রেল নেটওঅর্ক ৩-৬৮৯-০০১**

এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে শুরু করে একের পর এক ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে লেক পাওয়েল পর্যন্ত এঁকেবেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ। রেললাইনের মানচিত্রে টিপটিপ করে জ্বলছে দুটো বাতি। চলেছে ওগুলো লেক পাওয়েল লক্ষ্য করে।

'মানচিত্রের লাল বিন্দুগুলো এক্স-রেল ট্রেন,' বলল বিজ্ঞানী। 'এয়ার বেস যিরো নাইনের কাছে আছি আমরা। অন্যটা এগিয়ে আছে কমপক্ষে দশ মিনিট।'

প্রথম বিন্দুর উপর চোখ রেখেছে রানা। এইমাত্র ওটা থেমেছে একটা 'লোডিং বে' লেখা অংশে।

'হাতে কয়েক মিনিট,' বলল রানা। 'মিস্টার কার্টিস, একটু খুলে বলুন বয়েস ইংগিলস কী ধরনের লোক।'

## সাতাশ

সার্জেন্ট রিক বাটারফিল্ডের গ্রেনেড ফাটতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তিশা, নিশাত ও জেসিকা, গুলি শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে। ওরা একইসঙ্গে কাভার দিচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। ভদ্রলোককে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে, কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ফায়ার স্টেয়ারওয়েলে। ওদিক দিয়েই লেভেল সিক্স-এ এসেছিল ওরা।

বাটারফিল্ডের গ্রেনেড খতম করে দিয়েছে পাঁচ কমাণ্ডোকে। প্ল্যাটফর্মের দু'পাশের এক্স-রেল ট্র্যাকে ছিটিয়ে পড়েছে লোকগুলোর রক্তাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

৫

গ্রেনেড ফাটবার সময় একটু দূরে ছিল অন্য পাঁচ কমাণ্ডো, শক ওয়েভের কারণে পিছনে ছিটকে পড়েছে তারা। এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটতে শুরু করেছে কোনও কাভার নেয়ার জন্য। হাতে প্রাণ নিয়ে সরে যেতে চাইছে প্ল্যাটফর্মের পিলার ও এক্স-রেল ট্র্যাকের আড়ালে। তাদের দিকে যাচ্ছে তিশাদের গুলি।

ফায়ার স্টেয়ারে পৌঁছে গেছে তিশা, নিশাত, জেসিকা, প্রেসিডেন্ট, কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। দেরি না করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে তিশা, ধুপধাপ করে উঠছে উপরে।

এ দু'জনের পিছনে পিঁপড়ের মত একসারিতে উঠছে অন্যরা।

দলটা থামল লেভেল পাঁচের ফায়ারডোরে।

দরজার হ্যাণ্ডেল ধরতে গিয়েও ঝট্ করে হাত সরিয়ে নিল তিশা।

দরজার চৌকাঠের পাশ দিয়ে পিচকারির মত বেরুচ্ছে পানি। দরজার রাবারের সিল কোনও কাজ করছে না। বিশেষ করে মেঝের কাছে পানির স্রোত বেশি। উপরের দিকে জোর কম।

দরজার একদম উপর অংশ থেকে বেরুচ্ছে না পানি।

ফায়ারপ্রুফ কবাটের ওপাশে বিপুল পানি।

পাল্লা খুলে দিলেই ভেসে যাবে ওরা।

ঠিক তখন দরজার ওদিকে ভয়ঙ্কর, দানবীয় গর্জন শুনল তিশা। বাপের জন্মেও এমন বীভৎস হুঙ্কার শোনেনি। ভীষণ ভয়ে গর্জে চলেছে কেউ।

বোধহয় ফাঁদে পড়া কোনও জানোয়ার।

'হায় ঈশ্বর... ভালুক,' বলল জেসিকা। তিশার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই দরজা খুলতে পারব না। অন্য কোনও...'

'ঠিক,' বলল তিশা।

বুটের শব্দ তুলে আবারও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সবাই,

পৌঁছে গেল লেভেল চার-এ।

প্রথমে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিশা, ডিকমপ্রেশন এরিয়া ভালভাবে দেখে নিয়ে সবাইকে ভিতরে ঢুকতে বলল।

ভিতরে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে গেল ছয়জন।

আর ঠিক তখনই হঠাৎ করেই কে যেন মাথার উপর জোরে বলে উঠল: 'আবারও দেখা হলো!'

চরকির মত ঘুরে চাইল সবাই। দেরি না করে অস্ত্র তুলেছে তিশা। পিস্তলের নল তাক করেছে দেয়ালে ঝুলন্ত এক টেলিভিশন সেট লক্ষ্য করে।

পর্দায় দেখা গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের হাস্যরত মুখ।

'আমেরিকার প্রিয় জনগণ, এখন সকাল নয়টা চার মিনিট। সময় হলো আপনাদেরকে জরুরি তথ্য দেয়ার।'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল লোকটা:

'প্রেসিডেন্টের অদক্ষ এবং বোকা মেরিনরা এখনও আমার কোনও কমাণ্ডোর নখাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। একই কথা বলতে হয় বাংলাদেশি টিমের বিষয়ে। এরা জানের ভয়ে ছুঁচোর মত নানাদিকে ছুটছে। শেষবার দেখা গেছে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট এই ফ্যাসিলিটির নীচের এক লেভেল দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এইমাত্র খবর এল, ওদিকে গোলাগুলি হয়েছে। লড়াইয়ের ফলাফল পৌঁছে গেলেই আপনাদেরকে...'

তিশা ভাল করেই জানে, লোকটা মিথ্যা বলছে, সত্যিকারের পরিস্থিতি গোপন করছে। ও ঠিক করল, লোকটা ছাগলের মত ম্যা-ম্যা করতে থাকুক, ওর অন্য কাজ আছে। অন্যরা টিভি দেখছে, কিন্তু সরে গেল তিশা, চলে এল লেভেল পাঁচ-এ যাওয়ার স্লাইডিং দরজার সামনে।

ওদিক থেকে আবছা চিৎকার আসছে।

চেঁচিয়ে চলেছে একদল লোক।

দরজার পাশের সুইচ টিপে দিল তিশা, অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করল। দরজা সরসর করে একপাশে সরে গেছে।

কবাট খুলবার গুড়গুড় আওয়াজ শুনে থেমে গেছে বন্দিদের চিৎকার ও হৈ-চৈ।

'হায় আল্লা,' আস্তে করে শ্বাস ফেলল তিশা।

নীচে র‍্যাম্পের গায়ে চাপড় মারছে ঢেউ। বলতে গেলে হারিয়ে গেছে র‍্যাম্প।

পিছনে জোরালো কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে খেয়াল না দিয়ে ঢালু ওয়াকওয়ে বেয়ে নামতে শুরু করল তিশা। গোড়ালি পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

র‍্যাম্পের উপর উবু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীচে লেভেল পাঁচ।

ওদিকের দৃশ্য দেখে বুক কেঁপে গেল তিশার।

গোটা লেভেল থইথই করছে পানিতে।

গভীরতা হবে বুক সমান।

প্রায়ান্ধকার, তার ভিতর সেলের শিক বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে বন্যার পানি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কেউ কেউ—বাঁচাও!

এই লোকগুলো ভয়ঙ্কর সব খুনি, নরপিশাচ ও দানব। এই ফ্যাসিলিটিতে না এলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

তারপরও কেমন যেন খারাপ লাগছে তিশার।

ওকে দেখতে পেয়েছে লোকগুলো।

'বাঁচাও!'

'আমাকে বাঁচাও!'

'আমি কিছু করিনি!'

'আমাকে সরিয়ে নাও!'

কেউ কেউ করুণ সুরে সাহায্য চাইছে: 'জীবনে কখনও পাপ করিনি! বাঁচাও আমাকে!'

প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে পানির উচ্চতা। একটু পর ডুবে যাবে প্রতিটা সেল।

রানার মতই, এখানে এসে বন্দিদের আগে দেখেনি তিশা। অবশ্য প্রেসিডেন্ট যখন ভাইরাস নিয়ে বলছিলেন, তখন বেশ কিছু কথা কানে ঢুকেছে ওর।

'চলো, এবার চলে যাই,' তিশার কাঁধের কাছ থেকে বলল জেসিকা গোল্ডিং।

ওদিকে থেমে গেছে জেনারেলের বাগাড়ম্বর।

চুপ হয়ে গেছে টিভি।

'এরা ডুবে মরবে,' প্রায় ফিসফিস করে বলল তিশা।

ওর হাত ধরে র‍্যাম্প বেয়ে লেভেল চারের দিকে উঠতে শুরু করল জেসিকা। পিছন থেকে আসতে লাগল ভয়ানক জঘন্য সব গালাগালি।

'বিশ্বাস করো, পানিতে ডুবে মরলেও এদের পাপমোচন হবে না,' বলল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। 'চলো, কোথাও গিয়ে লুকাতে হবে। তোমার কথা জানি না, কিন্তু আমাদের সবার বিশ্রাম দরকার।'

উপরে উঠে আসতেই বোতাম টিপে দরজা ভিড়িয়ে দিল জেসিকা। ওদিকে রয়ে গেল লোকগুলোর কাতর অনুনয় ও অকথ্য গালি-গালাজ।

তিশা ও জেসিকার পিছু নিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর পিছনে নিশাত, কোসলোস্কি ও নিরো।

এই লেভেলের পশ্চিমে চলেছে সবাই।

লম্বাটে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর অংশ খেয়াল করেনি কেউ। দূর থেকে মনে হতে পারে ঠিকই আছে, কিন্তু যদি কাছ থেকে কেউ দেখত, বুঝত ওখানে চলছিল টাইমার অ্যাকটিভেটেড লক। ঠিক সময়ে ওটা খুলে দেবে প্রেশারাইয্ড় ডোর।

খুলে গেছে ওই দরজা, এখন ডিকমপ্রেশন চেম্বারে কেউ নেই।

সময় সকাল নয়টা ছয় মিনিট।

# আটাশ

'কোবরা ইউনিট, কাম ইন। রিপোর্ট!' মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল এক রেডিয়ো অপারেটার।

'কণ্ট্রোল, কোবরা ইউনিটের চিফ বলছি। এক্স-রেল প্ল্যাটফর্মে ভয়ঙ্কর হামলার মুখে পড়েছি। পাঁচজন মারা গেছে। দু'জন আহত। শত্রুপক্ষের একজনের কাছে আরডিএক্স গ্রেনেড ছিল, ওই হারামজাদা আত্মহত্যা করেছে...'

'প্রেসিডেন্টের কী খবর?' কথা থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রেডিয়ো অপারেটার।

'প্রেসিডেন্ট এখনও এই কমপ্লেক্সের ভিতর। রিপিট করছি: প্রেসিডেন্ট এখনও কমপ্লেক্সের ভিতর। শেষবার ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে উঠতে দেখা গেছে। তার বডিগার্ড হিসাবে কাজ করছে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক। এদের আরেকদল দ্বিতীয় এক্স-রেল ট্রেন নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে...'

'আর ফুটবল?'

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেই। আমার এক লোক শপথ করে বলছে, ট্রেন নিয়ে যাওয়ার আগে মাসুদ রানা নামের সাক্ষাৎ ওই ইবলিশ ওটা নিয়ে গেছে, আর...'

'ঠিক আছে, কোবরা লিডার। জরুরি চিকিৎসার জন্য আহতদেরকে মেইন হ্যাঙারে নিয়ে আসুন। আমরা প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করবার জন্য ওয়াং ইউনিটকে নীচে পাঠাব।'

'বয়েস ইংগিলস আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার মেডিকেল ব্যাটালিয়নের কর্নেল ছিল,' বলল ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস। তুমুল গতি তুলে টানেলের ভিতর দিয়ে মরুভূমির লেক লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে এক্স-রেল কার।

'মেড,' তিক্ত স্বরে বলল রানা।

'আগে এদের পদবী শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। একেকটা দানব। এরাই অফেন্সিভ বায়ো মেডিকেল ইউনিট ছিল, স্পেশালাইযড্ সাবডিভিশন অভ রেকণ্ডো। এই এলিট ট্রুপ মাঠে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স ব্যবহার করত।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল কার্টিস। 'ম্যাণ্ডেলার আমলের আগে দক্ষিণ-আফ্রিকা ছিল বায়োওয়ারফেয়ারে দুনিয়াসেরা। ওদের মত শয়তান আর হয় না। আমরা ওদের কাছে শিশু। জানেন, কারা মাংসখেকো পোকা নেক্রোটাইযিং ফ্যাসিয়াইটিস দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে? ওই দক্ষিণ-আফ্রিকা।

'ওরা যতই দক্ষ বিশেষজ্ঞ হোক, একটা কাজ করতে পারেনি। বছরের পর বছর ধরে এমন এক ভাইরাস চেয়েছে, যেটা কালোদের ঝাড়েবংশে মেরে ফেলবে, কিন্তু সাদাদেরকে ছুঁয়েও দেখবে না। যারা এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদের ভিতর উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিল বয়েস ইংগিলস। শোনা যায়, প্রায় তৈরি করে ফেলেছিল ওই ধরনের ভাইরাস, কিন্তু বর্ণবাদী সরকার তখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

নীরবে শুনছে রানা।

আবার খেই ধরল জুলিয়ো কার্টিস, 'কিন্তু পরে আমেরিকান

সরকার বুঝল, ওই লোকের কোর রিসার্চ থেকে অন্য এক ভ্যাকসিন তৈরি করা যেতে পারে। ডেকে নিয়ে তাকে দিয়ে রিসার্চ শুরু করল আমেরিকান সরকার, আবিষ্কার করতে চাইল ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট।'

'এয়ার বেস যিরো নাইনে তাকে আনা হলো?' বলল রানা।

'ঠিক তাই।'

'সাপের গালে চুমু দিতে গেছে আমেরিকানরা। ঠিক তেমনি ছোবলও দিয়েছে সে।'

'তা বলতে পারেন।'

চুপ হয়ে গেল রানা, কী যেন ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সে একা কাজ করছিল না।'

'আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

'লেভেল সিক্স-এ নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দশজন কমাণ্ডো পড়ে ছিল, ওটাই বলে দিচ্ছে ইংগিলসের সঙ্গে বড়সড় কমাণ্ডো ইউনিট আছে। একা কোনও লোক গোটা এক ইউনিটকে শেষ করতে পারত না। ...আপনার মনে আছে, ইংগিলস তিনটে দরজা খুলেছিল? দুই এক্স-রেল ডোর এবং ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্ট—ওটা লেভেল সিক্স-এ।

'ওই ভেন্ট দিয়ে নিজ দলের লোক ঢুকিয়েছে সে। তারা শেষ করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে। পিঠের বুলেটের ক্ষত আর জবাই হওয়া দেখে বুঝেছি, ইংগিলসের বন্ধুরা গোপনে পিছন থেকে হামলা করেছিল।' এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল রানা, তারপর বলল, 'কিন্তু এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না শুধু দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদী ধনীরা ওই ভাইরাস চাইছে।'

'আর কে চাইবে?'

মুখ তুলে চাইল রানা। 'চাইবে অনেক দেশই।'

'প্রথম থেকেই নিরাপত্তা-ঝুঁকি মেনেই কাজ এগিয়ে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এখন ওই ছেলেকে না পেলে আমাদের আর কোনও ভরসা নেই,' বললেন ইউএস প্রেসিডেন্ট।

লেভেল চার-এ অবযার্ভেশন ল্যাবে চারকোনা ভাঙা কাঁচের ঘরের বাইরে বসেছে ওরা, এইমাত্র পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিতে চাইছে। পাশেই মেঝের উপর ছাত থেকে পড়া গোলাকার হ্যাচ।

বোঝা গেছে এদিক দিয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা।

ওরা আশা করছে, শীঘ্রি ফিরবে না তারা।

কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকবার জন্য জায়গাটা সত্যিই আদর্শ।

শুধু তিশা ও নিশাত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে দেখছে ভাঙা কাঁচের ঘর।

জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস টেলিভিশনে বক্তৃতা দেয়ার পর এখন কবরের মত থমথম করছে গোটা ফ্যাসিলিটি। মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের খোঁজে নানাদিকে ছুটছে না নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

এ কারণেই অস্বস্তির ভিতর পড়েছে তিশা ও নিশাত।

শত্রুপক্ষ গোপনে কিছু করছে!

এইমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছে ডক্টর বয়েস ইংগিলস সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তিশা।

'মারাত্মক সব ভাইরাস সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞানী যা জানে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে ইংগিলস,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'ভয়ঙ্কর মন্দ লোক। শুধু অর্থপিশাচ নয়, মানুষ হিসাবেও অত্যন্ত নীচ।'

'দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারের আমলে যা খুশি করেছে,' মন্তব্যের সুরে বলল নিশাত।

'হ্যাঁ। পরেও। কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু সবসময় সন্দেহ করেছি আমরা, ডিয়ে অর্গাস্যাঁসে নামের এক সংগঠনের সঙ্গে তার

যোগাযোগ আছে। ওই দলের নেতা প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ মন্ত্রীরা ও বিপুল জমির মালিক ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাক্তন এলিট ফোর্সের শ্বেতাঙ্গ কমাণ্ডোরা। এরা নানা অত্যাচার-অনাচার করেছে। শেষে ম্যাণ্ডেলার শাসনকালে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। যদি ধরা পড়ত, বিচারে মৃত্যুদণ্ড হতো প্রত্যেকের। বেশিরভাগ দেশের ইন্টেলিজেন্স মনে করে, ডিয়ে অর্গাস্যাঁসে আবারও দক্ষিণ-আফ্রিকা দখল করতে চায়। অবশ্য আমি অতটা নিশ্চিত নই।'

'আপনি কেন নিশ্চিত নন, স্যর?' জানতে চাইল তিশা।

'চিন্তা করুন, ওদের হাতে চলে গেছে ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাস। এমন ভয়ঙ্কর আর কোনও ভাইরাস দুনিয়ায় নেই। সেইসঙ্গে হাতে আছে অ্যান্টিডোট। গোপন সংগঠনের এরা যা খুশি করবে। যাকে খুশি শাস্তি দেবে, যাকে খুশি ক্ষমতায় বসাবে। ...সেক্ষেত্রে কেন দক্ষিণ-আফ্রিকা দখল করতে যাবে? যে-কোনও দেশের যা খুশি কেড়ে নেবে না কেন? চাহিবামাত্র সব দিতে বাধ্য হবে প্রতিটি দেশের সরকার।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'ডিয়ে অর্গাস্যাঁসে বর্ণবাদী সংগঠন, ভীষণ মৌলবাদী। তাদের ধারণা শ্বেতাঙ্গরা অন্য জাতির চেয়ে অনেক উন্নত। অন্য বর্ণের মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হিসাবে বাঁচবার জন্য। প্রথমেই হয়তো তারা গোটা আফ্রিকার কালোদেরকে শেষ করে দেবে। অ্যান্টিডোট পাবে শুধু শ্বেতাঙ্গরা। বর্তমানের আফ্রিকা মুছে যেতে পারে মানচিত্র থেকে। এবং অন্য কোনও দেশ টুঁ শব্দ করবে, তারও উপায় নেই। আমরা গলা উঁচু করলে আমাদেরকে অ্যান্টিডোট দেয়া হবে না। শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী শক্তিশালী কোনও সংগঠন ইচ্ছে করলে সত্যিই গোটা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে।'

পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে রানার ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া এক্স-রেল ট্রেন।

দশ মিনিট হলো ওরা রওনা হয়েছে।

এখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা।

কিছুক্ষণ পর লেকের পাশের ডকে পৌঁছবে ট্রেন। তারপর কী ঘটবে, জানা নেই।

এয়ার বেস যিরো নাইনে একটা প্রশ্ন বারকয়েক মনের ভিতর ঘুরেছে রানার। এবার জানতে চাইল বিজ্ঞানীর কাছে, 'ডক্টর কার্টিস, কাদের কাছ থেকে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাসের নমুনা পেয়েছিল ইউএস এয়ার ফোর্স?'

'ভাল কথা বলেছেন,' বলল ডক্টর কার্টিস। 'সময় অনেক লেগেছে, কিন্তু চিনের হুয়াং বায়োওয়ারফেয়ার ল্যাবোরেটরির দুই চায়নিজ ল্যাব ওঅর্কারকে টাকা খাইয়ে বের করে আনা হয়েছে ওই ভাইরাস। প্রত্যেকে পেয়েছিল দশ মিলিয়ন ডলার। ভোগ করতে পারেনি, চিনা সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং সেটা কার্যকর করে।'

'ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর যাদের দেখলাম, ওরা চায়নিজ?' লেভেল চার-এ একবার উঁকি দিয়েছে, মনে পড়ছে রানার।

'হ্যাঁ।'

অন্য একটা কথা মনে পড়ল রানার। কিছুদিন আগে গুজব শুনেছিল, চায়নিজ আর্মির উচ্চপদস্থ কয়েকজন জেনারেল কমিউনিস্ট সরকার ফেলে দিতে ক্যু করতে চায়।

'ওরা ওখানে কী করছে?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা আমেরিকান-চায়নিজ। ওরাই চায়নায় ঢুকে ল্যাব ওঅর্কারদের কাছ থেকে ভাইরাসের নমুনা নিয়ে আমেরিকায়

ফিরেছিল। তাদের চারজন এখন ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর। এরাই বলেছিল যেন ভাইরাসের অ্যান্টিডোট তাদের উপর পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেকে নাইস্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো। নেতা ক্যাপ্টেন লি ওয়াং। সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তারা, মৃত্যুকে মোটেও পাত্তা দেয় না। এয়ার বেস যিরো নাইনে এদেরকে রাখা হয়েছে, কারণ...'

হাত তুলে বাধা দিল রানা। এক পা সামনে বাড়ল, চেয়ে আছে উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে।

'ঠিক আছে, ডক্টর, পরে আলাপ করব,' বলল রানা। বুকের ভিতর অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর।

সামনে মস্ত বিপদ!

টানেলের দূরে ইশারা করল রানা। প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ধূসর কংক্রিটের দেয়াল। ওদিকে উজ্জ্বল আলোর ছোট এক ফুটো। আর্টিফিশিয়াল ফ্লোরেসেন্ট বাতি।

এগিয়ে আসছে লোডিং ডক।

টানেলের শেষমাথায় পৌঁছে গেছে ওরা।

'লোডিং ডকে ঢুকবে না,' খবিরকে বলল রানা। 'হয়তো অ্যাম্বুশ পেতে রেখেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর থামো। শেষ অংশ হেঁটে পেরুব।'

ট্রেনের থ্রটল নিউট্রাল করতেই কমছে গতি। কিছু দূর পিছলে যাওয়ার পর থেমে গেল ওরা। আগেই হেডল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছে খবির।

এক শ' গজ দূরে টানেলের মুখে ঝলমলে আলো।

ট্রেন থেকে নামল রানা, হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। কোমর থেকে ঝুলছে ফুটবল। ট্র্যাক পেরিয়ে পাশের কংক্রিট প্ল্যাটফর্মে উঠল। পিছু নিল অস্ত্র হাতে খবির ও নিরস্ত্র ডক্টর কার্টিস।

আলোর দিকে ছুটতে শুরু করেছে ওরা।

টানেলের শেষে থামল রানা, সাবধানে উঁকি দিল বাইরে।

অতি উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

ওরা চলে এসেছে বিশাল পাথুরে গুহার মুখে। চারপাশে প্রায় সবই বদলে নেয়া হয়েছে। একদিকে আধুনিক লোডিং ডক। অবশ্য জায়গায় জায়গায় সমতল কংক্রিটের মেঝে, আবার কোথাও অমসৃণ পাথুরে জমিন।

মাঝের দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুই এক্স-রেল ট্র্যাক। রানার কাছের ট্র্যাকে কিছুই নেই। কিন্তু ওদিকের ট্র্যাকে আরেকটা এক্স-রেল ট্রেন। ওটাতে করে এসেছে বয়েস ইংগিলস এবং তার কমাণ্ডোরা।

বিশাল গুহার ভিতর কিছুই নড়ছে না।

দেয়ালের ট্র্যাকে কালো স্টিলের ক্রেন। এক্স-রেল ট্র্যাক থেকে গেছে বড়সড় পুকুরের মত এক জায়গায়।

লেক পাওয়েলের নানান খনিজের কারণে ঝকমক করছে পাতাল-দিঘির সবুজ পানি। আঁকাবাঁকা কালো এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে গেছে জলাশয়, বোধহয় মিশেছে গিয়ে মূল লেকে। সিমেন্টের ডকের পাশে সাধারণ তিনটে হাউস-বোট, এ ছাড়া বিদঘুটে চেহারার ধূসর কয়েকটা স্পিডবোট ভাসছে।

বিশাল পাতাল লোডিং বে-র ভিতর কেউ নেই।

খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ।

সাবধানে সুড়ঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রানা, কয়েক পা গিয়ে উঠে পড়ল মাঝের প্ল্যাটফর্মের উপর। দু'পাশে এক্স-রেল ট্র্যাক। প্রকাণ্ড গুহার ভিতর ওগুলোকে নগণ্য মনে হলো।

প্ল্যাটফর্মের আরেকদিকে চেয়ে চমকে গেল রানা। ওখানে যেন সুপারমার্কেটের ডিসপ্লে দেয়া হয়েছে। বুক-সমান উঁচু হলুদ দশ গ্যালনের ব্যারেলগুলো, সামনে কালো এক স্যামসোনাইট ট্রাঙ্ক, খুব হাইটেক মনে হলো ওটাকে— ঢাকনি খোলা।

ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হলুদ ব্যারেলগুলোর গায়ে স্টেনসিল করা।

লেখাটা পড়ে গলা শুকিয়ে গেল রানার।

এএফএক্স-৭০৮: এক্সপ্লোসিভ ফিলার।

এ জিনিস ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক, এ দিয়ে তৈরি করা হয় বিখ্যাত বিএলইউ-১০৯ বোমা। গালফ যুদ্ধের সময় এই জিনিস দিয়ে সাদ্দাম হুসেনের বাঙ্কারগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ১০৯-এর সুপার হার্ডেণ্ড নাক ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে নিরেট কংক্রিট বাঙ্কার। মাথার ভিতর থাকে এএফএক্স-৭০৮ ওয়ারহেড, বিস্ফোরিত হলে চুরমার হয়ে চারপাশে ছিটকে পড়ে আস্ত বাঙ্কার, বাঁচে না একজনও।

খবির, মেরিন বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিসকে পিছনে রেখে স্যামসোনাইট ট্রাঙ্কের ভিতর উঁকি দিল রানা।

ওর দিকে মিটমিট করে হাসছে একটা টাইমার ডিসপ্লে:

০০:১৯.

০০:১৮.

০০:১৭.

'সর্বনাশ...' ফিসফিস করল রানা।

আর সতেরো সেকেণ্ড, তারপর ছারখার হবে এই লোডিং বে!

এএফএক্স-৭০৮ ব্যারেলগুলো প্রকাণ্ড সাদা আলোর ঝলক তৈরি করবে, চুরচুর করে দেবে চারপাশের সব। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে পড়বে লোডিং বে-র চারদেয়াল ও ছাত, চারদিকে বুলেটের মত ছুটবে ভয়ঙ্কর ধারালো লক্ষ লক্ষ পাথরের শ্র্যাপনেল। পাউডারের মত গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ছোট পাথরগুলো।

বয়েস ইংগিলসের এক্স-রেল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একেবারেই কাছে, ওটা স্রেফ মিলিয়ে যাবে বাতাসে।

কিন্তু ওসব দেখতে পাবে না ওরা।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ উড়িয়ে দেবে লোডিং বে এবং চারপাশের সবকিছুর সঙ্গে ওদেরকেও!

ঘুরে চাইল রানা অন্যদের দিকে। বলল, 'পালাও! জলদি!'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

# আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

**মোঃ আরজু আহাম্মেদ,**

গ্রাম: দক্ষিণ ভাবনীপুর, পোস্ট: মধুপুর, জেলা: কুষ্টিয়া-৭০১০।

মাসুদ রানার 'বন্ধু' বই দিয়ে ২০০৮ সালে আমার হাতে খড়ি। এরপর শুধুই এগিয়ে চলা। তিন গোয়েন্দার প্রায় ৮০টি ভলিউম এবং মাসুদ রানার প্রায় ৩০০ বই আমার পড়া। এ ছাড়া ওয়েস্টার্ন, অনুবাদও আমি পড়ি। বর্তমানে মাসুদ রানা বেশি পড়া হয়। তবে কাজীদা, 'আগুন নিয়ে খেলা' বইটি আসলেই আগুন ভরা। 'স্নাইপার', 'হ্যাকার', 'অগ্নিপুরুষ', 'আমিই রানা', 'সূর্য-সৈনিক', 'আই লাভ ইউ, ম্যান' বইগুলো না পড়লে বুঝতাম না মাসুদ রানা কী জিনিস! মাসুদ রানার একটি বই আমি প্রায় ৫০ বার পড়েছি– স্নাইপার। এই বই সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নেই। শুধু একটা কথাই বলব এ ধরনের বই আমরা আরও পেতে চাই। সেবার কিছু কিছু বই আছে যেগুলো সেবা অনুবাদ না করলে হয়তো কোনও দিনই পড়া হতো না। তেমনই একটি বই 'ড্রাকুলা'। আমি এর জন্য ধন্যবাদ জানাই রকিবদাকে। আর আমার তরফ থেকে সেবার সকল লেখক, কর্মচারী এবং পাঠকের প্রতি রইল হাজার গোলাপের শুভেচ্ছা।

✹ আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন।

**নীল**

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭২৩৫৪০০৬৫

কেমন আছেন, কাজীদা? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জিসান আহমেদ নীল। আজ প্রায় তিন বছর পর আবারও লিখছি আলোচনা বিভাগে। এই তিন বছরে অনেক কিছু বদলেছে, বোয়ালমারী থেকে পাড়ি জমিয়েছি ঢাকাতে, কলেজ জীবন থেকে প্রবেশ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এবং তার অর্ধেক সময় পার করে দিয়েছি। এত বদলের মাঝেও কমেনি মাসুদ রানার প্রতি ভালবাসা, বরং তা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। আজও মাসুদ রানার বই পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ি সব ভুলে। তাইতো মাসুদ রানার নতুন বই লাইমলাইট ১,২ হাতে

পাওয়ার সাথে সাথে নিমেষে সাবড়ে ফেললাম। খুবই চমৎকার লেগেছে বইটি। বইটাতে একই সাথে স্বাদ পেয়েছি একাধিক অভিযানের। যেমনঃ মাধানার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ, তেলখনি শত্রুমুক্ত করা এবং বিষাক্ত তেল থেকে সমুদ্রকে বাঁচানো, মরুর জেল থেকে বিজ্ঞানীকে উদ্ধার, উন্মত্ত ঝড়ের মাঝে নিকোলাসের জাহাজ ধ্বংস করা এবং সব শেষে বালির সমুদ্রের নীচ থেকে হীরা উদ্ধার, এরকম আরও একাধিক উত্তেজনাকর অভিযানে ভরপুর পুরো বইটা। তাই তো সম্পূর্ণ বইটা শেষ না করে উঠতেই পারছিলাম না। চমৎকার বইটার জন্য কাজীদাকে এবং অসাধারণ প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদাকে জানাই এক বাক্স রসালো মিষ্টি ফজলি আমের শুভেচ্ছা।

কাজীদার প্রতি একটা অনুরোধ, 'লাইমলাইট' বইটাতে কয়েকবারই বলা হয়েছে যে হাত কাটা যাওয়ার আগে সোহেল ও রানা একই সাথে অনেক মিশনে গিয়েছিল, তাই লোভ হলো, এমন একটা বই কী বের করা যায় না যেটার কাহিনির প্রেক্ষাপট হবে সোহেলের হাত কাটার আগে এবং রানা ও সোহেল একই সাথে কোন মিশনে ঝাঁপিয়ে পড়বে? প্লিজ, কথাটা বিবেচনায় রাখবেন।

✱ বিবেচনায় থাকল। মিষ্টি ও সুগন্ধী ফজলি আমের জন্য ধন্যবাদ।

**এ.বি.এম তামিম** মোবাঃ ০১৮৩২২৪৯০০০
আসমা ভবন, সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার চট্টগ্রাম।

প্রাণ প্রিয়
কাজী আনোয়ার হোসেন।

জন্মদিনে বেলী ফুল, কদমফুল ও গোলাপসহ অজস্র ফুলের শুভেচ্ছা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ স্বার্থপর। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমার অবসর সময়ে মাসুদ রানার সঙ্গ পাওয়ার জন্য, আপনার হাজার বছরের আয়ু কামনা করছি। উনিশে জুলাই দিনটি বারবার ফিরে আসুক আপনার জীবনে।

'ডেথ ট্র্যাপ' বইটি শেষ করলাম। ২য় পর্বের অপেক্ষায় আছি।

✱ আপনি যাতে মাসুদ রানার সঙ্গ পেতে পারেন সেজন্য আমার হাজার বছরের আয়ু কামনা করছেন। চালাকি, না? নিজেও হাজার বছর টিকে থাকার মতলব? ...কেমন লেগেছে ২য় পর্ব?

**রজত দাশগুপ্ত**
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

অ্যান্টার্কটিকায় বরফের ৩ হাজার ফুট নিচে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার করে—যার জন্য সৃষ্টির সেরা জীব নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে—পরাশক্তিগুলো একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মাসুদ রানার জয়। হ্যাঁ, আমি 'ডেথ ট্র্যাপ'-এর কথা বলছি। অসাধারণ একটি বই। খারাপ লাগল নিশাত সুলতানার পা হারানোর কারণে। তবে শেষে শয়তান পরাজিত হয়েছে আর রানা বিজয়ী হয়েছে, এতেই আনন্দ। 'অচেনা বন্দর' পড়লাম। মিশ্রিখানের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেয়েছি, তবে ভাল লাগল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট যেভাবে শাস্তি পেল। ভাল থাকবেন, কাজীদা। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

✱ কত দীর্ঘ? হাজার, না লক্ষ বছর?

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

## আগামী বই

০৮/১০/১৩ মরণডাক (ওয়েস্টার্ন) ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

**বিষয়:** পাঠক, বুনো পশ্চিমের আগুনঝরা দিনগুলোয় আবারও আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। গোটা একটি উপন্যাস, সেইসঙ্গে ছোট-বড় আরও আটটি গল্প নিয়ে এবারের এই সংকলন। লেখক তালিকায় আছেন বাংলায় ওয়েস্টার্ন কাহিনির জনক প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল, খসরু চৌধুরী, গোলাম মাওলা নঈম, কাজী মায়মুর হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। একেকটি কাহিনি একেক স্বাদের, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটিতে রয়েছে পশ্চিমা জীবনের কঠোর রুক্ষতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নীচতা, মহত্ত্ব, সাহস, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিষ্ঠা... এবং প্রেম। নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভালো লাগবে।

## আরও আসছে

২৭/১০/১৩ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ১ সংখ্যা) নভেম্বর, ২০১৩

মাসুদ রানা

# কিলার ভাইরাস

## প্রথম খণ্ড

## কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট চলেছেন এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন পরিদর্শনে। কিন্তু মন বলছে ওখানে বিপদ হতে পারে। হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গোপনে মাসুদ রানার সহায়তা চেয়ে বসলেন তিনি।

ওদিকে রানাকে বললেন বিসিআই চিফ: ওই বেসে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বায়োলজিকাল এজেন্ট– মহাচিনের তৈরি ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস।

'যাও, রানা... তবে মনে রেখো, কাজটা অত্যন্ত কঠিন। সম্ভব হলে, ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো।'

চিফের নির্দেশে ওখানে চলেছে দুঃসাহসী মাসুদ রানা, সঙ্গে কয়েকজন দুর্ধর্ষ অফিসার ও সৈনিক– কিন্তু ওই এয়ার বেসে ঢুকেই ওরা টের পেল, ওখানে চলছে মস্ত ভজকট।

চারপাশে একের পর এক ষড়যন্ত্র, নানা বাধা। তারপর শুরু হলো হামলা!

বাঁচতে চাইলে লড়তে হবে। কিন্তু কীভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে ওরা? ওই বেসে দুনিয়াসেরা পঞ্চাশজন এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো খুঁজছে ওদেরকে খুন করার জন্য!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবাশো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০